

আল্লাহ জাওয়াবকারীকে আলোবাত্তেন

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ



জুবায়ের রশীদ
অনূদিত

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবামেন

প্রথম অংশ

শাইখ নাবিল ইবনে নাসির আস-সিনানি
অনুবাদক
উবাইদ উসমান

দ্বিতীয় অংশ

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ
অনুবাদক
জুবায়ের রশিদ

উৎসর্গ

মুফতী মাসুম বিল্লাহ ও মুফতী আব্দুস সবুর [যিদা মাজদুহম]

[মুফতী ও মুহাদ্দিস : আকবর কমপ্লেক্স মিরপুর, ঢাকা]

আমার প্রিয় দুই উস্তাদ। যাদের শাসন, স্নেহের অকৃত্রিম ছায়ায় কেটেছে
জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাল। আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া-আখেরাতে সম্মানিত
করুন। তাদের স্নেহাশীস দোয়া ও ভালোবাসা হোক আগামী জীবনের
পাথেয়।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা.....	৮
ইস্লেগফার : কল্যান ও সফলতার রাজপথ.....	১১
আল্লাহ আপনার ডাকের অপেক্ষায় আছেন.....	১৭
বেলা চলে যায়.....	২০
তুমিই শত্রু তোমার.....	৩৮
ফিতনা ও প্রলুব্ধি : মুক্তির উপায়.....	৪৩
তাওবা-ইস্লেগফারের সুমিষ্ট ফল.....	৫২
আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো ক্ষমাশীল.....	৫৯
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন.....	৬৫
ইবরাহিম ইবনে আদহামের সঙ্গে কথোপকথন.....	৬৬
প্রত্যাবর্তনের গল্প.....	৬৯
প্রথম গল্প.....	৭০
দ্বিতীয় গল্প.....	৭৪
তৃতীয় গল্প.....	৭৮
সুসংবাদ গ্রহণ করো হে তাওবাকারী.....	৮৫
তাওবার পথে অন্তরায়.....	৮৮
যে জীবন নিদারুণ যন্ত্রণার.....	৯১
আমলের প্রতিদান.....	৯৪
নেক আমল ঈমানের প্রতিফলন.....	৯৮
দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা.....	১০৪
চিন্তা-পেরেশানি দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়.....	১০৬
ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজনের হেফাজত.....	১১৫
কবরের সঙ্গী.....	১১৮
জাহান্নাম থেকে মুক্তি.....	১১৯
আমলের ক্ষেত্র.....	১২১
গোনাহের শাস্তি.....	১২৪
বিপদ-মুসিবতের জাগতিক ও শরঈ কারণ.....	১২৮
বিপদ থেকে উত্তোরণ.....	১৩২

গোনাহ উম্মাহর পরাজয়ের কারণ.....	১৩৬
ভরসা একমাত্র আল্লাহর ওপর	১৪০
হৃদয়ে আল্লাহর মুরাকাবা.....	১৪২
আল্লাহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন	১৪৪
উম্মাহর ইবনে ওয়াহাবের ইসলাম গ্রহণ.....	১৪৭
তাওহিদের গুরুত্ব	১৫২
নামাজের প্রতি যত্নবান হও	১৫৪
আল্লাহ আপনার কথা শ্রবণ করছেন.....	১৫৭
গোনাহ কখনো তুচ্ছ নয়	১৬৭

অনুবাদের কথা

আমাদের হৃদয় মনের মুকুট হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্যানুযায়ী কিয়ামত-পূর্বকালে গোনাহ ও পাপাচার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে। বোধ করি—এখন চলছে সেই কাল। চারদিকে গোনাহের সয়লাব। বইছে পাপের সমুদ্র। অবাধ্যতার আশ্ফালন। নাফরমানির জয়জয়কার। যারা নষ্ট পৃথিবীতে আজ তাদের রাজত্ব। যারা ভ্রষ্ট তারাই সেজে আছে সমাজের পথপ্রদর্শক। যারা শয়তানের দোসর রাষ্ট্রের সংসদে ক্রমাগত বাজছে তাদের হুকাহুয়া। যারা জালিম তারা সেজেছে মানবতার ফেরিওয়ালা। যারা হত্যাকারী তাদের শিয়রপাশে শোভা পায় ইনসাফের দাড়িপাল্লা। যারা ব্যভিচারী লম্পট তারা দিচ্ছে চারিত্রিক সার্টিফিকেট। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, অসভ্যতা, বর্বরতা ও জাহেলিয়াতের সর্বোচ্চ সময় অতিক্রম করছে আমাদের বসবাসের দুনিয়া। ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতে আগুন রাখার মতোই কঠিন। বড্ড কঠিন। যতটুকু ঈমান হৃদয়ে থাকলে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা যায়, অতটুকু ঈমানও অবশিষ্ট নেই আজ তথাকথিত মুমিনদের। অধিকাংশই কেবল জন্ম ও বংশতালিকায় মুমিন। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের কথা তারা বেমালুম ভুলে গেছে। কবর, হাশর, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম তাদের স্মরণে জাহত হয় না। পিতা চলে যাচ্ছে তিন টুকরো সাদা কাফনে জড়িয়ে ছেলে তাকিয়ে আছে নির্বিকার। মেয়েকে দেওয়া হচ্ছে মৃত্যুগোসল কিন্তু গর্ভধারণকারী মা চেতনাহীন। নামধারী এ সমস্ত মুসলমানদের স্বন্ধে নিয়ে উম্মাহ আজ এক কঠিন ও দুঃসময় অতিক্রম করছে। হৃদয়ে বিশ্বাস করি এ কথা—উম্মাহর ভাগ্য পরিবর্তন হবে সেদিন মুসলমান যেদিন গোনাহের বেড়াজাল ছিন্ন করে ঈমানের পরিচয়ে জাহত হবে। আল্লাহর কসম! সেদিন বিজয় হবে উম্মাহর। মুক্তি পাবে চলমান নিপীড়নের ক্রান্তিকাল থেকে। ক্ষুদ্র জ্ঞানে অনুভব করি, বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের প্রথম শর্ত হলো পরিচয়হীন নামধারী মুসলমানদের হৃদয়ে ঈমানের চেতনা জাগরুক করা। অবাধ্যতা ও পাপাচার

থেকে আনুগত্য ও আমলের আলোকিত কাফেলায় शामिल হওয়া। হ্যাঁ, এটিই আজ মুসলিম উম্মাহর প্রথম ও প্রধান কর্মসূচি।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ ‘আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন’ সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নে ধারাবাহিক আয়োজনের একটি উদ্যোগ। এ গ্রন্থ পড়ে একজন মানুষ যদি ফিরে আসে, মসজিদের কাতারে যদি আরও একজন নামাজির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে যেন উম্মাহর বিজয়-কাফেলার একজন সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হলো। একজন মুসলমানের ফজরের নামাজ উম্মাহর বিজয়ের জন্য নুসরত-সাহায্য। তেমনি একজন মুসলমানের একটি গোনাহ উম্মাহর পরাজয়ের একটি কারণ। তাওবার অনুতপ্ত অশ্রুতে, অনুশোচনার দহনে একজন পাপী অন্তত ফিরে আসুক—হৃদয় থেকে কামন করি।

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ হাফিজাহুল্লাহ একজন খ্যাতিমান দাঈ। প্রাজ্ঞ আলেম। অবস্থানগত দিক দিয়ে আরববিশ্বের হলেও মূলত বিশ্বব্যাপী চলমান ছিল তার দাওয়াতের কার্যক্রম। দীর্ঘ এক যুগেরও অধিক সময় কারাগারকোষ্ঠে বন্দি থাকলেও প্রযুক্তির কল্যাণে আজও তার উদাত্ত আহ্বান উম্মাহকে জাগ্রত করেছে। তার প্রতিটি বয়ান মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হচ্ছে। তার লেখা, তার লেকচার পথহারা মানুষের জীবনকে করেছে দীপান্বিত। আলোকিত করেছে গাফেল, উদাসীন মুসলমানদেরকে। আরব-তরুণদের প্রিয়ভাজন ছিলেন তিনি। আরবের প্রজ্ঞাবান এই শাইখ বর্তমান সৌদি সরকারের রোযানলে কারাজীবন ভোগ করছেন। আরবের পবিত্র মাটিতে সিদ্দিকি চেতনার সত্যভাষণে ভীত হয়ে কাপুরুষ সৌদি-শাসক তাকে বন্দি করে। এক দুই করে পেরিয়ে গেছে আজ দীর্ঘ পনের বছর। মহান রবের নিকট দোয়া করি এবং সকলের দোয়া কামনা করি—তিনি যেন সমকালীন বিশ্বের মহান এই আলেম ও দাঈকে জালিমের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত করে পুনরায় উম্মাহর খেদমতে আত্মনিয়োগ করার তাওফিক দান করেন। তার ভরাট কণ্ঠের হৃদয় বিদীর্ণ আহ্বান যেন ফের মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের কর্ণকোহরে ধ্বনিত হয়। মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে যেন আবারো ঢেউ তুলে তার উদাত্ত আহ্বান। খালিদ বিন ওয়ালিদ ও মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর চেতনা ও রক্তকে ধারণকারী বীর সৈনিক আপনি দীর্ঘজীবী হোন। জয় হোক আপনার। বোধোদয় হোক আপনার শত্রুদের। মাত্র একটি বয়ানের জন্য তারা দীর্ঘ পনের বছর আপনাকে অন্ধকার ঘৃহে বন্দি করে রেখেছে। বঞ্চিত

করছে উম্মাহর অজস্র সদস্যকে আপনার দরদীয় প্রেমার্ত কণ্ঠ থেকে।

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন—বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আরব শাইখ মুহতারাম খালিদ আর-রাশিদ হাফিজাহুল্লাহর লেকচারের সংকলন। বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রায় চার হাজার লেকচার ছড়িয়ে আছে অনলাইনে-অফলাইনে। ইথারনেট ও ছাপার কালিতে। তার প্রতিটি লেকচার আবরি, ইংরেজি-সহ পৃথিবীর বহুল প্রচলিত ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। বাংলাভাষী পাঠককে শাইখের হৃদয়-প্রভাবক ও আত্মবিগলিত লেখার সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে দাওয়াতি মেজাজ থেকে আমাদের এই শ্রম। গ্রন্থটি পাঠকের জীবনকে নতুন রঙে, নতুন চিন্তায় এবং নতুন স্বপ্নে তড়িত করবে। ভেতরে জাগ্রত করবে ঈমানের আত্মমর্যাদা। আল্লাহর নির্দেশ এবং নবীজির সুনাহর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবে গভীরভাবে।

গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে রুচি ও সৃজনশীলতায় উত্তীর্ণ হাসানাহ পাবলিকেশন। একটি কল্যাণমূলক দাওয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা তাদের প্রকাশনীর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তাদের গ্রন্থ নির্বাচন এবং সম্প্রতি প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহ তারই ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদাশীল করুন। তাদের সকল খিদমাহ কবুল করুন।

লেখক, অনুবাদক, পাঠক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়াল্লা কবুল করুন। দুনিয়াতে সম্মান মর্যাদা এবং পরকালে মুক্তির মাধ্যম বানান।

মুফতী জুবায়ের রশীদ

মুশরিফ (ইফতা)

মারকাযুল উলুম আল-ইসলামিয়া

উত্তরা, ঢাকা।

ইস্তেগফার : কল্যাণ ও মফলতার রাজপথ

পার্থিব জীবন মোহ-মায়াময়। এর পরতে পরতে রয়েছে নানাবিধ জটিলতা। বাঁকে-বাঁকে রয়েছে বহুবিধ পরীক্ষা আর চড়াই-উৎরাইয়ের পিচ্ছিল গিরিপথ। কখনো পরীক্ষার দমকা হাওয়া এলোমেলো করে দেয় সাজানো সবকিছু। কদমাত্ত করে স্বপ্নের সফেদ আঙিনা। কঠিন চোরাবালি টেনে ধরে শরীর-মন। আবার কখনো-বা হতাশার ঘনকালো মেঘ নিমিষেই সরে যায় মাথার ওপর থেকে। সোনালি রঙে সেজে ওঠে জীবনাকাশ। এই নিবিড় সুখ-দুঃখ আর হাসি-আনন্দের পালাবদলের দুনিয়ায় জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা ভুলে আমরা নিমগ্ন হয়ে পড়ি কেবল দুনিয়ার পেছনে; যা ক্ষণস্থায়ী ও কোহেলিকায় মোড়ানো। তাই প্রিয় ভাই! আসুন, অনুভবের দুয়ার খুলি। বোধের জগত করি উন্মোচন। পর্যালোচনা করি জীবনের ভালো-মন্দের হিসাব-নিকাশ।

পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। চিন্তার বৈচিত্র্যে, চেতনার ভিন্নতায় পৃথিবী প্রাচুর্যময়। কারও চিন্তা আবর্তিত হয় কেবল দুনিয়াকে ঘিরে। কেউ আবার আখেরাতকে নিজের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে জীবনের প্রতিটি কাজ পরিচালিত করে। এই দুই শ্রেণির মানুষের মধ্যে প্রকৃত সৌভাগ্যবান হলো সে, যে গুনাহের পঙ্কিল পথে পা বাড়িয়ে পরক্ষণেই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ফিরে আসে শুভ্র-সুন্দর পথে। হৃদয়গহীনে অনুশোচনার কালিমা মেখে তাওবা করে মহামহিম প্রভুর দরবারে। হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

‘মানুষমাত্রই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাকারীরাই উত্তম।’

মানুষ গুনাহপ্রবণ। চিরশত্রু শয়তান, নফস ও লোভাতুর দুনিয়ার মুঞ্চতায় ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, ছোটো-বড়ো অসংখ্য পাপের জালে জড়িয়ে পড়ে অহর্নিশ। কিন্তু বিবেকের দুয়ারে প্রশ্ন রেখে যদি বলি, পাপের অন্ধকার গলিতে হেঁটে বেড়ানোর জন্যই কি মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

কবি বড়ো চমৎকার বলেছেন,

‘বিপদ ও দুর্ভাগ্যের বিশালতার দরুণ আমি চারটি মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি।

- অভিশপ্ত ইবলিশ
- মোহমায়াময় পৃথিবী,
- কুটিল নফস ও প্ররোচক প্রবৃত্তি।

ভয়াল এই শত্রুদের থেকে কীভাবে মুক্তি পাব আমি?’

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শয়তানের কূটচাল ও কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক করেছেন। শয়তান মানুষের সামনে দারিদ্র্যকে খুব বিশালাকারে উপস্থাপন করে। তাই কিছু মানুষ ধনাঢ্য হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতের পথে একটি টাকা খরচ করতে তাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হয়। চলমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যত পরিণতির কথা ভেবে দান-সদকা থেকে হাত গুটিয়ে রাখে। যদি আমরা শয়তানের হরেক রকম চক্রান্ত সম্বন্ধে অবগত না হই, তাহলে শয়তান দক্ষ চোরের মতো ক্রমে-ক্রমে হৃদয়ের গভীরে বাসা বাঁধবে। হৃদয়ের দরজা যদি অরক্ষিত হয়, তবে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই শয়তান হৃদয়ের দুর্গ জয় করে নেয়। তখন দ্বীনের কাজগুলো পালন করা খুবই কঠিন মনে হয়। মন্দ ও গর্হিত কাজগুলো সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ধরা দেয় চোখের সামনে। পাপের ধ্বংসাত্মক পথ হাতছানি দিয়ে ডাকে মায়াময় মোহগ্রস্ততায়। তাই প্রিয় ভাই, ধ্বংসের পথে পা বাড়ানোর আগেই আপনার শত্রুকে চিনুন, যেন সে আপনাকে পথভ্রষ্টতায় নিষ্ক্ষেপ না করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।’^২

শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কিছু দিক-নির্দেশনাসহ অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ
بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
'হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু
রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক
অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে
তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ
সম্বন্ধে তোমরা যা জানো না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ
দেয়।'^৩

প্রিয় ভাই ও বোন! প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখুন। কু-প্রবৃত্তি
সর্বদা মন্দ ও নিন্দনীয় কাজের দিকে প্ররোচনা দেয়। কু-প্রবৃত্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হওয়া যদিও কঠিনসাধ্য সাধনা, কিন্তু এই কষ্টকাকীর্ণ পথ শেষে আপনার জন্য
অপেক্ষা করছে মুক্তি ও সফলতার অপার দিগন্ত। আযিযে মিশরের স্ত্রী জুলায়খা
নফসের কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ব্যভিচারে
প্ররোচিত করেছিল। আল্লাহ তার কথাগুলো কুরআনুল কারিমে নিম্নোক্ত ভাষায়
উল্লেখ করেছেন। জুলায়খা বলেছিল,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجِمَ
رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই
মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া
করেন। আমার প্রতিপালক তো অতি ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।'^৪

তাফসিরে মুয়াসসারে জুলায়খার এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আমি নিজেকে
কখনো পবিত্র ও নির্দোষ বলে দাবি করছি না। নফস গুনাহের স্বাদ আশ্বাদন
করানোর জন্য মানুষকে অনবরত পঙ্কিলতার পথে আহ্বান করে। তার কথা ভিন্ন,

৩ সূরা বাকারা : ১৬৮, ১৬৯

৪ সূরা ইউসুফ : ৫৩

আল্লাহ তায়ালা যাকে নিরাপদ রাখেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর পাপী বান্দাদের তাওবা গ্রহণ করেন। তিনি বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু।

নফসের কামনা-বাসনার পেছনে ছুটে চলা শরিয়ত গর্হিত কাজ। মানুষকে নফসের গোলামি থেকে মুক্ত করে আল্লাহ অভিযুক্তী করা শরিয়তের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

‘পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।’^৫

হযরত আবু বারযাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بَطُونِكُمْ
وَفُرُوجِكُمْ وَمُضْلَاتِ الْهَوَىٰ

‘আমি তোমাদের জন্য পেট, লজ্জাস্থানের প্রবৃত্তির বাসনা এবং চিন্তাগত ভ্রষ্টতার ভয় করি।’^৬

অপর এক হাদিসের শেষাংশে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘ধ্বংসাত্মক বিষয় হলো কৃপণতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং অহংকার করা।’^৭

পার্থিব জীবন শোভা-সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য লাভের মুক্ত আবাস। ইরশাদ হয়েছে,

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ

৫ সূরা নাযিআত : ৪০

৬ মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল

৭ মুসনাদে বাযযার : ৬৪৯১

أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتْرَاهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُوْنُ
حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيٰةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

‘তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক,
জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সম্ভান-
সম্মতিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।
এর উপমা এমন বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার
কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি
তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়।
পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সম্মতি।
পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।’^৮

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদাসীনতার জালে ঘুরপাক খাচ্ছে।
তাদের জীবনের সম্পর্ক দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। রং-তামাশা ও আনন্দ-
উল্লাসময় জীবন উদযাপনের জন্য তারা পৃথিবীর সাথে গড়ে তুলেছে গভীর
সখ্যতা। কুরআন-সুন্নাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। কেবল
হাতেগোনা কিছু মানুষ এই ধ্বংসাত্মক জালের বাইরে রয়েছে। ক্ষনিকের পৃথিবীর
চোখধাঁধানো চাকচিক্য অচিরেই ধ্বংস হবে। গ্রীষ্মের আকাশে উড়ে বেড়ানো
মেঘমালার মতো বিলীন হবে সুনিশ্চিত। সুতরাং চাকচিক্যময় পৃথিবীর মোহে পড়ে
পৃথিবীকেই ধ্যান-জ্ঞান বানাবেন না হে আমার প্রিয় ভাই! দেখুন আল্লাহ তায়ালা
কী বলেছেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذٰئِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَاِنَّمَا تُوقَنُ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاَزَ ۗ وَمَا الْحَيٰةُ
الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

‘জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন
তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে। যাকে
অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করা হবে সেই

সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।’^৯

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে খেল-তামাশার জায়গা বলেছেন। কল্যাণের প্রতি দ্রুত অগ্রসর, পুণ্যার্জন এবং কথা-কাজে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

‘পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যারা তার পথ অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন করো না?’^{১০}

৯ সূরা আলে-ইমরান : ১৮৫

১০ সূরা আনআম : ৩২

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন ১৬

আল্লাহ আপনার ডাকের অপেক্ষায় আছেন

পার্থিব জীবন রেললাইনের মতো সমান্তরাল নয় কখনো। ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের তরঙ্গে বয়ে চলে জীবনের কিশতি। নদীর মতো বয়ে চলা জীবনে শয়তান, নফস, প্রবৃত্তি এবং চাকচিক্যময় দুনিয়ার কুমন্ত্রণার ঢেউ আছড়ে পড়ে জীবনোপকূলে। কখনো আমরা সেই ঢেউয়ে পরাস্ত হই, কখনো দাঁড়িয়ে থাকি সটান সৌধের মতো। তাই সব সময় আপনাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, কুমন্ত্রণার ঢেউ যেন আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী কোনো ক্ষতির সম্মুখীন করতে না পারে। গুনাহের লকলকে শিখা কখনো আপনাকে স্পর্শ করলে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে প্রতিরোধ করতে হবে তৎক্ষণাৎ। গুনাহের ফিরিস্তি আকাশের মেঘমালা স্পর্শ করলেও হতাশ হবেন না কখনো। গুনাহের জমাট আঁধার ভেদ করে পুণ্যের আলোকরেখা স্পর্শের নিরন্তর সাধক আপনি। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছার ফলে তিনি তাঁর অপার ক্ষমা ও অনুগ্রহে গুনাহের কালিমা মোচন করে দেবেন।

আল্লাহ তায়ালা রহমতের শামিয়ানার ব্যাপ্তি অসীম। সাগরের অঁথে জলরাশির সমপরিমাণ গুনাহকেও তিনি ক্ষমার আপন মহিমায় ক্ষমা করে দেন। গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে যদি আমরা তার দরবারে কড়া নাড়ি, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের জন্য খুলে দেবেন রহমতের অবারিত দরোজা। আমার প্রতিপালক কত সহনশীল, তিনি ক্ষমা ও অবারিত রহমতের মালিক। দিবানিশি আকণ্ঠ রবের অবাধ্যতায় ডুবে থাকি, তবুও তিনি আমাদের সকল দোষত্রুটি গোপন রাখেন। হিদায়াতের পথে ফিরে আসার সুযোগ দেন। রাতের শেষ প্রহরে ডেকে ডেকে বলেন,

مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

‘কে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।’”

ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ. বলেন, হযরত মালিক ইবনে দিনার রহ. তার কিতাবুশ শুকরে বলেন, ‘আমি কয়েকটি হাদিসের কিতাবে পড়েছি আল্লাহ তায়ালা বলেন, “হে আদম সন্তান! আমার কল্যাণ তোমার প্রতি বর্ষণ হয়, পক্ষান্তরে তোমার মন্দ

কাজ আমার দিকে উখিত হয়। আমি তোমার প্রতি পছন্দনীয় নেয়ামত দান করি, তুমি আমার প্রতি অপছন্দনীয় গুনাহ পাঠাও। সম্মানিত ফেরেশতা তোমার থেকে মন্দ আমল নিয়ে আমার কাছে আসতেই থাকে।”

আল্লামা আলবানি রহ. সহিহুল জামে গ্রন্থে এই হাদিস উল্লেখ করেছেন, ‘বামপাশের ফেরেশতা অপরাধী মুসলমানের গুনাহ লিপিবদ্ধ করতে ছয় দফা বিলম্ব করে, এর ভেতরে যদি সে অনুশোচনায় দক্ষ হয় এবং কৃত অপরাধে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাহলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না, অন্যথায় একটি গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হয়।’

প্রিয় ভাই ! ধীর পায়ে, কম্পিত হৃদয়ে, মিনতিভরা কণ্ঠে ক্ষমাশীল, দয়ালু প্রতিপালকের দরবার চোখের নোনা জলে সিক্ত করুন, তাওবাকারীদের নুরানি কাফেলায় আশ্রয় নিন পরম নির্ভরতায়।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত বাণী আমাদের প্রত্যাশার উপকূলে জোয়ারের প্লাবন সৃষ্টি করে, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকি, আমাদের রব অত্যন্ত দয়ালু, তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন, যদিও আমাদের গুনাহ আসমান পর্যন্ত পৌঁছে।

لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمْ السَّمَاءَ ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ
عَلَيْكُمْ

‘তোমরা যদি পাপাচার করো, এমনকি তোমাদের পাপ আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতঃপর তোমরা তাওবা করো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের তাওবা কবুল করবেন।’^{১২}

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
‘গুনাহ থেকে তাওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তিতুল্য।’^{১৩}

১২ ইবনে মাজাহ : ৪২৪৮

১৩ ইবনে মাজাহ : ৪২৫০

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু নসিহত করুন।’ তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘সাধ্যের সবটুকু দিয়ে আল্লাহকে ভয় করবে। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, কোনো মন্দ কাজ করে ফেললে তাওবা করবে। গোপনে একটি মন্দ কাজ করলে তৎপরিবর্তে গোপনে একটি ভালো কাজ করবে, প্রকাশ্যে মন্দ কাজ করলে এর পরিবর্তে প্রকাশ্যে একটি ভালো কাজ করবে।’^{১৪}

তাওবার অব্যাহত দরোজা সর্বদা উন্মুক্ত। এই দরজার কপাট দুটো কখনো একত্রিত হয় না। তাহলে অযথাই কেন হীনম্মন্যতায় ভোগছেন। হতাশার চাদর দূরে নিক্ষেপ করুন। ছিঁড়ে ফেলুন অলসতা, কুমন্ত্রণা ও হারাম প্রবৃত্তির সকল ঠুনকো মায়াবী জাল। ফিরে আসুন আসমান-জমিনের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির পথে। চোখের নোনা জল নিয়ে হাজির হন তার রহমতের দরোজায়, তার আশ্রয়ের শামিয়ানায় নিজেকে আবদ্ধ রাখুন সব সময়, জান্নাত ও সকল কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সব পাপরাশি থেকে মহামহিম প্রভুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন বিগলিত হৃদয়ে। দেখুন আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্যই ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

‘এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে- শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না।’^{১৫}

হ্যাঁ, সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সর্বদা আল্লাহর স্মরণ অন্তরে জাগরুক রাখে। তাদের দ্বারা গুনাহের কাজ পুনরাবৃত্তি হয় না। পৃথিবীতে থেকেই তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের অনন্ত সুখের সুসংবাদ।

১৪ মুজাম্মত তাবারানি। সহিহ আত-তারগিব : ৩১৪৪

১৫ সূরা আলে-ইমরান : ১৩৫

বেলা চলে যায়

প্রিয় ভাই আমার! পৃথিবী আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় আবাসস্থল। ঈমানের স্তম্ভগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, নেক কাজে অবিরাম সাধনা, কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতা এবং নেককার ব্যক্তিদের পথ অবলম্বন ব্যতীত দুনিয়ার প্রকৃত স্বাদ কখনো উপভোগ করতে পারবেন না। জাম্বাতের নেয়ামত বৃদ্ধির জন্য দুনিয়াতে প্রতিযোগিতার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
'এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।'^{১৬}

আখেরাতের অনন্ত সফরে যাত্রার পূর্বেই জীবনকে অর্থবহ করে তুলুন। সময়কে গনিমত মনে করে নেক কাজে প্রতিযোগিতার ময়দানে নেমে পড়ুন। আব্দুল কাদির জিলানি রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুর রব্বানি গ্রন্থে বলেন, 'হে লোকসকল! জীবনপ্রদীপ প্রজ্বলিত থাকা অবস্থায় জীবনকে গনিমত মনে করে নেক কাজের প্রতিযোগিতায় জীবনকে উৎসর্গ করো। তাওবা ও দোয়ার রোনাঝারিতে ক্ষমা চাও রবের কাছে। মৃত্যুর দমকা হাওয়ায় অচিরেই জীবনপ্রদীপ নিভে যাবে তোমার।'

প্রিয় ভাই! পরকালে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জীবনের হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজেই নিজের হিসাব মিলাতে থাকুন। আখেরাতের সম্বলহীন পথিক হওয়ার পূর্বে ফিরে আসুন আল্লাহর দরবারে। পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। অচিরেই দেহের খাঁচা থেকে রূহ উড়ে যাবে আসমান পানে। দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আপনার নিথর দেহের মাঝে তৈরি হবে অসীম দূরত্ব। যে দূরত্ব কোনোদিন মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ
صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن
وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

‘যখন ওদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি। না, তা হবার নয়। এই কথা তো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সম্মুখে বারযাখ থাকবে উত্থান দিবস পর্যন্ত।’^{১৭}

ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর সময় কাফের এবং সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তিদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। যাতে মানুষ পৃথিবীতেই আখেরাতের সুখ-শান্তি বিধ্বংসী কাজ থেকে বিরত থাকে।

প্রিয় ভাই আমার! মৃত্যুর পরোয়ানা এবং জানাজার খাটিয়া আসার পূর্বে আপনার দয়ালু প্রভুর দরবারে আশ্রয় নিন। আল্লাহর কাছে তাওবা ও গুনাহের লজ্জায় যাদের মুখ অবনমিত হয়, আপনি তাদের দলভুক্ত হোন। আল্লাহর পথে সফরের দীর্ঘ পরিক্রমায় হতাশ হবেন না, অচিরেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে মুক্তির বিস্তৃত উপকূল। মুক্তির ঠিকানায় পৌঁছার জন্য সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করুন। ঝঞ্ঝাবিস্কুল ফিতনার সময়ে তারাই আপনার সর্বোত্তম সহযোগী।

জেনে রাখুন, দুনিয়া আমাদের জন্য পরীক্ষার হল। এখানে রয়েছে প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার সকল আসবাব। যে ব্যক্তি অপছন্দনীয় জিনিসগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখে সে জান্নাতের পথিক। যে প্রবৃত্তি ও দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ডুবে থাকে সে এগিয়ে চলছে জাহান্নামের পথে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

‘জান্নাতকে সাধনা দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে, আর জাহান্নামকে আচ্ছাদিত করা হয়েছে কামনা-বাসনা দ্বারা।’^{১৮}

আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। কাফেরদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

১৭ সূরা মুমিনুন : ৯৯, ১০০

১৮ মুসলিম শরিফ : ২৮২২

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

‘আপনি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখুন ওই সকল লোকদের সংসর্গে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আপনি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের হতে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। আপনি তার আনুগত্য করবেন না যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।’^{১৯}

হে ভাই আমার! নিকট অতীতে হয়তো আপনি অনেক অপরাধ ও পাপকাজে জড়িয়ে ছিলেন, সবকিছু থেকে তাওবা করে এখনো যদি সঠিক পথে ফিরে আসেন, আল্লাহ তায়ালা পূর্বের পাপরাশিকে সওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। তিনি তো সকল রাজত্বের অধিপতি, ক্ষমার আধার, অসীম রহমের মালিক। তিনি বান্দাদের দিনের গুনাহসমূহ মোচন করার জন্য রাতে ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন, রাতের গুনাহসমূহ মোচনের জন্য দিনে ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ
اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

‘তবে যারা তাওবা করে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে
সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।’^{২০}

গুনাহের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে দুনিয়া-আখেরাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তিময়
জীবনের জন্য কিছু বিষয়ের ওপর আমল করা অতীব জরুরি। অতীতের সকল
ভুলত্রুটির জন্য খাঁটি দিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। নেক কাজে অধিক
অংশগ্রহণ এবং গুনাহ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। অতীতের
গুনাহের জন্য সর্বান্তে লজ্জা ও অনুশোচনা মেখে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা
করতে হবে।

ইনশাআল্লাহ, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জীবনে নেমে আসবে
অবারিত শান্তি, সুন্দর স্থিতিশীলতা, অগণিত রহমত, বরকত ও সাহায্যের শীতল
বারিধারা। রিজিকের প্রাচুর্যে বিস্মিত হবে আপনার হৃদয়। এই অনুগ্রহ আল্লাহ
যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন, তিনি অতিশয় দয়াপরবশ।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ

‘যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনত ও
তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম,
কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের
জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।’^{২১}

প্রিয় ভাই ও বোন! তাওবা ও ইস্তেগফারের চমৎকার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে।
এর ফলে মানুষের জীবনে নেমে আসে কল্যাণ ও শান্তির ফস্তুধারা। পুষ্পসজ্জায়
সজ্জিত এই পথের শেষে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে মুক্তির মোহনা।
গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ, চিরস্থায়ী জীবনের পরম সৌভাগ্য, পার্থিব জীবনের

২০ সূরা ফুরকান: ৭০-৭১

২১ সূরা আরাফ : ৯৬

প্রশান্তি, দাম্পত্যজীবনে ভালোবাসা, জীবনের প্রফুল্লতা, বিপদ থেকে মুক্তি, বিবাহের ব্যবস্থাসহ জীবনের যে-কোনো প্রয়োজনে তাওবা-ইস্তেগফারের বিকল্প নেই। অধিকাংশ মুসলমান গুরুত্বপূর্ণ এই আমলের প্রতি উদাসীন। ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে তাওবা-ইস্তেগফারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবগত না থাকার ফলে এই পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

একটি সুন্দর, নির্মল জীবন উপভোগের জন্য ইস্তেগফার পাঠে অভ্যস্ত হওয়ার বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا
حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তিনি তোমাদেরকে একটি করে নির্দিষ্ট কাজের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন।’^{২২}

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা-ইস্তেগফারকারীদের জন্য উত্তম জীবন উপভোগের অঙ্গীকার করেছেন।

يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا

আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘রিজিক ও সচ্ছলতা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করবেন।’

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, ‘তাওবা ও ইস্তেগফারের ফলে আল্লাহ তায়ালা প্রশস্ত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করবেন।’

শারীরিক সামর্থ্য ও সুস্থতা, রহমতের বারিধারা, কল্যাণ ও বরকতের প্রাচুর্যতা অর্জনের জন্য আপনি ইস্তেগফারকে সঙ্গী করুন। হযরত হুদ আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ
عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

‘আর বলেছি, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা
করো, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের জন্যে প্রচুর
বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্যে স্থাপন
করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।’^{২৩}

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘বেশি বেশি ইস্তেগফার
করার দ্বারা রিজিকে বরকত হয় এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়।’

ইবনে কাসির রহ. এই আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, ‘তোমরা যখন আল্লাহর
কাছে কায়মনোবাক্যে তাওবা-ইস্তেগফার এবং তাঁর আনুগত্য করবে, আল্লাহ
তায়ীলা তোমাদের রিজিকে প্রশস্ততা দান করবেন, আসমান থেকে রহমতের
শীতল বারি বর্ষণ করবেন, বিভিন্ন প্রজাতির শস্য উৎপাদন করবেন, পশুর ওলান
দুধে পরিপূর্ণ করবেন, সৃষ্টি করবেন চোখজুড়ানো বাগান, যার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত
হবে নয়নাভিরাম ছোটো ছোটো নদী।’

শাইখ আবু বকর জাযাইরি রহ. আইসারুত তাফাসির গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়
বলেন, ‘যে ব্যক্তির সন্তান এবং সম্পত্তির প্রতি আগ্রহ রয়েছে সে যেন দিবানিশি
অবিরাম ইস্তেগফার পাঠ করে। তাহলে আল্লাহ তায়ীলা তার সম্পদ এবং সন্তানের
আশা পূরণ করবেন।’ ইস্তেগফার কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দরোজা উন্মুক্ত করে,
সফলতার রাজপথ খুলে দেয়, শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রতিহত করে।

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পৃথিবীতে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ
থাকার দুটি মাধ্যম। একটি মাধ্যম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
দ্বিতীয়টি হলো ইস্তেগফার। এই মাধ্যমটি এখনো বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তায়ীলা
ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

‘আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এবং আল্লাহ তায়ালা এমনও নন যে, তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।’^{২৪}

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مُخْرَجًا وَمِنْ
كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

‘কোনো ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার পড়লে আল্লাহ তাকে প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।’^{২৫}

হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে হাসান হুমাম এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার পাঠের ফলাফলস্বরূপ কয়েকটি পুরস্কার লাভের সংবাদ দিয়েছেন। প্রথমটি হলো, বান্দার ধারণাতীত অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং উত্তম রিজিক প্রত্যাশীদের কথা এবং কাজে ইস্তেগফারের ওপর আমল করা উচিত। কোনো ব্যক্তি যদি শুধু মুখে মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ বলে, কাজে-কর্মে বাস্তবায়ন না করে তাহলে সে নির্জলা মিথ্যুক সাব্যস্ত হবে।’

তাওবা ও ইস্তেগফারের পুরস্কারের আধিক্য দেখে কিছু মানুষ সন্দেহান। তারা পরস্পরকে প্রশ্ন করে, তাওবা, ইস্তেগফার পাঠ করার পুরস্কার এত বেশি! আমি আশ্বস্ত করে বলতে চাই, জি, প্রিয় ভাই ও বোন! শুধু এতটুকুই নয়, এর পুরস্কার আরও রয়েছে। আমাদের ওপর বিপদ, দুর্ভোগ আপতিত হওয়ার কারণ হলো,

২৪ সূরা আনফাল : ৩৩

২৫ আবু দাউদ : ১৫১৮

আমরা ইবাদতের প্রতি উদাসীন, গুনাহের কাজে লিপ্ত এবং শরিয়তের বিরোধী কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন। আল্লাহ তায়ালা এই কথাগুলো কুরআনুল কারিমে চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ
يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

‘তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।’^{২৬}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ
سُوءًا يَجْزِ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا

‘তোমাদের খেয়াল-খুশি ও কিতাবিদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কাজ হবে না। কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে এবং আল্লাহ ব্যতীত তার জন্য সে কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।’^{২৭}

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

‘মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান; যাতে তারা ফিরে আসে।’^{২৮}

২৬ সূরা শূরা : ৩০

২৭ সূরা নিসা : ১২৩

২৮ সূরা রুম : ৪১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي

‘যে আমার আদেশ লঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা এবং অপমান।’^{২৯}

সুতরাং, হে প্রিয় ভাই ও বোন! আয়াত ও হাদিসে উল্লিখিত অবাধ্যতা থেকে মুক্তি এবং উভয় জগতে সফলতার জন্য বেশি বেশি ইস্তেগফারের বিকল্প নেই। যে ব্যক্তির আমলনামায় অধিক পরিমাণ ইস্তেগফার রয়েছে, তার জন্য মহা সুসংবাদ। যার আমলনামা ইস্তেগফারশূন্য সেদিন তার কী অবস্থা হবে, যেদিন ধন-সম্পদ ও সম্মান-সম্মতি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طَوَّبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا

‘যে ব্যক্তি তার আমলনামায় অধিক পরিমাণ ইস্তেগফার অর্থাৎ “ক্ষমাপ্রার্থনা” যোগ করতে পেরেছে, তার জন্য সুসংবাদ, আনন্দ।’^{৩০}

হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ تُسْرَهُ صَحِيفَتُهُ فَلْيُكْثِرْ فِيهَا مِنَ الْاسْتِغْفَارِ

‘যে ব্যক্তি তার আমলনামা দেখে খুশি হতে চায় সে যেন বেশি বেশি ইস্তেগফার পাঠ করে।’^{৩১}

২৯ মুসনাদে আহমাদ : ৫৬৬৭

৩০ ইবনে মাজাহ : ৩৮১৮

৩১ ইমাম বাইহাকি, শুআবুল ইমান : ৬৪৮

একটি বিষয় হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করুন, সমস্ত নবীগণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।
 গুনাহের কালিমা যাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। এতৎসত্ত্বেও তারা অধিক
 পরিমাণে ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন। বারবার আল্লাহকে ঢেকে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে
 একমাত্র প্রভুর দরবারে সাহায্য কামনা করতেন। সেই তুলনায় আমাদের অবস্থা
 কতটা শোচনীয়! আমলের খাতা পাপ-পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ। ইবাদত স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত
 করা আমাদের সহজাত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এইসব সীমাবদ্ধতার জন্য
 বেশি বেশি তাওবা-ইস্তেগফার করা উচিত। দয়ালু আল্লাহ তায়ালা গুনাহগারের
 কাতর কণ্ঠের মিনতি ফিরিয়ে দেবেন না। তিনি সাহায্যকারী, তার ওপরই নির্ভরতা।
 তিনি ছাড়া কোনো শক্তিমান ও সাহায্যকারী নেই।

আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং মা হাওয়া আলাইহাস
 সালামের ইস্তেগফারের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ

‘তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের
 প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো
 এবং দয়া না করো তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত
 হবো।’^{৩২}

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ইস্তেগফারের কথা আমাদেরকে
 স্মরণ করিয়ে ইরশাদ করেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

‘মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক!
 আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি।’^{৩৩}

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

৩২ সূরা আরাফ : ২৩

৩৩ সূরা কাশাস : ১৬

وَزَكَرَىٰ دَاوُدَ إِذْ أَمَّا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَ
أَنَابَ

‘দাউদ বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর
সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করল ও নত হয়ে
লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর অভিযুক্তি হলো।’^{৩৪ ৩৫}

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ
بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

‘সুলাইমান বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা
করুন এবং আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য যার
অধিকারী আমি ছাড়া কেউ হবে না। তুমি তো পরম দাতা।’^{৩৬}

হযরত নুহ আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ

‘হে আমার প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার
পিতা-মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে
তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে।’^{৩৭}

আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ প্রিয় পাত্র নবীগণ এভাবেই আমাদেরকে তাওবা এবং
ইস্তেগফার শিক্ষা দিয়েছেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ
তায়লা জীবনের সমস্ত ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি পৃথিবীতে

৩৪ সূরা সোয়াদ : ২৪

৩৫ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ইবাদতখানায় হঠাৎ দুই ব্যক্তি প্রবেশ করল। তিনি ক্রুদ্ধ হওয়ার
পরিবর্তে ধৈর্যধারণ করলেন। তিনি সর্বদা ন্যায়বিচার করতেন। আগত দুই ব্যক্তির বিচারে
অত্যাচারীকে কিছু না বলে অত্যাচারিতকে সম্বোধন করায় হয়তো-বা কিছুটা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন
করা হয়েছে মনে করে দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন।

৩৬ সূরা সোয়াদ : ৩৫

৩৭ সূরা নুহ : ২৮

সর্বোচ্চ ইস্তেগফারকারী। সর্বদা ইস্তেগফারে ডুবে থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّهُ لَيَعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً

‘আমার অন্তরে কখনো কখনো অলসতা দেখা দেয়, তথাপিও আমি দৈনিক একশবার আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি।’
আরও বলেন,

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.

‘আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইস্তেগফার ও তাওবা করে থাকি।’^{৩৮}

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা গণনা করেছি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৈঠকে একশবার এই দোয়া পড়েছেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

‘হে প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা গ্রহণকারী, অতিশয় দয়ালু।’

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করে তিনবার ইস্তেগফার পাঠ করতেন।’^{৩৯}

৩৮ সহিহ বুখারি : ৬৩০৭

৩৯ সহিহ মুসলিম : ১২২১

অর্থাৎ ফরজ নামাজ শেষ করেই তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলতেন। আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নবর্ণিত শব্দে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا
أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطِيئِي
وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا
أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

‘হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা ও আমার কাজের সীমালঙ্ঘনকে মার্জনা করে দিন। আপনি এ বিষয়ে আমার চেয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন আমার আন্তরিকতাপূর্ণ ও রসিকতামূলক অপরাধ এবং আমার ইচ্ছাকৃত ও ভুলক্রমে সব রকমের অপরাধগুলো। হে আল্লাহ! মাফ করে দিন যা আমি আগে করে ফেলেছি এবং যা আমি পরে করব। যা আমি গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি। আর আপনি আমার চাইতে আমার সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। আপনিই একমাত্র অগ্রবর্তী এবং আপনিই একমাত্র পরবর্তী। আপনি সব বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।’^{৪০}

প্রিয় ভাই! বাড়িতে-সফরে, একাকী-বৈঠকে যেখানেই থাকুন, তাওবা-ইস্তেগফার দ্বারা নিজ জিহ্বাকে সিক্ত রাখুন। প্রদীপের মিটিমিটি আলোর মতো আল্লাহর স্মরণ প্রজ্বলিত রাখুন হৃদয়গহনে। যদি আপনার আমল এমন হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আখেরাতের সফলতার পথপানে এগিয়ে চলছেন। হযরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلَّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ فِيهَا مِائَةً مَرَّةً

‘আমি এমন কোনো সকাল যাপন করি না, যাতে একশবার
ইস্তেগফার নেই।’^{৪১}

এই হাদিসে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা উম্মতের হিদায়াতের চিন্তায় সদা অস্থির থাকতেন। তা
দাওয়াত, জিহাদ এবং দ্বীনের নানাবিধ কাজের ব্যস্ততায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। তা
সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য পৃথক সময় নির্ধারণ করেছেন। নবীজির
এই শিক্ষা আমাদের জীবনে দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক কর্তব্য।

প্রিয় ভাই ও বোন! কত মানুষ জীবনের সংকীর্ণতা, দুর্যোগের ঘনঘটা ও বিপদের
দুর্বিপাকে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এসব মুসিবত থেকে মুক্তির জন্য মানুষ
দিশিদিগে ছোটছুটি করছে। খেঁই হারিয়ে সেবন করছে ভুল প্রতিষেধক। মদ পান,
প্রবৃত্তি ও বাসনার পূজা, গণকের দ্বারস্থ হওয়া ইত্যাকার আঁধার পথে খুঁজছে
আলোর দিশা। এই পথে তাদের সমস্যার সমাধান নেই আদৌ। সঠিক পথ ছেড়ে
অযথাই ভুল পথে সমাধান খুঁজে ফিরছে তারা। মূলত তাদের জন্য প্রয়োজন
ইস্তেগফারের মহৌষধ।

ডক্টর হুসাইন শারাবা *সুনানুল্লাহি ফি ইহয়াইল উমাম* গ্রন্থে বলেন, তাওবা ও
ইস্তেগফার মানুষকে সভ্যতার পথে নিয়ে যায়। সভ্যতার প্রাসাদ নির্মাণে সর্বপ্রথম
তাওবা ও ইস্তেগফারের ইট স্থাপনের বিকল্প নেই। স্বচ্ছ ও খাঁটি হৃদয়ে ইবাদত
করার জন্য এটিই প্রথম শর্ত। এরই মাঝে রয়েছে উম্মাহর মহাসফলতা।
কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন ভাষ্যে তাওবা-ইস্তেগফারের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও
ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। প্রশান্তিময় জীবন, আকাশ থেকে ঝরে পড়া রিমঝিম বৃষ্টি,
চোখজুড়ানো সবুজ বাগিচা, সন্তান ও সম্পদের প্রাচুর্য—এই আমলের
পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত নেয়ামত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন।
আল্লাহর অঙ্গীকারের কখনো ব্যত্যয় ঘটে না।

তাহলে আর দেরি নয়, পূর্বের গন্তব্য ছেড়ে ফিরে আসুন মুক্তির নতুন মোহনায়।
আল্লাহর আদেশের ছায়াতলে আশ্রয় নিন পরম নির্ভরতায়। অন্তরের সুস্থতার জন্য
সন্তুষ্টির রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। গুনাহ ও অবাধ্যতার আঁধার থেকে নিরাপদ
দূরত্ব বজায় রাখুন।

৪১ আস-সুনানুল কুবর : ১০২৭৫। তাবারানি।

ইমাম কাতাদা রহ. বলেন, ‘কুরআন তোমাদের রোগ ও প্রতিষেধক উভয়টি বলে দিয়েছে। সমস্ত গোনাহ হলো রোগ-সমতুল্য। আর ইস্তেগফার হলো সেই রোগের প্রতিষেধক।’

হযরত আলি ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘ধ্বংসের কিনারে দাঁড়ানো সেই ব্যক্তিটির ওপর আমি আশ্চর্যবোধ করি, মুক্তির রসদ থাকা সত্ত্বেও যে নিশ্চল রয়েছে! জিজ্ঞেস করা হলো, মুক্তির রসদ কী? তিনি উত্তরে বললেন, ইস্তেগফার।

তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ক্ষমা করার জন্য বান্দার অন্তরে ইস্তেগফারের অনুভূতি সৃষ্টি করে দেন।’

এক নেককার ব্যক্তি বলেছেন, ‘গুনাহ এবং নেয়ামত, মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে দুটো বিষয়। গুনাহের পর ইস্তেগফার এবং নেয়ামত ভোগের পর আল্লাহর প্রশংসা আদায় করলে সুন্দর ফলাফল অর্জিত হয়।’

হযরত লোকমান আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ওহে পুত্র! আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু সময় রেখেছেন যে সময়গুলোতে দোয়া বৃথা যায় না। সুতরাং বেশি বেশি ইস্তেগফার পাঠ করো।’

হযরত বকর ইবনু আব্দিল্লাহ মুযানি বলেন, তোমরা খুব বেশি গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাও, এজন্য বেশি বেশি ইস্তেগফার পাঠ করো। হিসাবের দিন মানুষ তার আমলনামার প্রতি দুই লাইনের মাঝে যখন ইস্তেগফার দেখতে পাবে, তখন সে আনন্দে উদ্বেলিত হবে।’

ইমাম হাসান বসরি রহ. বলেন, ‘তোমরা ঘরে-বাইরে, পথে-বাজারে, মজলিসে যেখানেই থাকো বেশি বেশি ইস্তেগফার পড়ো। তোমরা জানো না কোন সময় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমার শীতল বৃষ্টি নাজিল করবেন।’

একজন নেককার ব্যক্তি বলেন, চারটি জিনিস রিজিক বৃদ্ধি করে।

ক. রাত্রির নামাজ।

খ. ভোরবেলা অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করা।

গ. দান-সদকা

ঘ. দিনের প্রথম এবং শেষ ভাগে আল্লাহর স্মরণ।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ সুফিয়ান সাওরিকে বলেন, যখন তুমি খুব বেশি চিন্তিত থাকো, তখন বেশি বেশি **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ** ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আলিইয়িল আযিম’ পাঠ করো। যখন তোমার ওপর নেয়ামতের প্রাচুর্য কামনা করো, তখন অধিক পরিমাণে **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ** **الْعَالَمِينَ** ‘আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন’ পড়তে থাকো। আর যখন রিজিকের স্বল্পতা অনুভব করো, তখন বেশি বেশি ইস্তেগফার পড়ো।’

আবু বকর আল-মুযানি রহ. বলেন, আমি শীর্ণকায় এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে কিছু উপদেশ কামনা করলাম। তিনি বললেন, তোমাকে কী বলা উচিত আমি ভেবে পাচ্ছি না। মানুষের জন্য উচিত হলো হামদ এবং ইস্তেগফার পাঠে অলসতা করবে না। মানুষের মাঝে দুইটি বিষয় রয়েছে। গুনাহ এবং নেয়ামত। আল্লাহর প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আদায় ব্যতীত নেয়ামত ভোগ করা যথার্থ হবে না। অনুরূপভাবে গুনাহের পর তাওবা-ইস্তেগফার ছাড়া তা মোচন হবে না। তখন মুযানি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনার এই কথাগুলো দ্বারা আমার ইলম সমৃদ্ধ হয়েছে।

হে প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ব্যতীত আপনার অন্তর সৌভাগ্য ও সফলতার রাজপথ খুঁজে পাবে না কখনো। জীবন নিষ্ফল হতে লাগুনা ও দরিদ্রতার ভাগাড়ে। জীবনের খাতায় সৌভাগ্যের রশ্মি স্পর্শ করতে আল্লাহর স্মরণের বিকল্প নেই। পৃথিবীর তুচ্ছ ভোগবিলাস অচিরেই বিলীন হবে। যদি জীবন রহমানের পথে পরিচালিত না হয়, তাহলে কিয়ামতের দিন পরম শখের জিনিসগুলোই আপনার লজ্জা ও অপদস্থতার কারণ হবে। জীবনের প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা এবং অন্তরের স্থিতিশীলতার জন্য খাঁটি অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের চৌকাঠ আঁকড়ে ধরার এখনই সময়। সুতরাং নির্ভেজাল ইমান নিয়ে দিনরাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত ইস্তেগফারের সুরভিত ঘ্রাণে মোহিত করে রাখুন।

ফরজ বিধানাবলি ও অন্যান্য সব ইবাদতে প্রতিযোগিতার ময়দানে অবতীর্ণ হন। ইনশাআল্লাহ জীবনের পরতে পরতে নেমে আসবে সুখদ শান্তির ফল্গুধারা। আসমান-জমিনের বরকতে সিক্ত হবে হৃদয়ের উষ্ণ প্রান্তর। নেয়ামত ও কল্যাণের রাশি রাশি চিত্র ভেসে উঠবে বাস্তবতার আয়না। আল্লাহ তায়ালা ঠিক এ কথাটিই বলে দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে এভাবে,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
‘মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে
আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের
কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।’^{৪২}

তাফসিরে মুয়াসসারে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ এবং
রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী ঈমানদার নারী বা পুরুষের যে কেউ সৎকর্ম
করুক, সম্পদের প্রাচুর্যতা না থাকলেও আমি তাকে নিশ্চিত,
স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করব। দুনিয়াতে যে পরিমাণ আমল করেছে,
আখেরাতে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করব। ইরশাদ হয়েছে,

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَّاءً غَدَقًا
لَّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا
صَّعَدًا

‘তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তাদেরকে আমি প্রচুর
বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম, এর দ্বারা আমি তাদেরকে
পরীক্ষা করতাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে
বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।’^{৪৩}

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে মুয়াসসারে উল্লেখ করা হয়েছে, জিন এবং মানুষ
যদি সকলেই ইসলামের পথে ফিরে আসে, তাদের ওপর আমি মুমলধারে
কল্যাণকর বারি বর্ষণ করব। রিজিকের প্রাচুর্যতায় সজ্জিত করব দুনিয়ার জীবন।
আমি তাদেরকে পরীক্ষা করব, নেয়ামত ভোগ করে তারা কেমন কৃতজ্ঞ? আর যে
ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য, কুরআন শ্রবণ, অনুধাবন ও তদনুযায়ী আমল থেকে মুখ
ফিরিয়ে রাখে, সে প্রতিষ্ঠিত হবে মর্মস্বন্দ লেলিহান আগুনে।

ইমাম হাসান বসরি রহ. বলেন, ‘মানুষ যদি আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকে,
আল্লাহ তাদেরকে সম্পদের প্রাচুর্যতা দান করবেন। আল্লাহর কসম করে বলি,

৪২ সূরা নাহল : ৯৭

৪৩ সূরা জিন : ১৬-১৭

সাহায্যে কেবাম এই গুণের অধিকারী ছিলেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য রোম-পারস্যের ধন-ভান্ডারের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।^{৪৪}

আমরা আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতের সরোবরে ডুবে আছি। এই নেয়ামতপ্রাপ্তি আমাদের নিজেদের অর্জন নয়, আমাদের প্রতি এবং আমাদের ভূখণ্ডের প্রতি আল্লাহ তায়ালায় অপার অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই আমাদের জন্য উচিত হলো, আনুগত্যের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা এবং নেয়ামতগুলোকে তাঁর কৃতজ্ঞতার মোড়কে সজ্জিত করা। নেয়ামত ভোগ করে যদি গুনাহ ও কৃতজ্ঞতার লাগাম আঁকড়ে থাকি, তাহলে আজ হোক বা কাল নেয়ামত বিলুপ্ত হবে।

কবি কতই-না সুন্দর বলেছেন,

‘যখন ডুবে আছি নেয়ামতের প্রাচুর্যতায়, তা আঁকড়ে রাখো। কেননা, গুনাহ নেয়ামত দূরীভূত করে দেয়।

আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় ডুবে থাকো অহর্নিশ। নিশ্চয়ই তিনি দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী।’

তুমিই শত্রু তোমার

হে প্রিয় ভাই ও বোন আমার! আমরা যখন আল্লাহর আনুগত্যকে অবাধ্যতার চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলি, তখন আল্লাহ তায়ালা আমাদের সুসময়কে দুঃসময়ে পরিণত করে দেন। আমাদের নেয়ামত ও বরকতের আলোকোজ্জ্বল আকাশে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ ভেসে বেড়ানোর জন্য মূলত আমরাই দায়ী। ইরশাদ হয়েছে,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ كَذَّبَ آلُ
فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا
ظَالِمِينَ

‘আর তা এজন্য যে, যদি কোনো সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, তা পরিবর্তন করবেন; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ফিরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফিরাউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা সকলেই ছিল জালিম।’^{৪৫}

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তার সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ফয়সালার ঘোষণা দিয়েছেন। অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা কারও প্রাচুর্যময় জীবনের ইতি ঘটান না।^{৪৬} যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ
 مِن وَلٍ

‘মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ হবার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক নেই।’^{৪৬}

আল্লাহর অবাধ্যতার ফলে সুসময় দুঃসময়ে পরিণত হয়। সফলতা পরিণত হয় ব্যর্থতায়। এর স্বলন্ত উদাহরণ হলো ফিরাউন এবং অন্যান্য অবাধ্য সম্প্রদায়গুলো। তারা যখন আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যারোপ করেছে তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে নেয়ামত কেড়ে নিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সুতরাং বোঝা গেল, আল্লাহ তায়ালা কারও ওপর জুলুম করেন না। ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজেদের প্রতি নিজেরাই জুলুম করে।

আপনি ও সকল ব্যক্তিদের মতো হবেন না, যারা শুধু মুখে ইস্তেগফারের কথা বলে, কিন্তু তাদের অন্তর ও কাজকর্ম গুনাহের কাজে অটল থাকে। নিশ্চয় এটা মিথ্যাবাদীদের তাওবা এবং নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর সাথে তামাশার ন্যায়। প্রখ্যাত আবেদ ফুজাইল ইবনু আয়াজ রহ. বলেন, ‘মুখে ইস্তেগফার জপে বাস্তবে গুনাহের কাজ পরিত্যাগ না করা মিথ্যাবাদী ব্যক্তিদের তাওবা’ অপর কেউ একজন আরও চমৎকারভাবে বলেছেন, ‘গুনাহ পরিত্যাগ করার সংকল্প ব্যতীত আমরা যে ইস্তেগফার পাঠ করি, এই ইস্তেগফার পাঠ করাও আমাদের জন্য গুনাহের কারণ। এই গুনাহ থেকে পরিত্রাণের জন্য পুনরায় ইস্তেগফার পাঠ করা প্রয়োজন।’

এই কথার উদাহরণ ওই সকল ব্যক্তিদের জীবনে জাজ্বল্যমান রয়েছে, যারা মুখে ইস্তেগফার পাঠ করতে থাকে, অপরদিকে বিদআত, মদপান, সুদ, নির্লজ্জতা, ব্যভিচার, ব্যবসায় প্রতারণা, ধোঁকাবাজিসহ নানাবিধ গুনাহের কাজে লিপ্ত রয়েছে।

কিন্তু প্রকৃত তাওবা হলো, কথা ও কাজকর্মসহ জীবনের সব ক্ষেত্র থেকে গুনাহের মূল উপড়ে ফেলে নেক কাজের মাধ্যমে জান্নাতের পথে অগ্রসর হওয়া। পাশাপাশি বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা। বস্তুত এই দুনিয়া তো পরীক্ষারই স্থান।

ইস্তেগফারের পূর্বে নিয়ত পরিশুদ্ধ করে নেওয়া জরুরি। ইস্তেগফার আদায়কারীর নিয়ত, অন্তরের সার্বিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে আল্লাহ তায়ালা তার ফলাফল দান করেন। জেনে বুঝে এবং অর্থ অনুধাবন করে যখন কোনো ব্যক্তি ইস্তেগফার পাঠ করে তখন এর কার্যকারিতা জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। চিন্তাশীল এক ব্যক্তি বলেন, ‘আল্লাহকে সব সময় স্মরণ করো। তিনি তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।’

আল্লাহ তায়ালা কখনো অঙ্গীকারের ব্যত্যয় ঘটান না। তার কথা সামান্যতম হেরফের হয় না কখনো। আল্লাহর কিছু ফয়সালা আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিপরীত মনে হয়, কিন্তু এতে গূঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে। আমাদের দুর্বল অন্তঃকরণে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ইস্তেগফার দোয়ার মতো একটি আমল। এই আমলের দ্বারা কখনো কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জিত হয়। কখনো কোনো ইচ্ছা ছাড়াই নেমে আসে জীবনের সাধ। আবার কখনো ইস্তেগফারের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের আমলনামায় রক্ষিত ইস্তেগফারের প্রতিদান দান করবেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা জরুরি, দুনিয়ার সকল কাজকর্ম ছেড়ে শুধু তাওবা-ইস্তেগফারের ওপর ভরসা করে বসে থাকবে না। বরং আমলের সাথে সাথে রিজিকের জন্য প্রচেষ্টা চালু রাখতে হবে। বিষয়টি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার মতো। আকাশ থেকে যেমন স্বর্ণ-রূপার বৃষ্টি বর্ষণ হয় না, তেমনই প্রচেষ্টা ব্যতীত রিজিক আপনার দ্বারে আসবে না। অনেকেই বিষয়টি না বুঝে রিজিকের জন্য ফিকির না করে তাওবা-ইস্তেগফারের ওপর নির্ভর করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

‘তিনি তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন;
অতএব তোমরা এর দিগ-দিগন্তে বিচরণ করো এবং
আল্লাহপ্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহাৰ্য গ্রহণ করো,
পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।’^{৪৭}

আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে স্পষ্টতই বলে দিয়েছেন, হালাল রিজিক অন্বেষণে তোমরা পৃথিবীর পথে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়ো। রিজিক অন্বেষণের ব্যস্ততায় তোমরা তাওবা-ইস্তেগফারকে ভুলে যেয়ো না। অন্বেষণ এবং ইস্তেগফারের সমন্বয় ঘটলে জীবনে বরকতের হিল্লোল প্রবাহিত হবে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিজিক অন্বেষণে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করেছেন। নিষেধ করেছেন মানুষের প্রতি হাত প্রসারিত করতে। হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تَأْخُذْ أَحَدَكُمْ حَبْلُهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ
فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ
النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

‘তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বহন ও তা বিক্রি করা উত্তম। আল্লাহ তার চেহারাকে ভিক্ষা করার লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করেন। তা মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে অধিকতর উত্তম; চাই লোকেরা দিক বা না দিক।’^{৪৮}

রিজিক অন্বেষণের সময় যখন অন্তরে ইস্তেগফার থাকবে, তখন সহজ ও সাবলীলভাবে আল্লাহ তায়ালা জীবন ধারণের ব্যবস্থা করবেন। কারণ, তখন দুনিয়াবি চেষ্টার সাথে আল্লাহর সাহায্যের সংমিশ্রণ ঘটে। আর তিনি তো সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

৪৭ সূরা মুলক : ১৫

৪৮ বুখারি শরিফ : ১৪৭১

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرِزِقْتُمْ كَمَا
تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

‘তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভরশীল হতে তাহলে পাখিদের যেভাবে রিজিক দেওয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিজিক দেওয়া হতো। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।’^{৪৯}

যদি আমরা পাখিদের মতো আল্লাহর ওপর ভরসা এবং চেষ্টা করি, পাখিগুলো যেভাবে প্রত্যুষে উঠে রিজিকের তালাশে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে, ডালে ডালে খুঁজে ফিরে কাঙ্ক্ষিত খাদ্যকনা। আমাদের এরকম প্রচেষ্টা থাকলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের রিজিক সহজ করে প্রভূত কল্যাণ দান করবেন।

ফিতনা ও প্রলুব্ধি : মুক্তির উপায়

মুসলমান নর-নারী পার্থিব জীবনের ফিতনা ও প্রলুব্ধির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। গুনাহের পথ ছেড়ে সত্যের পথে ফিরে না আসলে অচিরেই মহাবিপদের সম্মুখীন হবে। যেমন, ইন্টারনেট আধুনিক একটি আবিষ্কার। কতক মানুষ ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে কল্যাণকর কাজে। এর দ্বারা উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পার্থিব উৎকর্ষতার শীর্ষে আরোহণ করে। অপরদিকে কতক মানুষ এমন রয়েছে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে জীবন বিধ্বংসী কাজে লিপ্ত রয়েছে। তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে চোখের গুনাহ, সময়ের অপচয়, ইবাদতে অবহেলা করে পৌঁছে গেছে খাদের কিনারে। সুতরাং নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া বা নিরাপদে রাখা আপনার কাছে উভয়টির সুযোগ রয়েছে। চিরস্থায়ী শান্তির জন্য সঠিক পথ বেছে নিন।

মানবজীবনে দুনিয়ার ক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভয়ানক ব্যাধি। এর ফলে সঠিক পথ পাবার পরও কত যুবক ধ্বংসের পথ বেছে নেয় ! কত লোককে বিচ্ছিন্ন করে পরিবারের চোখজুড়ানো মায়াবী বন্ধন থেকে ! দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষার ধোঁকার জালে আবদ্ধ হয়ে অসংখ্য মানুষ কামনা-বাসনার পানপাত্র থেকে ঢোক ঢোক করে পান করে বিপথগামিতার নীল জল। আল্লাহর কাছে এমন মুসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ

‘প্রত্যেক মানুষকে কিয়ামতের দিন ঠিক ওই অবস্থায় উত্থিত করা হবে যে অবস্থায় সে মারা গেছে।’^{৫০}

মন্দ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির অচিরেই তাদের পরিণাম দেখতে পাবে। কবর থেকে উঠতে উঠতে দুনিয়ার জীবনের গুনাহের দৃশ্যগুলো একে একে ভেসে উঠবে তাদের সামনে। মানুষের শেষ জীবনের দিনগুলো নিঃসীম অন্ধকারে পথ চলার মতো ঝুঁকিপূর্ণ। টলটলায়মান দুর্বল ঈমানের মানুষজন এই পরীক্ষায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সকালের ঈমানদার ব্যক্তিটি বিকেলে ঈমানের দৌলত

^{৫০} মুসলিম শরিফ। সহিহ ইবনে হিব্বান : ৭৩১৩

হারিয়ে কুফুরি গ্রহণ করে, কখনো সন্ধ্যায় ঈমানদার ব্যক্তিটি সকালে কুফুরি গ্রহণ করে। আফসোস, দুনিয়ার সামান্য লোভের পেছনে পড়ে মানুষ এভাবেই নিজের আখেরাত ধ্বংস করে।

প্রিয় ভাই ও বোন! ঈমান বিধ্বংসী এসব মহামারি থেকে বেঁচে থাকার উপায় হলো কুরআন এবং সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং জীবনে বাস্তবায়ন করা। দ্বীনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে দোয়া, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির এবং অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে অন্তরকে কলুষমুক্ত রাখা। সর্বোপরি দ্বীনের ওপর দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করা। মহান মালিক ইরশাদ করেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

‘আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তার প্রার্থনায় সাড়া দিই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক। এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।’^{৫১}

হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا
أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَأْثِمٍ أَوْ
قَطِيعَةٍ رَّجِيمٍ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِذَا نُكْثِرُ . قَالَ "
اللَّهُ أَكْثَرُ

‘পৃথিবীতে এমন কোনো মুসলমান নেই যার দোয়া আল্লাহ তায়ালার কবুল করেন না অথবা তার থেকে এই পরিমাণ ক্ষতি সরিয়ে দেন, যতক্ষণ না সে গোনাহে জড়িত হওয়ার জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া করে। সমবেত

ব্যক্তিদের একজন বলল, তাহলে আমরা বেশি বেশি দোয়া করব। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা এরও বেশি কবুলকারী।’^{৫২}

হকের ওপর অটল অবিচল থাকার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, সর্বদা আল্লাহর কাছে ঈমানের ওপর অবিচল থাকার দোয়া করা।

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِ؛ اللَّهُمَّ يَا
مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ
وَمَرْضَاتِكَ

‘হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আপনি আমাদের অন্তরকে
দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন। হে অন্তর এবং অন্তর্দৃষ্টি
পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার
আনুগত্য এবং সম্ভৃতির প্রতি ধাবিত করে দিন।’

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

‘হে আমাদের প্রতিপালক! পথপ্রদর্শন করার পর আপনি
আমাদের অন্তরকে বিপথগামী করবেন না। আপনার নিকট
থেকে আমাদের করুণা প্রদান করুন। নিশ্চয় আপনি নিজেই
পরম বদান্য।’^{৫৩}

শরিয়ত অসমর্থিত বিষয় ও পাপাচার পরিত্যাগ করার আরও একটা সহযোগী
মাধ্যম হলো নামাযের প্রতি যত্নশীল হওয়া। তার সমস্ত অনুষঙ্গ তথা ফরজ,
ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় করা। অন্তরকে অশ্লীলতা ও পাপাচার
থেকে বিরত রাখতে এর কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে।

৫২ সুনানে তিরমিযি : ৩৫৭৩

৫৩ সূরা আলে-ইমরান : ৮

প্রিয় ভাই ও বোন! নামাজের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন? আপনি কি নামাজের প্রতি যত্নশীল? তা আদায়ের জন্য যথেষ্ট আগ্রহী? আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

‘এবং নামাজ কয়েম করো। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।’^{৫৪}

যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে কিন্তু কৃত নামাজ তাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে পারে না, তাহলে তার আত্মসমালোচনা করা উচিত। নিজের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। অনেক সময় এমন হয় যে, নামাজের অন্তর্গত মোনাজাত ও দোয়াগুলো বিড়বিড় করে পড়ছে ঠিকই, কিন্তু তার মন পার্থিব বিভিন্ন চিন্তায় ঘুরপাক খায়। ব্যবসা-বাণিজ্য খেলাধুলা কিংবা দুনিয়ার কোনো চাকচিক্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে। আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, অনেকে নামাজের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের গভীর কল্লনায় ডুবে যায়! প্রিয় ভাই ও বোন! এবার আপনিই বলুন, এই নামাজ কী করে আপনাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে?

গুনাহ ও পাপাচার থেকে দূরে থাকার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো, কুরআন তিলাওয়াত করা। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের কথা হলো, অনেক মুসলিম নর-নারী আজ তা পরিত্যাগ করেছে। অনেকে বছরে মাত্র একবার কুরআন খতম করে! অনেকে আবার কুরআনকে গিলাফাচ্ছাদিত করে আলমারির ভেতর রেখে দেয়, তার দীর্ঘ অমনোযোগিতার ফলে তা ধুলোয় ধূসরিত হয়ে যায়। আল্লাহ সহায়!

কুরআন তিলাওয়াত অন্তরকে পবিত্র ও স্বচ্ছ করে। কুরআনের মাধ্যমে মুসলমান নর-নারীর ওপর আল্লাহ তায়ালা হিদায়াত এবং রহমতের বারি বর্ষণ করেন। কুরআনের সাথে পথচলা এমন লাভজনক ব্যবসা; যে ব্যবসায় ইহকাল-পরকাল কোথাও ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই। দুনিয়ায় এর দ্বারা আত্মিক প্রশান্তি ও সমৃদ্ধি, ঈমান বৃদ্ধি ও বিপদমুক্তি অর্জন করা যায়। আর আখেরাতে অপেক্ষা করছে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি, তার অসীম অনুগ্রহ এবং চিরসুখের জান্নাত। আমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করি। যে সমস্ত আমল ও কথা দ্বারা তার নিকটবর্তী হওয়া যায়, তার সক্ষমতা প্রার্থনা করি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

‘যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে—তারা এমন ব্যবসা করছে, যা কখনো লোকসান হয় না।’^{৫৫}

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

‘হে মানবজাতি! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে মুসলমানদের জন্য হিতোপদেশ, অন্তরের নিরাময়, হিদায়াত এবং রহমত আগমন করেছে।’^{৫৬}

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا
يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

‘আমি কুরআন অবতীর্ণ করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমতস্বরূপ; কিন্তু তা জালেমদের অধঃপতনই বৃদ্ধি করে।’^{৫৭}

নববি সুন্নাহ আমাদের কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবন্ত অন্তরগুলোকে তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দানে শ্রম ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

৫৫ ফাতির : ২৯

৫৬ ইউনুস : ৫৭

৫৭ ইসরা : ৮২

من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة
بعشر أمثالها لا أقول {الم} حرف ولكن ألف حرف
ولام حرف وميم حرف

‘যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে, সে একটি নেকি পাবে। আর একটি নেকি দশগুণে বৃদ্ধি পাবে। আমি এটা বলছি না যে, “আলিফ, লাম, মিম” একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মিম একটি হরফ।’^{৫৮} হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ
اللَّهِ وَيَتَدَارِسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ
وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ
عِنْدَهُ .

যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর কোনো ঘরে সমবেত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়, তাদেরকে রহমত ঢেকে নেয়, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন।’^{৫৯}

হযরত আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ
رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ

৫৮ সুনানে তিরমিজি : ২৯১০

৫৯ মুসলিম : ৬৭৪৬, আবু দাউদ : ১৪৫৫

بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَدُخْرٌ لَكَ فِي
السَّمَاءِ

‘আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, “আল্লাহর ভয় অন্তরে লালন করো। আর এটিই সকল বিষয়ের মূল চালিকাশক্তি।” আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসুল! আরও উপদেশ দিন।” তিনি বললেন, “কুরআন তিলাওয়াতকে আপন করে নাও; তা জমিনে তোমার জন্য হবে আলো স্বরূপ। আর আকাশে সঞ্চয় স্বরূপ।”^{৬০}

গুনাহ ও পাপাচার থেকে দূরে থাকতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এমন আরও একটি আমল হলো, বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা। জিকির আল্লাহ তায়ালার অন্যতম উত্তম একটি ইবাদত। মুসলিম নর-নারীর জন্য অত্যন্ত সহজ একটি ইবাদত। আর সর্বোত্তম জিকির হলো, অন্তরের উপস্থিতিসহ মুখে জিকির করা। যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করবে, শয়তান তার অন্তরে প্রবেশের কোনো গুপ্ত রাস্তা খুঁজে পাবে না।

যে নিরবচ্ছিন্ন জিকির করবে, সে আল্লাহ তায়ালার বড়োত্ব অনুভব করতে পারবে। সব সময় সব স্থানে আল্লাহ তায়ালা তার সঙ্গে আছেন—এই উপলব্ধি অর্জন করতে পারবে। ফলে গুনাহ ও পাপাচারের গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। যখনই কোনো ব্যক্তি গুনাহে মনস্থির করবে বা নফস তাকে গুনাহের প্রতি প্রলুব্ধ করবে কিংবা শয়তান গুনাহকে তার সামনে সুসজ্জিত করে পেশ করবে, তখনই আল্লাহর স্মরণ তাকে ঘিরে ফেলবে এবং প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে তার মাঝে এবং গুনাহের কাজটি বাস্তবায়ন করার মাঝে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا

৬০ ইবনে হিব্বান। আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব : ২/২৯৮।

‘আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও নারী—তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।’^{৬১}

অন্য আয়াতে বলেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

‘তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।’^{৬২}

আল্লাহ আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো।’^{৬৩}

আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاذُ بَنِي جَبَلٍ مَا شَيْءٌ أَنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

‘আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলব না, যা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, তোমাদের মালিকের কাছে পবিত্র, তোমাদের স্তর বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সুউচ্চ, সোনা-রূপা ব্যয় করার চেয়েও যা উত্তম, শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া এবং পরস্পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ করার চেয়েও যা মহিমান্বিত? তারা বলল, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তা হলো, আল্লাহ তায়ালার জিকির।’

৬১ সূরা আহযাব: ৩৫

৬২ সূরা বাকারা : ১৫২

৬৩ সূরা আহযাব : ৪১

হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রা. বলেন, ‘আল্লাহর আজাব থেকে নিষ্কৃতি দানকারী জিকিরের চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই।’^{৬৪}

আল্লাহর জিকির যেমন গুনাহ ও পাপাচার থেকে রক্ষা করে, তেমনই অধিক ইবাদতের পথ সুগম করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.দি.আল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ وَبَحَلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَجَبْنَ عَنِ الْعَدْوِ أَنْ يَجَاهِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

‘যে ব্যক্তি রাতের বেলা ইবাদত করতে সক্ষম নয়, ধন-সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে এবং শত্রুর মোকাবেলায় ভীতু, সে যেন বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করে।’^{৬৫}

তাই বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করুন। জিকির পরিশ্রমসাধ্য কোনো কাজ নয়। একটা চিত্র কল্পনা করে দেখুন, আপনি গাড়িতে আছেন এবং প্রচণ্ড জ্যামে আটকে আছেন। এখান থেকে মুক্ত হতে ঘণ্টাখানেক লেগে যেতে পারে। যদি সেই সময়টুকু অবহেলায় না কাটিয়ে জিকিরের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে ভেবে দেখুন তো, আপনার সওয়াবের হিসাব কত প্রলম্বিত হবে! এমন সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করে জীবনকে অর্থবহ করে তোলার চেষ্টা করুন। অবহেলায় নষ্ট করে দেবেন না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জানা উচিত, আমরা অন্তরকে যদি ভালো কোনো কাজে লিপ্ত না রাখি, তাহলে অন্তর খারাপ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে। যে অবসর সময় কাটায় এবং ইবাদতেও তার গতি শ্লথ, তার অন্তর কখনো তাকে ভালো পথের দিশা দেবে না; বরং আল্লাহর রাস্তা থেকে সরিয়ে ধূমপান, মদ্যপান, জিনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি বিভিন্ন হারাম ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করবে।

অতএব, যে সমস্ত কাজ করলে আপনার উপকার হবে সেগুলোর সাথে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। ধ্বংস ও বিনাশের সমস্ত পথ থেকে পরিপূর্ণ সতর্ক থেকে নিজেকে হেফাজত করুন।

৬৪সহিহ মুসলিম : ১২২১

৬৫ তাবারানি : ১১১২১। মুসনাদে বাযযার : ৪৯০৪।

তাওবা-ইস্তেগফারের মুম্বিফ ফল

এই ছোটো পুস্তিকাটির পরিসমাপ্তি টানতে চাই, তাওবা-ইস্তেগফারের ফলাফল-সংক্রান্ত কিছু ঘটনার বিবরণ দিয়ে। তাদের ঘটনা, যারা তাওবা-ইস্তেগফারকে আঁকড়ে ধরেছে এবং তার চাম্বুষ ফলাফল লাভ করেছে। কীভাবে এর দ্বারা তাদের সামনে বন্ধ দরজাগুলো উন্মুক্ত হয়েছে, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এসেছে, অন্ধকার জীবনে লেগেছে আলোর ছোঁয়া! এই ফলাফলগুলো তাওবা ও ইস্তেগফারের মহিমা ঘোষণা করে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদের জবানকে আল্লাহর জিকিরের প্রতি অভ্যস্ত করে তোলা। দিবারাত্রি অধিকহারে ইস্তেগফার করা।

ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর মুসনাদে হযরত জাবির রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

جاء رجل من الأنصار إلى النبي ﷺ فقال له ما رزقت
ولدا قط ولا ولي ولد قال فأين أنت عن الاستغفار
وكثرة الصدقة يرزق الله بهما الولد فكان الرجل يكثر
الصدقة ويكثر الاستغفار قال جابر فولد له سبعة من
الذكور

‘একবার জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার কোনো সন্তান নেই। সন্তান হয় না। রাসুল বললেন, তাহলে তুমি বেশি বেশি ইস্তেগফার ও দান-সদকা করছ না কেন? এই দুটি জিনিস দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সন্তান দান করেন। পরবর্তীতে সে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তেগফার ও দান-সদকা করতে লাগল। জাবির রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, এরপর ওই ব্যক্তির নয়টি পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছিল।^{৬৬}

এক ব্যক্তি কিছু পণ্য বিক্রি করতে বাজারে গেল। বাজার ক্রেতা-বিক্রেতায় পরিপূর্ণ ছিল। পা ফেলারও জায়গা ছিল না। সে অনেক কষ্ট করে বিক্রির জন্য নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে সেখানে পণ্য ছড়িয়ে দিয়ে তার পাশে বসে থাকল। সময় বয়ে যায়, কিন্তু মানুষ তার পণ্যের দিকে ফিরেও তাকায় না। কদাচিৎ কেউ এসে দেখে-শুনে চলে যায়। অন্যদিকে এই লোকের টাকার প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। আর সে এজন্যই মূলত পণ্য বিক্রি করতে বাজারে আসা। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পরও কেউ যেহেতু তার পণ্য কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না, তখন তার অন্তর বিষাদে ছেঁয়ে গেল। আর ভাবতে লাগল, কী করা যায়! অকস্মাৎ তার স্মৃতিপটে মসজিদের ইমাম সাহেবের মুখে শ্রুত একটি হাদিস ঝলঝল করে উঠল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا،
وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

‘যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তেগফার পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে উত্তরণের উপায় বের করে দেবেন, তার সমস্ত দুশ্চিন্তা নিরসন সহজ করে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তাকে রিজিক দান করবেন।’^{৬৭}

সে তাৎক্ষণিক তার জবান ও কলবকে ইস্তেগফারে নিমগ্ন করে দিলো। সে বলে, আমি ইস্তেগফার পড়া শুরু করার অব্যবহিত পরেই মানুষ আমার পণ্যের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কেউ এটা নিচ্ছে, কেউ ওটা নিচ্ছে। অনেকে আবার এক পণ্যের ওপর নিলাম পর্যন্ত শুরু করে দিয়েছে। আমি আমার পণ্য সব বিক্রি করে ফেললাম, আমার অন্তর প্রসন্ন হলো। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এই মূল্যবান ভান্ডারের প্রতি আমার অবহেলার কথা স্মরণ করতে করতে চোখ বেয়ে অশ্রু ধারা নেমে এল। আলহামদুলিল্লাহ।

হযরত হাসান বসরি রহ.-এর কাছে এসে এক লোক অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল। আরেকজন এসে দরিদ্রতার অভিযোগ করল। তিনি তাদেরকে বললেন, ‘ইস্তেগফার পড়ো।’

৬৭ সুনানে আবু দাউদ : ১৫১৮

কিছুক্ষণ পর আরেকজন এসে বলল, ‘আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে সন্তান দান করেন।’ হযরত হাসান বসরি রহ. তাকে বললেন, ‘ইস্তেগফার করো।’

অতঃপর আরেকজন এসে অভিযোগ করল, তার বাগানে ফল হয় না। হযরত হাসান বসরি তাকেও বললেন, ‘ইস্তেগফার পড়ো।’

লোকেরা তাকে বারবার অনুরূপ উত্তর প্রদানের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ‘আমি নিজ থেকে বানিয়ে কিছু বলিনি। আল্লাহ তায়ালা সূরা নুহে বলেছেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ
عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا وَيُمِدِّدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

‘তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তেগফার করো, তিনি পরম ক্ষমাশীল। তোমাদেরকে মুষলধারে বৃষ্টি দান করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।’^{৬৮}

আরও একটি শিক্ষণীয় গল্প হলো, এক নিঃসন্তান দম্পতি, বিভিন্ন উন্নত হাসপাতালে চিকিৎসার পর সন্তান হওয়ার ব্যাপারে তারা হতাশ। সমস্ত ডাক্তার ও সব ধরনের ঔষধ প্রয়োগ যখন শেষ, এমন সময় তারা একজন আলেমের কাছে এ বিষয়ে সমাধান চাইল। আলেম তাদের সকাল-সন্ধ্যা বেশি বেশি ইস্তেগফার পাঠ করতে বললেন। এবং বললেন, আল্লাহ তায়ালা ইস্তেগফারকারীদের ব্যাপারে বলেছেন,

শেষ করে একটি ভালো মানের চাকরি খুঁজছিলেন। এমন চাকরি যা তার নারীত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং ফ্রি ম্যাক্সিং তথা নারী-পুরুষের সহাবস্থানমুক্ত। মেয়েটি বলল, ‘আমি প্রতিদিন ফজর নামাজের পর নিয়ম করে প্রায় ঘণ্টাখানিক সময় ইস্তেগফার করতে লাগলাম। দুই মাসের মধ্যেই আমি আমার মনমতো একটা চাকরি পেয়ে গেলাম।’

আরেক ব্যক্তি রাজনৈতিক মামলার জেরে আরব বিশ্বের এক জেলখানায় বন্দি হলো। দীর্ঘ সময়ের জন্য তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হলো। লোকটি বলল, ‘আমি সকাল-বিকাল আল্লাহর ইস্তেগফার করতে লাগলাম। মাত্র তিন মাসের মাথায় আমার মুক্তিনামা চলে এল। আল্লাহ তায়ালা আমাকে উদ্ধার করলেন। শুধু তাই নয়, উপরন্তু আমাকে নেতৃস্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তির ডেকে পাঠালেন এবং আমাকে অনেক বড়ো অংক দান করলেন। আমার অবস্থাও দুর্গতিপূর্ণ ছিল, আমার কাছে কোনো টাকা ছিল না। আল্লাহ এখান থেকেও আমাকে উদ্ধার করলেন।’

এই ছোট পুস্তিকার শেষদিকে প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষকে বিনীতভাবে বলতে চাই, তাওবা-ইস্তেগফারের ফজিলত, ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যদি বৃহৎ কলেবরের কিতাব লেখা হয় তাহলেও তার পূর্ণ হক আদায় হবে না। এজন্য আমি হৃদয় থেকে উৎসারিত কিছু কথামালা মুসলমান ভাই-বোনদের সমীপে উপস্থাপন করেছি। কিতাবটি একটি শস্যদানার ন্যায়। যে ব্যক্তি এটাকে হৃদয়ের জমিনে বপন করে যত্ন সহকারে পরিচর্যা করবে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরকে ঈমান ও নুরের আলো দ্বারা সবুজাভ ও সুশোভিত করে দেবেন।

উপসংহারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি, ইস্তেগফার পাঠ করে এর ফলাফল লাভের জন্য অস্থির হবেন না। ইস্তেগফারের ফুল কখনো দ্রুত প্রস্ফুটিত হয়। আবার কখনো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে বিলম্ব হয়। আবার কোনো সময় ইস্তেগফারের ওসিলায় বড়ো মুসিবত দূরীভূত বা লাঘব করে দেওয়া হয়। আপনার থেকে কখনো এমনটি যেন না হয়, আপনার কোনো প্রয়োজন পূরণ বা কোনো কাজ সহজ হওয়ার জন্য কিছুদিন ইস্তেগফার পড়লেন, কাজটি সিদ্ধি হওয়ার পর ইস্তেগফার ছেড়ে পূর্বের অবাধ্যতায় ফিরে গেলেন। এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

প্রিয় ভাই ও বোন! নিজের দুর্বল ঈমান ও আল্লাহর অবাধ্যতার দোহাই দিয়ে কখনো পাপের পথে অটল থাকবেন না। শয়তানের সাজানো ফাঁদে পদস্থলন থেকে সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করুন। জীবনের জন্য বাতাস, খাবার ও পানীয় যেমন অত্যাৱশ্যক, অন্তর জীবিত, সতেজ ও সজীব থাকার জন্য ইস্তেগফার তেমনই জরুরি। তাওবা-ইস্তেগফার আপনার কলবকে সতেজ, সুস্থ, প্রাণচাঞ্চল্য করে তুলবে। জীবনকে করবে নিরাপদ ও কণ্টকমুক্ত। চিরশান্তি ও সৌভাগ্যের মোহনায় নিয়ে যাবো। আসুন হেঁটে চলি আমরা সেই সুখদ সৌভাগ্যের খোঁজে।

দ্বিতীয় অংশ
আল্লাহ তাওবাকারীকে
ভালোবাসেন

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
 شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
 ضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
 وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে অতীতের সমস্ত গোনাহ ও পাপাচার থেকে
 তাওবার আদেশ করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা
 করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।^{৬৯}

এবং সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের তাওবা কবুল করার প্রতিশ্রুতিও
 দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

‘তিনিই তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন।’^{৭০}

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দাদের জন্য তার আশার দুয়ারকে
 উন্মোচন করে দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি অভয় দিয়ে বলেন—

৬৯ সূরা নূর : ৩১।

৭০ সূরা শূরা : ২৫।

ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

‘তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।’^{৭১}

সহিহ মুসলিমে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি,

يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم
مائة مرة.

‘হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের নিকট তাওবা
করো। আমি প্রতিদিন একশবার তাওবা করি।’

আল্লাহ তায়ালা হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের নিকট ওহি প্রেরণ
করেছেন, ‘হে দাউদ! যদি পূর্ববর্তী লোকেরা জানত যে, তাদের জন্য আমার
অপেক্ষা কেমন ছিল, তাদের প্রতি আমার দয়া-অনুগ্রহ এবং তাদের গোনাহ
ছেড়ে দেওয়ার প্রতি আমার ব্যাকুলতা কী পরিমাণ ছিল তাহলে তারা আমার
প্রতি এতই আগ্রহী হতো যে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মৃত্যু কামনা
করত। আমার ভালোবাসায় তারা পার্থিব সকল বন্ধন ছিন্ন করত। হে দাউদ!
এ ছিল পূর্ববর্তীদের প্রতি আমার আচরণ তাহলে ভেবে দেখো, পরবর্তীদের
প্রতি আমার আচরণ কেমন হবে?’

আল্লাহ মবচেহে বড়ো ক্ষমামালি

ইমাম বুখারি রহ. হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم جل في علاه وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك، فيقول جل في علاه: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك، فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيذاً وتحميداً وأكثر تسبيحاً قال: فيقول جل في علاه: فما يسألونني؟ قال: فيقولون: يسألونك الجنة، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها، فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد عليها حرصاً، وأشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة)، فأين المشمرون؟ قال فيقول: فم يتعوذون؟ فيقولون: من النار، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها، فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها فراراً، وأشد لها مخافة)، اللهم أجرننا من النار فيقول: أشهدكم أنني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس

منهم، إنما جاء لحاجة، فيقول جل في علاه: وله قد
غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم

‘আল্লাহর একদল ফেরেশতা রয়েছেন যারা দুনিয়াতে
আল্লাহর জিকিররত লোকদের অব্বেষণে পথে-পথে
ঘোরাফেরা করেন। তারা যখন কোথাও আল্লাহর
জিকিররত লোকদের দেখতে পান, তখন তাদের একজন
অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ
কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তারা
সকলে এসে তাদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের
ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাদের রব
তাদের জিজ্ঞেস করেন—অথচ ফেরেশতাদের চেয়ে তিনি
বেশি জানেন—আমার বান্দারা কী বলেছে? তখন তারা
জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা
আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা
করছে এবং আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। আল্লাহ
তখন জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে?
ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের রব, আপনার কসম!
তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ বলেন, আচ্ছা যদি
তারা আমাকে দেখত? ফেরেশতারা বলেন, যদি তারা
আপনাকে দেখত তাহলে তারা আরও বেশি আপনার
ইবাদত করত, আরও অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা
করত আর বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত।

আল্লাহ বলেন, তারা আমার নিকট কী চায়? ফেরেশতা বলেন, তারা
আপনার নিকট জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জান্নাত
দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, আপনার সত্তার কসম হে রব! তারা জান্নাত
দেখেনি। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা যদি দেখত তবে তারা কী করত?
ফেরেশতারা বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরও
বেশি আশা করত, আরও অধিক চাইত এবং এর জন্য আরও অতিশয়
উৎসাহী হতো। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করেন, তারা কীসের থেকে আশ্রয়
চায়? ফেরেশতারা বলেন, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ বলেন, তারা কি

জাহান্নাম কি দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, আল্লাহর কসম, হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ বলেন, তারা যদি জাহান্নাম দেখত তাহলে তাদের কী হতো? ফেরেশতারা বলেন, তারা যদি দেখত তাহলে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং সাংঘাতিক ভয় করত। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোনো প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ বলেন, তারা এমন যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী কেউ বিমুখ হয় না।^{৭২}

সুতরাং হে জিকিরের মজলিসে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ! সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের প্রভু সুবিশাল রহমতের অধিকারী। তার দয়া ও অনুগ্রহ সীমাহীন, বিপুল। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ডেকে বলছেন, ‘পুণ্যবান বান্দাদের আকাজক্ষা তীব্র হচ্ছে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য। আমিও তাদের সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষা করছি। জেনে রাখো! যে আমাকে অন্বেষণ করে সে আমাকে পায়। যে আমাকে ব্যতীত অন্যকে অন্বেষণ করে সে আমাকে পায় না। এমন কি কেউ আছে, যে আমার দিকে এগিয়ে এসেছে কিন্তু আমি তাকে কবুল করিনি? এমন কি কেউ আছে, যে আমার পথ অন্বেষণ করেছে কিন্তু আমি তার জন্য আমার রহমতের দুয়ার উন্মোচন করে দিইনি?

জেনে রাখো! যে আমার ওপর ভরসা করে আমি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাই। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। যে আমার নিকট চায় আমি তাকে দিই।

জেনে রাখো! যারা আমাকে স্মরণ করে তারা সর্বদা আমার সাহচর্যে থাকে। যারা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করে আমি তাদেরকে আমার নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দিই। যারা আমার আনুগত্য করে তারা আমার রহমতে ডুবে থাকে। যারা আমার অবাধ্যতা করে আমি তাদেরকে আমার রহমত থেকে কখনো নিরাশ করি না। যদি তারা তাওবা করে ফিরে আসে তাহলে আমি তাদেরকে ভালোবাসি। তারা যদি তাওবা না করে তথাপিও আমি তাদেরকে আমার নেয়ামত ভোগ করতে দিই। আমি তাদেরকে বিভিন্ন বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করি যেন তারা অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসে।

যে আমার দিকে এগিয়ে আসে আমি তাকে দূর থেকে স্বাগত জানাই। পক্ষান্তরে যে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি তাকে কাছ থেকে আহ্বান করি। যে আমাকে বর্জন করে আমি তাকে দ্বিগুণ দিই। আর যে আমার সম্ভৃতি কামনা করে সে যেমন চায় আমি তাকে তেমনই দিই। যে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় দিই। যে আমার নিকট তার যাবতীয় কিছু অর্পণ করে আমি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাই। যে নিজেকে আমার নিকট বিক্রি করে আমি তাকে ক্রয় করে নিই। বিনিময়ে আমি তাকে দান করি জান্নাত।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এগুলো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার প্রতিশ্রুতি। আর তিনি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

‘আল্লাহর চেয়ে বড়ো ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে?’^{৭৩}

যারা আল্লাহর নিকট তাওবা করে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হন। সুতরাং হে তাওবাকারী! আল্লাহর সম্ভৃতির সুসংবাদ গ্রহণ করো।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

‘আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।’^{৭৪}

আল্লাহর প্রশংসা করো। তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। এবং বলো হে আল্লাহ! আপনি আমার রব। আপনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি যথাসাধ্য আপনার আনুগত্য করি। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি সকল প্রকার

৭৩ সূরা তাওবা : ১১১।

৭৪ সূরা বাকারা : ২২২।

অনিষ্টতা থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই যে আমাকে ক্ষমা করবে।

আরও বলো 'হে আল্লাহ! আমি ছিলাম মৃত, আপনি আমাকে জীবিত করেছেন। আমি ছিলাম দুর্বল, আপনি আমাকে করেছেন শক্তিশালী। হে আল্লাহ! আমি ছিলাম ফকির, আপনি আমাকে বানিয়েছেন ধনী। আমি ছিলাম পথভ্রষ্ট, আপনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। হে আল্লাহ! আমি ছিলাম মূর্খ, আপনি আমাকে জ্ঞান দান করেছেন। আমি ছিলাম ক্ষুধার্ত, আপনি আমাকে আহার করিয়েছেন। আমার সমস্ত প্রশংসা তাই একমাত্র আপনার জন্য। সকল কৃতজ্ঞতা কেবল আপনার সমীপে। সকল কল্যাণ কেবল আপনার কুদরতি হাতেই। যাবতীয় বিষয় আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।

হজরত মানসুর ইবনে আম্মার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ভোর হয়ে গেছে ভেবে একরাতে মসজিদের যাওয়ার জন্য আমি ঘর থেকে বের হলাম। বাহিরে বের হয়ে দেখি, এখনো রাত ঢের বাকি। আমি তখন একটি গৃহের সামনে এসে বসি। আর তখন হঠাৎ এক যুবকের ক্রন্দনের ক্ষীণ আওয়াজ আমার কানে ভেসে আসে। আমি দ্বিগুণ কৌতূহল নিয়ে যুবকের দিকে মনোনিবেশ করি। সে কেঁদে কেঁদে বলছে, 'হে আল্লাহ! আপনার বড়োত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কসম! আমি আমার গোনাহের দ্বারা আপনার অবাধ্যতা করতে চাইনি। আমি গোনাহ করেছি, কারণ আমি তখন ছিলাম মূর্খ। হে আল্লাহ! তোমার নামের কসম! আমি তোমার শাস্তির ব্যাপারে বেপরোয়া ছিলাম না। আমি তোমাকে উপেক্ষা করিনি। হে আল্লাহ! আমি আমার নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, সত্যিই আমি অপরাধী। আমি ধোঁকায় পড়ে গোনাহ করে ফেলেছি। হে আল্লাহ! এখন তোমার শাস্তি থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? হে আল্লাহ! তুমি আমার অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দাও। আমি কায়মনো হয়ে তোমার নিকট তাওবা করছি।'

মানসুর বলেন, 'আমি সে যুবকের কান্নাভেজা প্রার্থনা শুনে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করি,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও
তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে
রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যার দায়িত্বে
নিয়োজিত আছে নির্দয় ও কঠোর ফেরেশতারা। তারা
আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা করার নির্দেশ
পায় তারা তাই করে।’^{৭৫}

মানসুর বলেন, ‘অতঃপর আমি সেখান থেকে চলে আসি। সকালে যখন বের
হই দেখি, কাফনে মোড়ানো একটি মৃতদেহ জানাজার অপেক্ষা করছে।
একজন বৃদ্ধ লোক লাশের সামনে পায়চারি করছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস
করলাম, কে এই মৃত ব্যক্তি?’

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ লোকটি বেদনার স্বরে বলল, অনুগ্রহ করে আমার
হৃদয়ের ব্যথা নতুন করে জাগিয়ে দেবেন না।

বললাম, আমি একজন আগন্তুক। তাই জানতে চাচ্ছি কে এই মৃত ব্যক্তি?

বৃদ্ধ লোকটি বলল, ‘সে আমার সন্তান। গতকাল রাতে ইন্তেকাল করেছে। কে
যেন কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছে যেখানে আল্লাহ তায়ালা
জাহান্নামের ভয়াবহতা আলোচনা করেছেন। আমার ছেলে উক্ত আয়াত শুনে
কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে অবশেষে সে মারা যায়।’

আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন

যুবক ও বৃদ্ধদের সমূহ সমস্যার সমাধান এবং চিন্তা ও দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রশান্তি কেবল আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার মাঝে। জীবনের প্রকৃত শান্তির জন্য প্রয়োজন আল্লাহওয়ালাদের কাফেলায় শরিক হওয়া। গোনাহ ও অবাধ্যতাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেওয়া। অন্ধকার থেকে বের হয়ে আলোর পথে আসা। পাপাচারিতার লাঞ্ছনাকে আনুগত্যের সম্মানে পরিবর্তন করা। নফস, প্রবৃত্তি ও শয়তানের ওপর বিজয়ী হওয়া। জীবনে প্রশান্তি পেতে হলে, দুনিয়া-আখেরাতে সফলতা অর্জন করতে হলে শামিল হতে হবে তাদের সারিতে যারা প্রাধান্য দিয়েছেন জাহান্নামের ওপর জান্নাতকে। অবাধ্যতার ওপর আনুগত্যকে। গোনাহের ওপর নেক আমলকে। এবং অতীতের গোনাহ ও নাফরমানির জন্য লজ্জিত হবে। অন্তরে জাগ্রত করবে গোনাহের প্রতি তীব্র অনুশোচনা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الندم توبة

‘অনুশোচনার নামই তাওবা।’

সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন, ‘বান্দা তো গোনাহ করবেই। তবে অন্তরের অনুশোচনা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। অতঃপর শয়তান বলবে, হায়! কেন আমি তাকে গোনাহে পতিত করলাম।’

বান্দা গোনাহ করবেই। এর মাঝে দোষের কিছু নেই। বরং দোষ হলো তাওবা না করে গোনাহের ওপর অটল থাকা। ক্রমাগত গোনাহে লিপ্ত থাকা। বান্দা গোনাহ করার চেয়ে বড়ো অন্যায় হলো তাওবা না করা। আল্লাহ গোনাহগার ও পাপী ব্যক্তিকে যতোটুকু ঘৃণা করেন, তার চেয়ে অধিক ভালোবাসেন তাওবাকারীকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহ তায়াল্লা তাওবাকারীর উত্তম প্রশংসা করে বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

‘আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।’^{৭৬}

ইবরাহিম ইবনে আদহামের সঙ্গে কথোপকথন

একদা জনৈক ব্যক্তি বিখ্যাত সুফি ও জ্ঞানতাপস ইবরাহিম ইবনে আদহামের নিকট এসে বলল, ‘আমি অনেক গোনাহ করেছি। আল্লাহর অবাধ্যতায় কেটে যাচ্ছে আমার জীবন। গোনাহ ও পাপাচারিতায় আমি নিজের ওপর অবিচার করেছি। আপনি আমাকে এমন কতিপয় উপদেশ দিন যা আমাকে গোনাহ থেকে বিরত রাখবে।’

ইবরাহিম ইবনে আদহাম তাকে বললেন, ‘আমি তোমাকে পাঁচটি উপদেশ দিচ্ছি।

এক. তোমার যদি গোনাহ করতে ইচ্ছে হয় তাহলে তুমি আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে আহার করবে না।’

লোকটি বলল, ‘হে ইবরাহিম ইবনে আদহাম! তা কীভাবে সম্ভব? এই জমিন তার। আসমান তার। সমগ্র জগৎ একমাত্র তারই সৃষ্টি। তাহলে আমি কোথেকে আহার করব?’

ইবরাহিম ইবনে আদহাম বললেন, ‘এ তো ভারি আশ্চর্য, তুমি আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে আহার করছ এবং তার সাথেই নাফরমানি করছ!

দুই. তোমার যদি গোনাহ করতে ইচ্ছে হয়, তাহলে তুমি আল্লাহর সৃষ্টি এ জমিন ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে।

লোকটি বলল, ‘হে ইবরাহিম ইবনে আদহাম! তা কীভাবে সম্ভব? এ সমগ্র জমিন তো আল্লাহরই সৃষ্টি। তাহলে আমি কোথায় পলায়ন করব?’

ইবরাহিম ইবনে আদহাম বললেন, ‘এ তো ভারি আশ্চর্য, তুমি আল্লাহর দেওয়া রিজিক ভক্ষণ করছ, তার তৈরি জমিনে বসবাস করছ আবার তারই অবাধ্যতা করছ!

তিন. তোমার যখন গোনাহ করতে ইচ্ছে করবে, তখন তুমি এমন স্থানে চলে যাবে যেখানে আল্লাহ তোমাকে দেখতে পাবে না। অতঃপর সেখানে তুমি আল্লাহর অগোচরে তার অবাধ্যতা করবে।

লোকটি বলল, ‘হে ইবরাহিম ইবনে আদহাম! কোথায় সে জায়গা যেখানে চলে গেলে আল্লাহ আমাকে দেখতে পাবেন না? হে ইবরাহিম! তিনি তো এমন সত্তা, যাকে তন্দ্রা ও ঘুম কখনো আচ্ছন্ন করে না। দৃশ্য, অদৃশ্য কোনো কিছুই তার দৃষ্টির আড়ালে নয়।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম বললেন, আশ্চর্য! তুমি আল্লাহর দেওয়া রিজিক ভক্ষণ করছ, তারই জমিনে বসবাস করছ এবং সর্বদা তুমি তার পর্যবেক্ষণে আছ, তথাপিও তোমার গোনাহ করতে ইচ্ছে হয়?

চার. মৃত্যুর ফেরেশতা যখন তোমার জান কবজ করতে আসবে তখন তুমি তাকে বলবে, আমি মৃত্যুবরণ করবো না।

লোকটি বলল, হে ইবরাহিম ইবনে আদহাম! তা কীভাবে সম্ভব? অথচ আল্লাহ বলেছেন,

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

‘যখন তাদের সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তারা তা একমুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা এগিয়ে আনতে পারবে না।’^{৭৭}

ইবরাহিম ইবনে আদহাম বললেন, আশ্চর্য! তুমি আল্লাহর দেওয়া রিজিক ভক্ষণ করছ, তার তৈরি জমিনে বসবাস করছ, সর্বদা তুমি তার পর্যবেক্ষণে আছ এবং তোমার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী, তথাপিও তুমি গোনাহ করছ? আল্লাহর নাফরমানিতে মত্ত হয়ে আছ?

পাঁচ. যখন আজাবের ফেরেশতারা এসে তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চাইবে তখন তুমি তাদেরকে প্রতিহত করে জান্নাতে চলে যাবে।

লোকটি বলল, ‘হে ইবরাহিম ইবনে আদহাম! এ তো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।’

ইবরাহিম ইবনে আদহাম বললেন, আশ্চর্য! তুমি আল্লাহর দেওয়া রিজিক ভক্ষণ করছ, তার তৈরি জমিনে বসবাস করছ, সর্বদা তুমি তার পর্যবেক্ষণে আছ, তোমার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত্যুর পর

তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না, তথাপিও আল্লাহর
অবাধ্যতা করছ?

এ কথা শুনে লোকটি বলল, 'হে ইবরাহিম ইবনে আদহাম! আপনি গুনুন,
আমি আমার সমস্ত গোনাহ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং
তার নিকট তাওবা করছি।

হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে আহার করছ না?
তুমি কি আল্লাহর জমিনে বসবাস করছ না? আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা কি
তোমাকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছেন না? হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি মৃত্যু
থেকে বাঁচতে পারবে? তুমি কি জাহান্নাম থেকে নিজেকে জান্নাতে নিয়ে যেতে
পারবে? তথাপিও কেন আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে মত্ত হয়ে আছ?
কেন ডুবে আছ পাপের সাগরে?

হে আল্লাহর বান্দা! ফিরে এসো তোমার রবের দিকে। জীবনের সকল
গোনাহ থেকে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আন্তরিকভাবে তাওবা
করো। জেনে রাখো, আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা গোনাহকে যেমন ঘৃণা
করেন, তেমনি ভালোবাসেন বান্দার তাওবাকে। হে আল্লাহর বান্দা! দেখো!
আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য তাওবার দরজাকে উন্মুক্ত করে রেখেছেন। আর
কতকাল দূরে থাকবে তার আনুগত্য ও নৈকট্য থেকে?

সুতরাং এসো, শামিল হও প্রত্যাবর্তনকারীদের কাফেলায়।

প্রত্যাবর্তনের গল্প

এ পর্যায়ে বর্ণনা করব কিছু চেতনাজাগানিয়া গল্প। গল্পগুলো তাদের যারা ফিরে এসেছে পাপের জগৎ থেকে। যারা একদিন মত্ত ছিল আল্লাহর অবাধ্যতায়। অতঃপর জীবনের কোনো বাঁকে তারা ফিরে পেয়েছে তাদের রবের পরিচয়। জানতে পেরেছে সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য। অনুভব করেছে—এ জীবন নিছক খেল-তামাশার জন্য নয়। এর জন্য রয়েছে এক গভীর দায়বোধ।

এ গল্প থেকে আমাদের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাগ্রহণ করা। প্রতিটি গল্পের পেছনে রয়েছে অনুশোচনার দহন। রয়েছে অনুতপ্ত অশ্রু। যারা আজও ভুলে আছে আল্লাহকে। ডুবে আছে পাপের দরিয়ায়। তাদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করবে প্রতিটি গল্প। প্রত্যাবর্তনের উদাত্ত আহ্বান করবে তাদেরকে। করজোর অনুনয় করবে যেন ফিরে আসে তারা তাদের রবের দিকে।

প্রথম গল্প

হজরত আবু হিশাম আস-সুফি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা বসরায় সফর করছিলাম। চলতে চলতে সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হই। সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য একটি জাহাজে আরোহণ করি। আমার পাশে যে লোকটি বসেছিল তার সঙ্গে ছিল একজন দাসী। সমুদ্রের বুক চিড়ে জাহাজ চলতে লাগল। দুপুরের খাবারের সময় ঘনিয়ে এলে লোকটি আমাকে তাদের সাথে খাবারের জন্য ডাকল। আমার কাছে তখন খাবার ছিল না। তাই লোকটির আস্থানে সাড়া দিয়ে তাদের সঙ্গে আমি খেতে বসি। খাবার শেষে লোকটি তার দাসীকে বলল শরাব পরিবেশন করতে। লোকটি দারুণ আয়েশের সাথে শরাব পান করল। আহার শেষে যখন বিশ্রামের প্রস্তুতি নিই, তখন লোকটি তার দাসীকে গান পরিবেশন করতে বলল। গান চলাকালীন লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, দাসীর গান আমার ভালো লাগছে কিনা?

আমি বললাম, তোমার দাসীর চেয়ে অধিক সুন্দর ও উত্তম কথা ও শ্লোক আমার জানা আছে। লোকটি আমাকে তা বলার জন্য অনুরোধ করল। আমি পড়তে শুরু করলাম পবিত্র কুরআনের এই সুরা,

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ *
 وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ *
 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ *
 وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ * وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ *
 بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

যখন সূর্যকে আলোহীন করা হবে, যখন তারকাগুলো নিচে পড়ে যাবে, যখন পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে, যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটগুলোকে উপেক্ষা করা হবে, যখন বন্য পশুদেরকে একত্রিত করা হবে, যখন সমুদ্রগুলোকে উত্তাল করা হবে, যখন আত্মাসমূহকে আবার সংযোজিত করা হবে, যখন জীবন্ত দাফনকৃত

কন্যাসন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে—কোন অপরাধে তাকে
হত্যা করা হয়েছিল এবং যখন আমলনামা খোলা হবে।’^{৭৮}

আমি পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে যখন **وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ** পর্যন্ত
তীলাওয়াত করলাম, লোকটি তখন কাঁদতে শুরু করল। তার চোখ দিয়ে
ঝরতে থাকে অবিরাম অশ্রু। কান্নাভেজা কণ্ঠে সে তখন তার দাসীর দিকে
তাকিয়ে বলল, ‘তুমি চলে যাও। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি তোমাকে
আজাদ করে দিলাম।’

অতঃপর সে শরাবের পেয়ালাগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। কাঁদতে কাঁদতে
আমাকে বলল, ‘হে আমার ভাই! আল্লাহ কি আমার তাওবা কবুল করবেন?’
আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করবেন। কেননা
আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের
ভালোবাসেন।’^{৭৯}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

‘তিনি ওই সত্তা যিনি তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন
এবং গোনাহসমূহ মোচন করেন।’^{৮০}

লোকটি তখনই তাওবা করল এবং বাকি জীবন তাওবার ওপর অটল ছিল।
এরপর লোকটি চল্লিশ বছর বেঁচে ছিল। মৃত্যুর পর একরাতে আমি তাকে
স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?
কোথায় হয়েছে তোমার ঠিকানা?

৭৮ সূরা তাকবির : ১-৯।

৭৯ সূরা বাকারাহ : ২২২।

৮০ সূরা গুরা : ২৫।

স্বপ্নযোগে লোকটি আমাকে বলল, 'আমার প্রভু আমাকে জান্নাতের
উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে?

সে বললো, 'তাওবার বিনিময়ে।

হে আল্লাহর বান্দা! সেদিন কেমন পরিণতি হবে আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু
তায়াল্লা যেদিনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا الْجَحِيمُ
سُعِّرَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، عَلِمْتُ نَفْسٌ مَا أُخْضِرَتْ،

‘যখন আমলনামা খোলা হবে। যখন আসমানকে স্থানচ্যুত
করা হবে। যখন জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে। যখন
জান্নাতকে করা হবে নিকটবর্তী। তখন প্রত্যেকে যা
উপস্থিত করেছে তা জানতে পারবে।’

সেদিন কী ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য, যেদিন আমাদের
দুই চক্ষু কথা বলবে, কান কথা বলবে, হাত কথা বলবে, পা কথা বলবে?
সেদিন চক্ষুদ্বয় আমাদের বিরুদ্ধে হারাম দর্শনের সাক্ষ্য দেবে। কান গান-
বাদ্য শব্দের সাক্ষ্য দেবে। হাত সাক্ষ্য দিবে সুদ, ঘুস ও হারাম স্পর্শের। পা
সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, আমাকে হারাম স্থান মাড়িয়েছে।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ
أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

‘আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং তাদের
হাত আমার সাথে কথা বলবে ও তাদের পা তাদের
কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।’^{৮১}

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا
أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ

كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ
بِرَبِّكُمْ أَرْذَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ * فَإِنْ يَصْبِرُوا
فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ

‘তোমাদের কান, তোমাদের চোখ কিংবা তোমাদের ত্বক
তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না, এই বিশ্বাসে তোমরা
তাদের কাছ থেকে কিছুই গোপন করতে না। তবে
তোমরা ধারণা করেছিলে যে, তোমরা যা করো আল্লাহ
তার অনেক কিছু জানেন না। তোমাদের প্রভু সম্বন্ধে
তোমাদের এই ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে এবং
তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।’^{৮২}

দ্বিতীয় গল্প

বর্ণনাকারী বলেন, ‘আমার এক বন্ধু ছিল। তার চলাফেরা, চালচলন ছিল দৃষ্টিকটু। মানুষের সাথে তার আচার-ব্যবহার ছিল খুবই মন্দ। চরিত্র ছিল খারাপ। মুখ ছিল অশ্লীল। তার কথাবার্তা ও সার্বিক ব্যবহারে লোকেরা ভারি কষ্ট পেত। সর্বদা সে আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে ডুবে থাকত। অশ্লীলতা, পাপাচার ছিল তার নিত্যসঙ্গী। লোকদেরকে সৎকাজে বাধা দিত। অসৎকাজের সঙ্গী হতো। এহেন কোনো অন্যায়-অপকর্ম ছিল না যা সে করত না। তার এসব অনাচারের কারণে দীর্ঘদিন আমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। বহুদিন পর একদিন আকস্মিক তার সঙ্গে আমার দেখা হলো। তাকে দেখা মাত্র আমি চমকে উঠি। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। কিছুতেই যেন নিজেকে আমি বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। আমার সে বন্ধুটি আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। মার্জিত পোশাক। চেহারায় ভদ্রতার ছাপ পষ্ট। কথাবার্তা শান্ত। ব্যবহার যে কাউকে মুগ্ধ করবে। আমি তার সাথে করমর্দন করি। তার মিষ্টি হাসি আমার হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে। তার সুন্দর ও নরম কথায় আমি যারপরনাই মুগ্ধ হই। অথচ একসময় তার বিকট হাসিতে কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো। অথচ আজ তার হাসি কতো স্নিগ্ধ ! কতো কোমল! একসময় তার বেফাস ও অশ্লীল কথায় অন্তর মারাত্মক আহত হতো। কিন্তু আজ তার শান্ত কণ্ঠের মিষ্টি স্বরের সুন্দর কথায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

তার সাথে দেখা হওয়ার পর আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে পূর্বের দিনগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করছি। আমার অমন আশ্চর্য হওয়া দেখে সে জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার চোখে-মুখে এত বিস্ময়ের আভা কেন? তুমি কি কিছু জিজ্ঞেস করবে আমাকে?’

আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই জিজ্ঞেস করব।

তারপর আমি তাকে তার পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। কীভাবে সে প্রত্যাবর্তন করল আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে? বলি—নিশ্চয় এর পেছনে রয়েছে এক না জানা গল্প?

সে বলল, ‘হ্যাঁ, আমি বলছি আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সে ঘটনা যা আমাকে ফিরিয়ে এনেছে আজকের অবস্থানে।

সে বলতে লাগল, একদিন আমি নদীর তীরবর্তী একটি রাস্তায় প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোথায় থেকে যেন একটি শিশু দৌড়ে গাড়ির সামনে চলে আসে। আমি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যাই। কিছুক্ষণ পর আমি নিজেকে পানির ভেতর আবিষ্কার করি। রাস্তার তীরবর্তী হলেও নদীটি ছিল খুবই গভীর। আমার তখন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। নিশ্বাস নেবার জন্য আমি মাথা উঁচু করি। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি পানিতে ভরে যায়। শ্বাস নেবার মতো সামান্য জায়গাও ফাঁকা ছিল না। হতবুদ্ধি হয়ে আমি তখন উভয় হাত নাড়াতে থাকি। চেষ্টা করছি যেন গাড়ির দরজা কোনো রকম খোলা যায়। কিন্তু কিছুতেই গাড়ির দরজা খুলতে পারছিলাম না। আমি তখন জীবনের সকল আশা ছেড়ে দিই। বাঁচার কোনো রাস্তাই তখন আমার সামনে ছিল না।

গভীর পানির তলে আবদ্ধ গাড়ির ভেতর মনে হতে থাকে আমার বিগত জীবনের কথা। আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানির কথা। মানুষকে কষ্ট ও তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার কথা। আমি তখন চূড়ান্ত রকমের বিচলিত হয়ে পড়ি। ছটফট করতে থাকি। না, মৃত্যুর জন্য আমি ছটফট করছিলাম না। কেননা ততক্ষণে আমি আমার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি। আমি ছটফট করতে থাকি মৃত্যুর-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে। কী নিয়ে আমি হাজির হবো আল্লাহর সম্মুখে? আল্লাহ তায়ালা যখন আমার জীবনের হিসাব চাইবেন তখন আমি কী জবাব দেব। নিশ্চিত পরিণতির কথা ভেবে আমি নিঃশব্দে চিৎকার করতে থাকি আর ডাকতে থাকি আল্লাহকে। আমার সমস্ত সত্তা তখন আল্লাহকে স্মরণ করছে। আমার অনুভূতি জুড়ে একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ। ভাবি, যতক্ষণ বেঁচে আছি আল্লাহকে স্মরণ করি।

আমি যখন সকল কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে আল্লাহকে ডাকতে থাকি তখন আল্লাহ আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তিনি আমাকে পানির অতল গহ্বরে আবদ্ধ গাড়ির ভেতর নিশ্চিত মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। হঠাৎ তখন আমার স্মরণ হলো, গাড়ির সামনের কাঁচ ভাঙা। তিনদিন আগে এক এক্সিডেন্টে গাড়ির সামনের কাঁচ পুরোটাই ভেঙে যায়। আল্লাহ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি তখন প্রচণ্ড শক্তি ব্যয় করে গাড়ির সামনের কাঁচ দিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসি। আমার তখন এতটুকুন শক্তিও ছিল না। আল্লাহ যাকে বাঁচাতে চান কেউ

তাকে মারতে পারে না। আর যাকে তিনি মারতে চান তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

আমি যখন গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে কোনো রকম মাথা উঁচু করি তখন দুজন ব্যক্তি আমাকে পানি থেকে ওপরে তুলে আনে। আমি তাকিয়ে দেখি অসংখ্য লোকজন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে তারা সম্বরে চিৎকার করে উঠল। উপস্থিত লোকজন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে আমি সেখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরে এসেছি। তারা বিস্ময়ের চোখে আমাকে দেখতে লাগল। কারণ এ ছিল সত্যিই অবিশ্বাস্য। এত উঁচু রাস্তা থেকে পড়ার পর কারোরই বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমা যে, তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন।

সেদিন আমি নবজীবন লাভ করেছি। আল্লাহ আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আজ না হয় আমি তোমাদের আলোচনার বিষয় হতাম। অন্ধকার কবর হতো আমার ঠিকানা।

তখন থেকে আমার সমস্ত চিন্তা-চেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটে। আমি নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবতে থাকি। আল্লাহ এক নতুন জীবন আমাকে দান করেছেন। সেখান থেকে ফিরে আমি যখন ঘরে আসি তখন সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি পড়ে দেয়ালে টাঙানো বিভিন্ন ছবির ওপর। এগুলো ছিল বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা ও গায়ক-গায়িকার ছবি, যাদেরকে আমি পছন্দ করতাম। যাদের লাইফস্টাইল অনুসরণ করতাম। আমি দ্রুত সেগুলো দেয়াল থেকে নামিয়ে ছিঁড়ে-মুচড়ে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করি। পুরো ঘরকে অশ্লীলতামুক্ত করি। সকল হারাম জিনিস ঘর থেকে বের করে ফেলি।

আমি আমার অতীত জীবন থেকে আল্লাহর নিকট তাওবা করি। যাপিত জীবনের সকল গোনাহ ও পাপের জন্য তার নিকট করজোর ক্ষমাপ্রার্থনা করি। আল্লাহর আনুগত্য ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার অঙ্গীকার করি। আলহামদুলিল্লাহ! আজ পর্যন্ত আমি আমার সে অঙ্গীকারের ওপর অটল আছি। এখন তুমি আমাকে সে রূপে, সে পোশাকে দেখতে পাচ্ছ।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তাওবা এমন এক শক্তিশালী হাতিয়ার যা অতীতের সকল গোনাহ ও পাপরাশিকে মুহূর্তে ধুয়েমুছে স্বচ্ছ আয়নার মতো পরিষ্কার করে দেয়। তাওবা এক অদৃশ্য শক্তি যা বান্দার গোনাহে আচ্ছন্ন কালো

অন্তরকে নিমিষেই ঝকঝকে পবিত্র ও সাদা বানিয়ে দেয়। আল্লাহ সুবহানাছ
তায়লা তার গোনাহগার বান্দাদেরকে ক্রমাগত ডাকছেন তাওবার দুয়ারে
প্রবেশ করার জন্য।

ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা
করো।’^{৮৩}

তৃতীয় গল্প

এটি এক পরিণত যুবকের গল্প। যে তার অতীত জীবনের গোনাহ ও পাপ থেকে তাওবা করে ফিরে এসেছে। যুবক নিজেই তার প্রত্যাবর্তনের এই বিস্ময়জাগানিয়া গল্প শুনিয়েছে।

আমার বয়স তখন ত্রিশ ছুইছুই। জীবন ভরপুর যৌবনের উন্মাতাল তরঙ্গে টইটম্বর। অনেকের মতো আমিও নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছি যৌবন ও প্রবৃত্তির নদীতে। নফসের খেয়ালখুশির উন্মুক্ত দিগন্তে উড়িয়ে দিয়েছি চাহিদার লাগাম। মন যা চাইত তাই করতাম। মত্ত ছিলাম আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে।

একরাতের ঘটনা আমি কোনো দিনই ভুলতে পারি না। আমার স্ত্রী ছিল গর্ভবতী। আমাদের প্রথম সন্তান হওয়ার প্রাক্কাল। এমনিতেই আমি আমার স্ত্রীর প্রতি কখনো সদয় ছিলাম না। তার খোঁজ-খবর রাখতাম না। গর্ভকালীন সামান্য যত্নটুকুও আমি তাকে করিনি। এ সময় তার যে প্রয়োজন তা পূরণ করিনি। ঘরে সে একাকী থাকত। আমি দিনরাত বাহিরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতাম। ঘুরতাম। লোকদের ক্ষতি করতাম। তাদেরকে সৎকাজ থেকে বাধা দিতাম। অসৎকাজে প্ররোচিত করতাম। গভীর রাতে ক্লান্ত হয়ে যখন ঘরে ফিরতাম। কখনো জিজ্ঞেস করতাম না কোনো প্রয়োজন আছে কিনা।

সে রাতে আমি বন্ধুদের সাথে বাজারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখি এক অশীতিপর অন্ধ, বাজারের দোকানে দোকানে ভিক্ষা করছে। তাকে দেখে আমার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এল। বৃদ্ধ যখন লাঠিতে ভর করে আমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আমার একটি পা তার দিকে বাড়িয়ে দিই আর অমনি তিনি উপুড় হয়ে মাটিতে মুখ খুবড়ে পড়ে যান। এ দেখে আমি সজোরে হাসতে থাকি। আমার বন্ধুরাও হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে আমরা একে অপরের ওপর গড়িয়ে পড়ি।

রাতভর বন্ধুদের সাথে ঘুরে, আড্ডা দিয়ে ভোর নাগাদ যখন ঘরে ফিরি দেখি আমার স্ত্রী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার আগমনের অপেক্ষা করছে। ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই আমাকে জিজ্ঞেস করল কোথায় ছিলাম সারা

রাত। আমার অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীর বেশ খারাপ। মাঝরাতে তার প্রচণ্ড পেট ব্যথা শুরু হয়েছে। অনবরত রক্ত বারছে।

আমি তখন বুঝতে পারি যে, তার প্রতি আমি অনেক অবিচার করেছি। অনেক অবহেলা করেছি। তার ন্যূনতম খোঁজ-খবর আমি রাখিনি। তার কোনো প্রয়োজনে কখনো পাশে দাঁড়াইনি। সে রাতে কিছুটা অপরাধবোধ আমার ভেতরে জেগে ওঠে।

তাত্ক্ষণিক আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরদিন হাসপাতালে আমাদের প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে। জন্মের সময় আমি হাসপাতালে ছিলাম না। আমাকে ফোন করে জানানো হলো। আমি তড়িগড়ি হাসপাতালে ছুটে যাই। ডাক্তার আমাকে বললেন, আমার সন্তান অন্ধ। সে কোনোদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখতে পারবে না। ডাক্তারের মুখে আকস্মিক এমনতর দুঃসংবাদ শুনে আমি মুষড়ে পড়ি। আমার চিন্তা-চেতনা যেন উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। আর তখনই আমার মনে পড়ে গতকাল রাতে বাজারের সেই অন্ধ বৃদ্ধের কথা। যাকে আমি পা দিয়ে মাটিতে উপুড় করে ফেলে দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা অতি দ্রুত আমার পাপের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। বারবার আমার স্মৃতিতে ভাসতে থাকে সে রাতের কথা।

সন্তানের নাম রাখা হয় সালিম। জন্মান্ত হওয়ার কারণে তার প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। আমি পুনরায় আমার পূর্বের জীবনে ফিরে গেলাম। আল্লাহর অবাধ্যতা, নাফরমানিতে জড়িয়ে পড়ি। দিনশেষে যখন বাড়ি ফিরতাম, একটিবারের জন্যও আমার সন্তানের দিকে ফিরে তাকাতাম না। তার কোনো খোঁজ-খবর নিতাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি আমার সন্তানের প্রতি যতটুকু বেপরোয়া, আমার স্ত্রী ঠিক ততটুকুই তার প্রতি যত্নশীল। তার আদর যত্নে সামান্যতম কমতি করত না। বুকের ধন বুকে আগলে রাখত সর্বদা। একজন মা তার সুস্থ সন্তানকে যেভাবে লালন-পালন করে, আমার স্ত্রী তার অন্ধ সন্তানকে ঠিক সেভাবেই লালন-পালন করতে থাকে।

সময়ের পরিক্রমায় আমার দুজন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাদের নাম রাখি যথাক্রমে উমর ও খালিদ। দেখতে দেখতে সালিম তার শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে পদার্পণ করে। তার বয়স তখন দশ। এক পবিত্র শুক্রবারে আমি ঘুম থেকে জাগতে জাগতে প্রায় দুপুর হয়ে যায়। ব্যতিব্যস্ত হয়ে যখন ঘর থেকে বের হতে যাই তখন দেখি সালিম কাঁদছে। দীর্ঘ দশ বছরে কত

অগণিতবার তাকে ক্রন্দন করতে দেখেছি, কিন্তু কখনো কাছে গিয়ে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করিনি। জন্মের পর থেকেই তার প্রতি আমার একধরনের বিতৃষ্ণা ছিল। হয়তো অন্ধ বলেই। আজ হঠাৎ কী ভেবে আমি দাঁড়িয়ে যাই। আমি আমার নিজেকে জিজ্ঞেস করি, তাকে এভাবে রেখে চলে যাব নাকি কাছে গিয়ে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করব? জানি না, এ আমার বাহুল্য নাকি পিতৃসুলভ স্নেহ। আমি তার দিকে এগিয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি কেন কাঁদছে সে? আমার আগমন টের পেয়ে সালিম পেছনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন আমি উপলব্ধি করি বিগত দশ বছর আমি তার প্রতি অনেক অবিচার করেছি। পিতা হিসেবে তার ন্যূনতম দায়িত্ব আমার মাঝে ছিল না। কখনো কোনো দিন তার মাথায় হাত রেখে আদর করিনি। আজ আমি তার কাছে যেতে চাইলেও সে দূরে চলে যাচ্ছে।

সালিম পুনরায় কাঁদতে থাকে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। কিছুক্ষণ পর জানতে পারি সে কেন কাঁদছে। আজ শুক্রবার। পবিত্র জুমার দিন। অন্যদিনের তুলনায় নামাজিরা আগে আগে মসজিদে চলে আসে। সালিম নিয়মিত শুক্রবারে মসজিদে যায়, এবং প্রথম কাতারে নামাজ পড়ে। কিন্তু আজ কেউ তাকে মসজিদে নিয়ে যাচ্ছে না। তার ছোটো ভাই উমর ও খালিদ বাড়ি নেই। এদিকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। মসজিদের প্রথম কাতারে জায়গা পাবে না। তাই এ ভেবে সে একাকী কান্না করছে।

বিষয়টি আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিলো। আমার সমগ্র সত্তাজুড়ে যেন এক বিশাল কাঁপুনি সৃষ্টি হলো। সালিম আমার অন্ধ সন্তান, যাকে আমি এড়িয়ে চলছি আজ দশটি বছর। যার কোনো পিতৃদায়িত্ব আমি পালন করিনি। কারণ সে অন্ধ। বাকি দুই পুত্র উমর ও খালিদের প্রতি আমার ঠিকই পিতৃসুলভ আদর-স্নেহ রয়েছে। নেই কেবল সালিমের প্রতি। সেদিন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, আজ কত বছর আমি মসজিদে যাই না? কত বছর সেজদা দিই না আল্লাহকে? আমার অন্ধ পুত্র—যাকে বঞ্চিত করে রেখেছি সকল ন্যায্য আদর-ভালোবাসা থেকে—সে মসজিদের প্রথম কাতারে জায়গা পাবে না ভেবে ক্রন্দন করছে। আর আমি মসজিদে যাই না আজ কত বছর! আমি আল্লাহকে ভুলে আছি। মসজিদ ভুলে আছি। আর আমার অন্ধ সন্তান সে মসজিদে যাওয়ার জন্য ক্রন্দন করছে।

আমি তখন দৃঢ় ইচ্ছা করি যে, আজ আমিই সালিমকে মসজিদে নিয়ে যাব এবং নিজেও তার সঙ্গে প্রথম সারিতে জুমার নামাজ আদায় করব। আমি যখন তাকে এ কথা বললাম সে কিছুতেই বিশ্বাস করছে না। ভেবেছে আমি তার সঙ্গে উপহাস করছি। আজীবন তো মানুষের সাথে এমন উপহাস করেই গেলাম। কিন্তু না, আজ সত্যি সত্যিই আমি আমার প্রতিবন্ধী সন্তানকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করি। যখন সে দেখল সত্যিই আমি তাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি তখন তার চেহারায় এক পবিত্র আভা ভেসে উঠল। এক নুরানি দ্যুতি যেন তার চোখ-মুখ থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে।

সালিম যেহেতু অন্ধ, পথ চলতে তার কষ্ট হবে তাই প্রথমে আমি তাকে গাড়িতে করে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে করি। কিন্তু সালিম আমাকে অবাক করে বলল, সে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে। কারণ, পায়ে হেঁটে মসজিদে গেলে প্রতি কদমে একটি নেকি লেখা হবে এবং একটি গোনাহ মোচন করা হবে। আমি তখন নিজেকে নিয়ে আরও দ্বিগুণ লজ্জিত হতে থাকি। সালিমের কথানুযায়ী পায়ে হেঁটেই আমি তাকে মসজিদে নিয়ে যাই।

মসজিদ ততক্ষণে ভরে গেছে। চারপাশ উপচে পড়া মানুষ। নামাজের আর বেশি সময় বাকি নেই। কিন্তু মসজিদের মুসল্লিগণ সালিমকে প্রথম কাতারে বসার জায়গা করে দিলেন। আমিও সালিমের সঙ্গে প্রথম কাতারে বসি।

নামাজ শেষ করে সালিম জায়নামাজে আপন মনে বসে রইল। তাসবিহ, তাহলিল শেষ করে সালিম আমাকে অনুরোধ করল তাকে একটি কুরআন শরিফ দিতে। আমি আশ্চর্য হলাম। কারণ সে তো অন্ধ! কুরআন পড়বে কীভাবে? তবুও তার কথানুযায়ী একটি কুরআন এনে তার হাতে দিলাম। আমাকে দ্বিগুণ আশ্চর্য করে সালিম সুরা কাহাফ মুখস্থ পড়তে শুরু করল। এরই মাঝে সে সুরা কাহাফ পরিপূর্ণ মুখস্থ করে ফেলেছে। কিন্তু এসবের কিছুই আমি জানতাম না। সালিমকে আমি যতই দেখতে থাকি আমার বিস্ময়ের ঘোর ততই বাড়তে থাকে। সেইসঙ্গে লজ্জা ও অনুশোচনা ক্রমাগত দংশন করতে থাকে বিষাক্ত সাপের ন্যায়।

সুরা কাহাফ তিলাওয়াত শেষে সালিম আল্লাহর দরবারে দু-হাত তুলল। তার সঙ্গে আমিও দু-হাত তুলে ধরি আল্লাহর নিকট। তখনই আমি আমার অন্তরে এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ করি। আমি আমার অতীত জীবনের জঘন্য কৃতকর্মে প্রবল অনুশোচনা ও লজ্জিত হয়ে মসজিদে কাঁদতে থাকি। আমার

চোখ ফেটে অবিরাম অশ্রু ঝরতে থাকে। অনুশোচনার অশ্রুতে ভেসে যায় আমার বুক। আমি আরও প্রবল করে কাঁদতে থাকি। সে কান্না ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। পাশে বসে সালিম আমার অবিরাম কান্নার আওয়াজ শুনছিল। কিন্তু সমস্ত লজ্জা ও জড়তা ভেঙে আমি ক্ষমা চাইতে থাকি। মাফ চাইতে থাকি যাপিত জীবনের সকল ভুলের।

তারপর সালিমকে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরি। সেদিনের পর আজ পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাজ আমি ছাড়িনি। প্রতি ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করেছি। অসং বন্ধুদের সঙ্গে ত্যাগ করেছি। গোনাহের সমস্ত উপকরণ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করি। সকল নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি। কুরআন পড়া শিখেছি। প্রতি মাসে কয়েক বার কুরআন খতম করি। বন্ধুদের সাথে আড্ডার পরিবর্তে আল্লাহর জিকির করি। আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমি ঈমানের পূর্ণ স্বাদ আনন্দন করছি। পরিবারের সকলে আমাকে ভালোবাসে। ইতঃপূর্বে তারা আমাকে সব সময় এড়িয়ে চলত। সকলের নিকট আমি ছিলাম অপাঙ্ক্বেয়। তাদের আদর-স্নেহে আমার হৃদয় এখন ভরপুর। সালিম—যাকে আমি এতকাল অবহেলা ও দূর দূর করে রেখেছি—এখন সে আমার নিকট সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পূর্বে এবং বাড়িতে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম আমি সালিমের খোঁজ নেই। তার সকল প্রয়োজন যথাসাধ্য পূরণ করি। জীবনের সকল আনন্দ এখন আমার হাতের মুঠোয়। কারণ এখন আমি ফিরে এসেছি শাস্ত শান্তির পথে—আল্লাহর নির্দেশিত জীবন আমাকে দিয়েছে জীবনের প্রকৃত সুখ।

একদিন আমি ও আমার বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নিই একটি দাওয়াতি কাফেলার সাথে তিন মাসের জন্য সফরে যাব। এ ব্যাপারে আমি আমার পরিবারের নিকট অনুমতি চাইলে তারা আমাকে সাদর অনুমতি দেয়। সবচেয়ে বেশি খুশি হয় সালিম। সে তার ছোট্ট দু-হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। তাদের আনন্দ দেখে আমার দু-চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

কাফেলার সাথে বেরিয়ে পড়ি আল্লাহর রাস্তায়। বাড়ি থেকে বহু দূরবর্তী এক অঞ্চলে তিন মাস ছিলাম। দীর্ঘ এ সময়ে পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তাদের প্রতি অন্তরে বিশেষ ভালোবাসা তৈরি হয়। বারবার স্মরণ হতে থাকে প্রিয়তমা স্ত্রী ও সন্তানদের কথা। চোখে ভাসতে থাকে প্রিয় পুত্র সালিমের মুখখানা। অন্যদের চেয়ে সালিমকে বেশি মনে পড়ত আমার।

স্মৃতিতে বাজতে থাকত তার কণ্ঠ। তার সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হতে থাকে।

সফর শেষ হওয়া মাত্রই আমি বাড়ি ফিরে আসি। মুহূর্ত আর দেরি করিনি। সাক্ষাতের প্রবল তৃষ্ণা বুকে আমি দরজায় করাঘাত করি। আমার ভেতরে আকাঙ্ক্ষা ছিল হয়তো সালিম এসে দরজা খুলবে। কিন্তু না, চার বছর বয়সি কনিষ্ঠ পুত্র খালিদ দরজা খুলে। আনন্দের আতিশয্যে খালিদকে আমি কোলে তুলে নিই। খালিদ আমাকে দেখে কাঁদতে থাকে। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে কান্নার আওয়াজ। আমি তখন কিছুই বুঝতে পারিনি খালিদ ঠিক কী কারণে কাঁদছে। ঘরে প্রবেশ করার পর সকলের মাঝে একধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করি। তাদের চোখে মুখে কেমন বিষাদের ছায়া। আমি সালিমকে ডাকতে থাকি। একবার দুই বার করে কয়েক বার। কিন্তু কোনো সাড়া মিলছে না সালিমের। আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করি, সালিম কোথায়? প্রশ্ন শুনে স্ত্রী তার মাথা নুয়ে ফেলে। কোনো উত্তর দেয় না। বার কয়েক জিজ্ঞেস করার পর সে তার আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে। আমার ভেতরটা কেমন নড়ে ওঠে। তখন খালিদ কাঁপা কাঁপা এবড়ো-থেবড়ো কণ্ঠে যা বলে তা শোনার জন্য আমি কিছুতেই প্রস্তুত ছিলাম না। খালিদ বলে, ভাইয়াকে আল্লাহ নিয়ে গেছে। ভাইয়া এখন বেহেশতে।

সত্যিই এমন একটি শোকাবহ সংবাদ শোনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। প্রচণ্ড আওয়াজে আমি কাঁদতে থাকি। কাঁদতে কাঁদতে একপর্যায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।

কিছুদিন আগে সালিমের জ্বর হয়েছিল। দিনদিন তার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। আমার স্ত্রী তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুইদিন হাসপাতালে থাকার পর তৃতীয় দিন সালিম মারা যায়। আমি বুঝতে পারি—আল্লাহ তায়লা এর মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন। আমি পুত্রশোকের নিদারুণ যন্ত্রণা বুকে পাথরচাপা দিয়ে ধৈর্যধারণ করি।

একদা আমি অন্ধ ও খোঁড়া সালিমকে নিয়ে কত চিন্তিত ছিলাম। কত অবিচার করেছি আমি তার প্রতি। সালিম নয়, প্রকৃতার্থে অন্ধ তো ছিলাম আমি। যে তাকে সকল আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি। আমি সালিমের চেয়ে বড়ো অন্ধ। কারণ আমি তাকে চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও দেখিনি। তার কাছে যাইনি। তাকে কোলে নিইনি। দীর্ঘ দশটি বছর আমি তাকে নিদারুণ অবহেলা আর অহেতুক বঞ্চনার মাঝে ফেলে রেখেছি। সেই তো প্রকৃত অন্ধ

যে আল্লাহর পরিচয় জানে না। যার অন্তরে আল্লাহর মারেফত নেই। যে ঈমান ও ইয়াকিন থেকে যোজন যোজন দূরে সরে আছে সেই প্রকৃত অন্ধ। সালিমই প্রকৃত দৃষ্টিসম্পন্ন। তার অন্তরে ঈমানের আলো আছে। ইয়াকিনের দৃঢ়তা আছে। আল্লাহর আনুগত্য ছিল তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। সালিম—যার চক্ষু নেই, চক্ষু আছে আমার। অথচ তার হাত ধরে আমি পেয়েছি সঠিক পথের দিশা। অন্ধকার থেকে এসেছি আলোর পথে। আল্লাহর কসম! সালিম নয়, প্রকৃত অন্ধ আমরা; যারা ঈমান ও আমলের রাস্তা থেকে দূরে পড়ে আছি।’

হে আল্লাহ! সালিমকে আপনি কবুল করে নিন। আপনার রহমতের চাদরে তাকে ঢেকে রাখুন। হে আল্লাহ! মৃত্যু পর্যন্ত আপনি আমাদেরকে আপনার সরল-সঠিক পথে অবিচল রাখুন।

মুমংবাদ গ্রহণ করো হে তাওবাকারী

হে তাওবাকারী! তোমার রবের সুসংবাদ গ্রহণ করো। হে অন্ধকার থেকে আলোর কাফেলায় প্রত্যাবর্তনকারী! জেনে রাখো! আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রয়েছে আনন্দায়ক বার্তা।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।’^{৮৪}

তাওবাকারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার তার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি গুনিয়েছেন অভয় বাণী,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

‘(হে নবী! আমার এই কথা আপনি লোকদেরকে) বলে দিন, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করছ! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তো সব গোনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।’^{৮৫}

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

‘তারা ব্যতীত যারা তাওবা করে, ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপসমূহ পুণ্য দ্বারা

৮৪ সূরা বাকারাহ : ২২২।

৮৫ সূরা যুমার : ৫৩।

পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।’^{৮৬}

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

‘নিশ্চয় পুণ্যসমূহ পাপসমূহকে মিটিয়ে দেয়।’^{৮৭}

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

‘যে তাওবা করে, ঈমান রাখে, সৎকাজ করে আর সঠিক
পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি আমি অবশ্যই
ক্ষমাশীল।’^{৮৮}

হে তাওবাকারী! হে প্রত্যাভর্তনকারী! সুসংবাদ গ্রহণ করো তোমার নবীর
পক্ষ থেকে। তিনি বলেছেন,

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

‘গোনাহ থেকে তাওবাকারী ওই ব্যক্তির মতো, যার
কোনো গোনাহ নেই।’

হে তাওবাকারী! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা
তাওবাকারীদের ভালোবাসেন। বান্দা তাওবা করলে তিনি আনন্দিত হন।
গোনাহগারদের কান্নার আওয়াজ আল্লাহর নিকট তাসবিহের আওয়াজের চেয়ে
অধিক প্রিয়।

একদা জনৈক ব্যক্তি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট একটি
গোনাহের ব্যাপারে জানতে চাইল যে, এর থেকে তাওবা করলে আল্লাহ কবুল
করবেন কি না? এ শুনে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তার থেকে মুখ
ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তাকিয়ে দেখেন, লোকটি অঝোরে কান্না
করছে। এ দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, ‘বেহেশতের আটটি

৮৬সূরা ফুরকান : ৭০।

৮৭ সূরা হুদ: ১১৪

৮৮সূরা তহা : ৮২।

দরজা রয়েছে। যেগুলো বন্ধ করা হয় আবার খোলা হয়। কিন্তু তাওবা এমন এক দরজা যা কখনো বন্ধ হয় না। সুতরাং তুমি আমল করতে থাকো। কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

এক ইসরাইলি যুবক বিশ বছর আল্লাহর ইবাদত করেছে। অতঃপর বিশ বছর নাফরমানি করেছে। একদিন সে আয়নায় তাকিয়ে দেখে, বার্ধক্য তাকে গ্রাস করেছে। তার চুল-দাড়ি পেকে গেছে। তখন সে আল্লাহকে ডেকে বলল, হে আল্লাহ! আমি বিশ বছর আপনার ইবাদত করেছি। তারপর বিশ বছর নাফরমানি করেছি। এখন পুনরায় আমি ফিরে এসেছি আপনার নিকট। আপনি কি আমাকে কবুল করবেন? তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এল, 'হে আমার বান্দা! যখন তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমিও তোমাকে ভালোবাসি। যখন তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমিও তোমাকে ছেড়ে দিই। কিন্তু তুমি যখন নাফরমানি করো, আমি তোমাকে অবকাশ দিই। আর যখন ফিরে আসো আমি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করে নিই।'

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

‘তিনি ওই সত্তা যিনি তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা কিছু করো তিনি তা জানেন।’^{৮৯}

তাওবার পথে অন্তরায়

জেনে রাখো! তাওবার পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক হলো অন্তরে দীর্ঘ আশা পোষণ করা। দুনিয়ার প্রতি অধিক আসক্ত হওয়া। যে ব্যক্তি যত বেশি আশা করে তার আমল হয় তত মন্দ।

ইরশাদ হয়েছে,

ذَرُّهُمْ يَا كُلُّوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

‘ওদেরকে খেতে, ভোগ করতে আর আশায় ভুলে থাকতে দাও। (সময় হলে) ওরা জানতে পারবে।’^{৯০}

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ

‘আমি যদি তাদেরকে অনেক বছর (দুনিয়ার সুখ) উপভোগ করতে দিই, তারপর তাদের কাছে তাদের প্রতিশ্রুত শাস্তি আসে (তাতে কি তাদের কোনো লাভ আছে)?’ সূরা শুয়ারা: ২০৫-২০৬।

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي
الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

‘তারা কি মনে করে, আমি যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তানি দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছি, তাতে দ্রুত তাদের কল্যাণ সাধন করছি? (আসলে তা নয়) বরং তারা বুঝতে পারছে না।’^{৯১}

জেনে রাখো! মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে তাওবার প্রতি অধিক বেশি উদ্বুদ্ধ করে। যার অন্তরে যত বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, সে তত দ্রুত তাওবা করে।

৯০ সূরা হিজর : ৩।

৯১ সূরা মুমিনুন : ৫৫-৫৬।

হে আল্লাহর বান্দা! মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু মানুষের অতি নিকটে। জীবন যত দীর্ঘই হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে তা সংক্ষিপ্ত। আর দুনিয়া যত প্রিয়ই হোক না কেন বাস্তবার্থে তা খুবই তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট। সুতরাং তুমি ভেবে দেখো! তোমার জন্য কোনটি বেছে নেবে। সেদিন তোমার ও আমার অবস্থা কেমন হবে যেদিন ঘোষণা হবে অমৃতের সময় ফুরিয়ে গেছে? সেদিন কেমন পরিণতি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য যেদিন খাটিয়া করে বহন করে নিয়ে যাবে কবরদেশে? সেদিন কেমন অবস্থা হবে যেদিন আপনজনরা মাটিচাপা দিয়ে রেখে আসবে অন্ধকার কবরে? আজই এখন সিদ্ধান্ত নাও, নিজের জন্য তুমি কোনটি বেছে নেবে। সেদিনের পরিণতির কথা ভেবে সজোরে চিৎকার করো। চিৎকার করো। আল্লাহর শপথ! এক কঠিন দিন অপেক্ষা করছে। সেদিন আগমনের পূর্বেই তাওবা করে ফিরে এসো। প্রত্যাবর্তন করো রবের দিকে। তাওবার দুয়ার তিনি উন্মোচন করে রেখেছেন। এ দুয়ার কখনো বন্ধ হয় না। হে আল্লাহর বান্দা! মৃত্যুর দুয়ারে প্রবেশ করার পূর্বে তাওবার দুয়ারে প্রবেশ করো।

হজরত হাসান ইবনে আবু সিনান। তার যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তার অনুভূতির কথা। জবাবে তিনি বললেন, 'যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাই তবে তো ভালো। আর নাহয় আমার চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেই।'

পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ মুহূর্তে কোন জিনিসের প্রতি আপনার অধিক চাহিদা?

হাসান ইবনে আবু সিনান বললেন, 'একটি দীর্ঘ রাত; যার পুরোটাই নামাজে কাটিয়ে দেব।'

ইমাম শাফি রহ. যখন মৃত্যুশয্যায় তখন হজরত মুযানি তাকে দেখতে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি কী অবস্থায় সকাল করেছেন?

ইমাম শাফি রহ. বলেন, 'আমি এমতাবস্থায় সকাল করেছি যেন প্রিয়জনদের ছেড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার মন্দ আমল আমার সম্মুখে। আর আমার মুখ চুমুক দিচ্ছে বহু আশার পেয়ালায়। আর আমি দাঁড়িয়ে আছি আল্লাহর সম্মুখে অথচ জানি না, আমার ঠিকানা জান্নাত—যেখানে আমি নেয়ামত ভোগ করব—নাকি জাহান্নাম—যেখানে রয়েছে মর্মস্পর্ক শাস্তি?'

হে আল্লাহর বান্দা! জেনে রাখো! সকল আশা একদিন গুটিয়ে যাবে। সমস্ত ধন-সম্পদ বিলীন হয়ে যাবে। মাটির নিচে পঁচে যাবে তোমার সুন্দর দেহ। দিন-রাত্রি আবর্তিত হবে নতুন নিয়মে। প্রত্যেক দূরবর্তী নিকটবর্তী হবে। ঘনিয়ে আসবে সকল প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন। সুতরাং সতর্ক হও হে আল্লাহর বান্দা। বিনয়াবনত হয়ে ফিরে এসো তোমার রবের দিকে। প্রত্যাবর্তন করো অবাধ্যতা ও নাফরমানি ছিন্ন করে।

জেনে রাখো! আল্লাহ সুবহানাছ্ তায়ালা বান্দাকে চারটি জিনিসের বিনিময়ে অপর চারটি জিনিস দান করেন।

এক—যে দোয়া করে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন।

ইরশাদ হয়েছে,

اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ

‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।’^{৯২}

দুই—যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

‘নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল।’

তিন—যে শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ তাকে নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেন।

ইরশাদ হয়েছে,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

‘যদি তোমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করো তাহলে আমি তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব।’^{৯৩}

চার—যে তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

‘তিনি ওই সত্তা যিনি তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন।’^{৯৪}

৯২ সূরা গাফির : ৬০।

৯৩ সূরা ইবরাহিম : ৭।

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন ৯০

যে জীবন নিদারুণ যন্ত্রণার

জেনে রাখো! যে জীবনে আল্লাহর আনুগত্য নেই সে জীবন মরীচিকা তুল্য। হৃদয়ে আল্লাহর পরশ ও সান্নিধ্য ব্যতীত অন্তর কখনো সংশোধিত হয় না। হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার প্রভুর ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলেছে? আর কতকাল অবাধ্যতায় মত্ত থাকবে?

হে আল্লাহর বান্দা! প্রত্যাবর্তনের এ গল্প হৃদয়ে লিখে নাও অশ্রু ও অনুশোচনার কালিতে। অতঃপর বিনয়াবনত হয়ে ছুটে এসো তোমার রবের দিকে। অন্তরে প্রবল তৃষ্ণা ও ক্ষুধা নিয়ে তার আনুগত্য করো। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে বিভোর থাকে তখন একাকী দাঁড়িয়ে যাও নামাজে। একান্ত মুনাজাতে আল্লাহকে ডেকে ডেকে বলো, হে আল্লাহ! আপনিই তো পাপিষ্ঠদের একমাত্র আশার ঠিকানা। আপনিই তো অবাধ্যদের একমাত্র ভরসামূল। হে আল্লাহ! আপনি যদি ফিরিয়ে দেন, তবে আমি কার নিকট যাব? হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কে আছে যে দয়া করে গোনাহগারের প্রতি? আমি গোনাহগার। হে রাহমানুর রাহিম আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার তাওবাকে কবুল করুন। এবং আপনার পথে সর্বদা অটল ও অবিচল রাখুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি যদি আপনার অনুগত বান্দা ব্যতীত কাউকে ক্ষমা না করেন, তাহলে গোনাহগার ও পাপী বান্দারা কোথায় যাবে? কার নিকট তারা আশ্রয় প্রার্থনা করবে? হে আল্লাহ! আপনি যদি কেবল মুত্তাকি বান্দাদের প্রতি রহম করেন তাহলে আপনার অবাধ্য ও পাপাচারী বান্দারা কার নিকট সাহায্য কামনা করবে? আপনি তো তাদেরও রব। আপনি ছাড়া তো কেউ নেই তাদের। হে আল্লাহ! যারা অসহায় ও দরিদ্র তারা তো ধনীদের দুয়ারে যাবেই। হে আল্লাহ! আপনার চেয়ে বড়ো ধনী আর কে আছে? হে আল্লাহ যারা লাঞ্ছিত অপমানিত তারা তো সম্মানিতদের দুয়ারে করাঘাত করবেই। হে আল্লাহ আপনার চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কে আছে। হে রাহমানুর রাহিম! হে আরহামার রাহিমিন! আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আপনি আমাদের ক্ষমা করে

দিন। আপনি আমাদেরকে কাছে টেনে নিন। আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। সীমাহীন করুণায় আমাদের ঢেকে নিন। আপনি আমাদেরকে আপনার আনুগত্যের তাওফিক দান করুন। আপনি আমাদেরকে আপনার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আপনার ভালোবাসা কামনা করি। আমরা আপনার অন্তরপূর্ণ ভালোবাসা প্রার্থনা করি। এবং প্রার্থনা করি ওই ব্যক্তির ভালোবাসা যে আপনাকে ভালোবাসে। হে আল্লাহ! আপনি আপনার ভালোবাসাকে আমাদের অন্তরে পিপাসার্ত ব্যক্তির নিকট পানির চেয়ে অধিক প্রিয় বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় বানিয়ে দিন। আমাদের অন্তরে ঈমানকে সুসজ্জিত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি কুফর ফুসুক ও গোনাহকে আমাদের নিকট ঘৃণিত করে দিন। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, যেন দেখে ও না দেখে আমরা আপনাকে ভয় করি। হে আল্লাহ! সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি, লাভ ও ক্ষতি সর্বক্ষেত্রে আমরা সত্য বলার প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! দরিদ্র ও ধনাঢ্য উভয় অবস্থায় আমরা আপনার সমৃদ্ধির প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমরা আপনার চেহারা দর্শনের আনন্দলাভের প্রার্থনা করি। আপনার সাক্ষাৎলাভের প্রার্থনা করি।

হে আল্লাহ! হে রাহমানুর রাহিম! আপনি আমাদেরকে ঈমানের সাজে সজ্জিত করে দিন। হে আল্লাহ! হে দয়ালু মেহেরবান! আপনি আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করে দিন। হে আল্লাহ! হে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন। আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে অটুট ও অবিচল রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আমাদের নিজ দেশে নিরাপদ রাখুন। আমাদের দেশকে শান্ত ও নিরাপদ রাখুন। আমাদের দেশের শাসক ও নেতাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন। তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের দেশকে এবং সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে শত্রুর শত্রুতা থেকে হেফাজত করুন। সাম্রাজ্যবাদী আত্মসন থেকে মুসলিম দেশগুলোকে নিরাপদ রাখুন। শত্রুর সকল অনিষ্টতা থেকে মুসলিম মানচিত্রগুলো মুক্ত ও শান্তির চাদরে ঢেকে রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার দ্বীনকে, আপনার

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন ৯২

কিতাবকে, আপনার নবীর সুনাতকে এবং আপনার মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনার কসম! আপনি সাহায্য করুন। আপনি সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! হে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আপনি আপনার রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদদের সাহায্য করুন। তাদেরকে রণাঙ্গনে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! হে সাহায্যকারী! আপনি মুজাহিদদেরকে সাহায্য করুন—যেভাবে সাহায্য করেছেন বদরের রণাঙ্গনে। তাদের বিজয় দান করুন—যেমন বিজয় দান করেছেন বদরে মুসলমানদেরকে। হে আল্লাহ! যারা মুজাহিদদেরকে সাহায্য করছে আপনি তাদেরকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! যারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সাহায্য করছে, আপনি তাদেরকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! যারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত করছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন। যারা মুসলমানদেরকে মিটিয়ে দিতে আশ্রয় চেষ্টা করছে আপনি তাদেরকে মিটিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হয়ে যান। আমাদেরকে আপনার বানিয়ে নিন। আমাদের হৃদয় পূর্ণ করে দিন আপনার ভালোবাসায়।

আমলের প্রতিদান

সময় মানবজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ। প্রতি বিন্দু সময় মুমিনের নিকট অত্যধিক তাৎপর্যমণ্ডিত। মুমিনের নিকট সময়ের আবেদন ও মাহাত্ম্য প্রভূত। জীবন কী? সময়ের বিন্দু বিন্দু সমষ্টিই তো জীবন। পৃথিবীর সকল কিছুই হারিয়ে গেলে পুনরায় ফিরে পাওয়া যায়, কিন্তু সময় এমন এক মহামূল্যবান জিনিস যা একবার চলে গেলে আর কখনো ফিরে আসে না। প্রকৃত জ্ঞানী সে ব্যক্তি, যে সময়ের মূল্য বুঝতে পারে, এর মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তা ব্যয় করে। আর তা সম্ভব হয় একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা যা করতে আদেশ করেছেন সেগুলো বাস্তবায়ন করা এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন সে সমস্ত হারাম ও নাজায়েজ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। আর নিঃসন্দেহে এটি একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। জীবনের পরিণত সময় থেকে মৃত্যু অবধি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা মুমিনের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। একটি শ্রমসাধ্য অধ্যবসায়। তবে সান্ত্বনার বাণী হলো, যারা এ চ্যালেঞ্জ ও অধ্যবসায়কে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করবে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন। বস্তুত আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন তার জন্য কিছুই তখন কঠিন থাকে না।

ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ

‘যারা আমার জন্য সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার সাথে পরিচালিত করব। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।’^{৯৫}

সময়ের সঠিক মূল্যায়ন এবং সময়কে উপযুক্ত খাতে ব্যয় করার সর্বাধিক কল্যাণকর মাধ্যম হলো—সকল কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা। সর্বদা নেক

আমল করা। যেমন: জিকির, নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ, আত্মীয়তার বন্ধন ইত্যাদি।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দাদেরকে তার সম্ভৃষ্টি অর্জনে প্রতিযোগিতা ও অগ্রগামিতার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। বান্দাদেরকে তিনি অধিকতর জান্নাতের দিকে অগ্রসর হতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর এজন্য তাদেরকে দিয়েছেন তিনি রকমারি প্রতিশ্রুতি।

ইরশাদ হয়েছে,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

‘তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা লাভের চেষ্টা করো।’^{৯৬}

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

‘তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে ধাবিত হও।’^{৯৭}

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা প্রেরিত নবী-রাসুলগণের যথোচিত প্রশংসা করেছেন এ বলে,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

‘তারা ভালো ভালো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং আশা ও ভয় নিয়ে আমাকে ডাকত। আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়াবনত।’^{৯৮}

সুতরাং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুমিন নারী-পুরুষদের অত্যাবশ্যকীয় করণীয় হলো, বেশি বেশি সৎকাজ করা, আল্লাহর সম্ভৃষ্টি অর্জন এবং অসংখ্য নেয়ামতরাজিতে পূর্ণ চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হওয়া।

ইরশাদ হয়েছে,

৯৬ সূরা আলে ইমরান : ১৩৩।

৩ সূরা হাদিদ : ২১।

৯৮ সূরা আশ্বিয়া : ৯০।

‘তোমরা কল্যাণের দিকে ধাবিত হও।’^{৯৯}

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জীবনকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার ও গনিমতস্বরূপ মনে করতে বলেছেন। মুমিন নারী-পুরুষদের প্রতি সুসংবাদের বার্তা প্রেরণ করে তিনি বলেছেন,

بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو
غنى مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرمًا مفنداً، أو موتاً
مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة
أدهى وأمر

‘সাতটি বিষয়ের পূর্বে তোমরা দ্রুত নেক আমল করো। তোমরা কি এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষা করছ, যা তোমাদেরকে সবকিছু ভুলিয়ে দেবে? না এমন ঐশ্বর্যের— যা তোমাদেরকে দর্পিত বানিয়ে ছাড়বে? নাকি এমন রোগের—যার আঘাতে তোমরা জরাজীর্ণ হয়ে পড়বে? না সেই বার্ধক্যের—যা তোমাদেরকে অর্থর্ব করে ছাড়বে? নাকি মৃত্যুর—যা আকস্মিক এসে পড়বে? নাকি দাজ্জালের—অনুপস্থিত যা কিছু জন্ম অপেক্ষা করা হচ্ছে, দাজ্জাল সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট? না কিয়ামতের অপেক্ষা করছ—যে কিয়ামত কিনা সর্বাপেক্ষা বিভীষিকাময় ও সর্বাপেক্ষা তিক্ত?’^{১০০}

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালায় দেওয়া আমাদের এ জীবনের সর্বাধিক করণীয় হলো, তার আনুগত্য করা। তাকে ভয় করা। সৎকাজ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা। সকল কাজে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তার

৯৯ সূরা বাকারা : ১৪৮।

১০০ জামে তিরমিজি : ২৩০৬।

অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে সর্বতোভাবে বিরত থেকে শান্তি-সুখে ঘেরা চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়া। আল্লাহর শপথ! বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি তার আনুগত্য করবে, হৃদয়ে অর্জন করবে তাকওয়া এবং নেক আমল করবে সে তার কাজ্জিত পুরস্কার লাভ করবে। শ্রমিক যেমন তার শ্রমের বিনিময় পেয়ে থাকে, তেমনি নেক আমলকারীও লাভ করবে তার প্রতিশ্রুত পুরস্কার। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালায় চেয়ে অধিক বড়ো পুরস্কারদাতা আর কে আছে? কেউ নেই। তার চেয়ে বড়ো দাতা আর কেউ নেই। তার দানের চেয়ে বড়ো দানকারী সমগ্র সৃষ্টিজগতে দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি একক। তার সাথে কারও অংশীদার নেই। তিনিই সৃষ্টি করেছেন জান্নাত যার উত্তরাধীকার নির্বাচিত করেছেন তার অনুগত মুমিন বান্দাদের।

ইরশাদ হয়েছে,

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

‘তোমাদের কারও আমল আমি নষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। তোমরা একে অপরের অংশ।’

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

‘কারও যদি সরিষার দানা পরিমাণও আমল থাকে আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।’^{১০১}

আল্লাহ কখনো কারও প্রতিদান নষ্ট করেন না। প্রত্যেককে তিনি সে পরিমাণই দান করেন যে পরিমাণ তার প্রাপ্য। তিনি কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুমও করেন না।

নেক আমল ঈমানের প্রতিফলন

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনের যেখানেই ঈমানের আলোচনা করেছেন সেখানেই নেক আমলের কথা বলেছেন। ঈমান ও নেক আমল উভয়টি সমার্থক। এর কারণ হলো, নেক আমল ব্যতীত ঈমান ফলহীন বৃক্ষের ন্যায়। বস্তুত ঈমানের বহিঃপ্রকাশ হলো আমলে সালেহ তথা নেক আমল। আমলবিহীন কখনো ঈমান পূর্ণতা পায় না এবং আল্লাহর নিকট তা গৃহীত হয় না।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

‘নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে।’^{১০২}

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঈমান ও আমলের কথা একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

‘কালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।’^{১০৩}

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অসংখ্য আয়াত দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানের বহিঃপ্রকাশ হলো আমলে সালেহ—নেক আমল। ঈমানের প্রতিফলন হলো আল্লাহর আনুগত্য। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদামতে ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-

১০২সূরা বাকারা : ২৭৭।

১০৩সূরা আসর : ১-৩।

প্রত্যঙ্গ কর্তৃক আমল করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়। অবাধ্যতা, নাফরমানির দ্বারা ঈমান হ্রাস হয়।^{১০৪} তাই আমাদের জন্য অত্যাৱশ্যক হলো, নিজেদের ঈমানের সংরক্ষণ করা। আল্লাহর আনুগত্য ও নেক আমল দ্বারা ঈমানকে শক্তিশালী করা। ঈমান হ্রাস হয় এমন গোনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। সর্বোপরি এ ব্যাপারে সচেষ্টিত থাকা, আমাদের অন্তর যেন কখনো উদাসীনতার সুতোয় আটকে না পড়ে। আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য থেকে কখনো বিস্মৃত না হয়। জেনে রাখো, সকল নেক আমলের শিকড় হলো অন্তর। অন্তর যদি জাহত থাকে তাহলে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহত থাকবে। অন্তর যদি উদাসীন ও অকর্মণ্য হয়ে যায় তাহলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবাধ্যতা নাফরমানিতে জড়িয়ে পড়বে।

১০৪ ইমাম শাফি ও অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাদের দলিল হলো, কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন টেক্সটের বাহ্যিক শব্দ। সে সমস্ত আয়াত ও হাদিসে স্পষ্টতই ঈমানের ব্যাপারে হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত হলো, ঈমানের মাঝে কমবেশি হয় না। তার মতে ঈমান হচ্ছে কতিপয় অত্যাৱশ্যকীয় বিষয় সত্যায়ন ও স্বীকার করার নাম। ইমাম আবু হানিফা রহ. যে ঈমান কমবেশি হয় না বলেন তার ব্যাখ্যা হলো, ঈমান যে মৌলিক ন্যূনতম কতিপয় বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের নাম, এর কম কিছুতেই হতে পারবে না। পক্ষান্তরে বেশিরও প্রয়োজন নেই। যে-সকল আয়াত-হাদিসে ঈমান কমবেশি হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা মূল ঈমানের মাঝে কমবেশি হওয়ার কথা বলা হয়নি। বরং সৎকাজ করলে, কুরআন তিলাওয়াত করলে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি মেনে চললে ঈমান শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হবে। আল্লাহর নিকট প্রিয় হবে। ঈমান অটুট অবিচল থাকবে। পক্ষান্তরে এর বিপরীত হলে ঈমান দুর্বল হবে। মুমিন হিসেবে আল্লাহর নিকট তার সম্মান-মর্যাদা কম হবে। মৌলিক ঈমানের মাঝে ত্রুটি হবে না। যারা বলেন ঈমানের মাঝে কম-বেশি হয় না, তাদের উদ্দেশ্য হলো, মুতলাকুল ঈমান (ন্যূনতম ঈমান, আমল অন্তর্ভুক্ত নয়)—মুমিন হওয়ার জন্য যতটুকু ঈমান জরুরি সেখানে কম-বেশি হয় না। পক্ষান্তরে যারা বলেন, ঈমানের মাঝে কম-বেশি হয় তাদের উদ্দেশ্য হলো, ঈমান মুতলাক (ঈমান ও সঙ্গে আমল অন্তর্ভুক্ত) এ কম-বেশি হয়। যত অধিক আমল করবে, আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে ঈমান তাদের তত পূর্ণতা পাবে। যেমন, এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন কোনো ব্যক্তি ব্যাভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না। যখন কোনো মুমিন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না।’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে তখন পূর্ণ মুমিন থাকে না। মন্দ আমলের কারণে তার ঈমান তখন হ্রাস পায়। সুতরাং এ মতানৈক্য নিছক শাব্দিক; পারিভাষিক নয়। [অনুবাদক]

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে নেক আমলের বিভিন্ন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নেক আমলের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার হলো, আল্লাহর ভালোবাসা ও তার সম্ভ্রষ্ট লাভ।

ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ: أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করবে তাদের স্থলে আল্লাহ এমন একদল লোক নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি নরম আর কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে এবং তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ বড়ো দানশীল, মহাজ্ঞানী।’^{১০৫}

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে কুদসিতে বলেন,

إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه

‘আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো অলির সঙ্গে দুশমনি রাখবে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার ওপর ফরজ করেছি, শুধু তা দিয়েই আমার নৈকট্য লাভ করা যাবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নিই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার নিকট কোনো কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিই।’^{১০৬}

কোনো মানুষকে যখন বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে যারপরনাই ভালোবাসে, অমুক ব্যক্তি তোমার ভূয়সী প্রশংসা করেছে, তখন সে সীমাহীন খুশিতে নেচে ওঠে। আনন্দে তার মন যেন উড়তে থাকে পাখির মতো। তাহলে ভেবে দেখো যদি কাউকে বলা হয় যে, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, তোমার তিনি প্রশংসা করেছেন—আসমান-জমিন ও এ সমগ্র সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা, যার হাতে এ কুল কায়েনাতের একচ্ছত্র আধিপত্য—তাহলে তার মনের অবস্থা কেমন হবে! আর বিষয়টি এমন যে, আল্লাহ যার সঙ্গে আছেন সেই প্রকৃত সফল।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ আকবার! রাজাধিরাজ তিনি ভালোবাসেন সাধারণ প্রজাদেরকে। সকলের চেয়ে ধনী হয়েও তিনি ভালোবাসেন সীমাহীন দরিদ্রদের। সর্বময় শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি ভালোবাসেন অধিকতর দুর্বল ও সহায়সম্বলহীনদের। সর্বাধিক সম্মানিত অথচ তিনি ভালোবাসেন অপদস্থ ও লাঞ্ছিতদের। আমরা জানি, দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম হলো—যে ফকির সে ধনীকে ভালোবাসে। ধনী ফকিরকে ভালোবাসে না। যে অপমানিত সে সম্মানিত ব্যক্তিকে ভালোবাসে। সম্মানিত ব্যক্তি অপমানিত ব্যক্তিকে ভালোবাসে না। মালিক

গোলামকে ভালোবাসে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা রাজাধিরাজ, তিনি ভালোবাসেন সামান্য প্রজাকেও। আল্লাহ তায়ালা তিনি সবচেয়ে বড়ো ধনী, কিন্তু তিনি ভালোবাসেন দুনিয়ার ফকির-মিসকিনকেও। আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে সম্মানিত কিন্তু তিনি ভালোবাসেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তার ভালোবাসা পেতে হলে প্রয়োজন চেষ্টা ও ধৈর্য। প্রয়োজন তার আনুগত্য। তার দেওয়া সকল আদেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা। কেবল সে সমস্ত কাজে সময় ব্যয় করা যা করলে তিনি সন্তুষ্ট হোন। সে সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকা যা করলে তিনি অসন্তুষ্ট হোন। নেক আমলের পাশাপাশি গোনাহ ও পাপাচার থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকা। তার দেওয়া আদেশ পালন করার পাশাপাশি সকল হারাম ও নাজায়েজ থেকে বিরত থাকা। একই সঙ্গে আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা। সকল কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জনই উদ্দেশ্য হওয়া।

নেক আমলের একটি পুরস্কার হলো, আল্লাহর ও ফেরেশতাদের ভালোবাসা অর্জন।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ
وُدًّا

‘যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করেন।’^{১০৭}

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ وَقَالَ لَهُ: إِنِّي أَحَبُّ
فَلَانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيَنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ

يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له
القبول في الأرض

‘আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, আমি আমার অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। অতঃপর জিবরাইল আসমানের অধিবাসীদের ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। ফলে আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসে। অনুরূপভাবে পৃথিবীবাসীর হৃদয়েও তার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।’

আল্লাহর শপথ! মানুষের ভালোবাসা অর্জনে বান্দা যতই চেষ্টা করুক তাদের নিঃশর্ত ভালোবাসা অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর ভালোবাসা ও সম্ভৃষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে সে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের পাশাপাশি সকল মানুষের ভালোবাসাও অর্জন করে। দুনিয়ার মানুষদের অন্তরে আল্লাহ তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা ব্যতীত কেবল মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে চায় পরিশেষে সে কারোর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে না। জেনে রাখো, সকল কল্যাণ ও সফলতা নিহিত রয়েছে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের মাঝেই। প্রকৃত বুদ্ধিমান তারাই যারা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের জন্য নিজেদের সময় ও চেষ্টাকে ব্যয় করে। ফলে আসমান ও জমিনের সকলের হৃদয়ে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। নির্বোধ ও বোকা তো সে ব্যক্তি, যে মানুষের ভালোবাসা অর্জনের পেছনে তার সময় ও প্রচেষ্টা ব্যয় করে। পরিশেষে সবকিছু থেকেই বঞ্চিত হয়। লাঞ্ছিত হয় দুনিয়া ও আখেরাতে।

দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা

নেক আমলের পুরস্কার হলো, দুনিয়া ও আখেরাত—উভয় জগতের সফলতা লাভ। নেক আমল বান্দার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতা অর্জনের একমাত্র হাতিয়ার। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আজ সফলতার এ মন্ত্র থেকে যোজন যোজন দূরে সরে আছে। তারা জীবনের সফলতা অন্বেষণ করছে অন্যত্র। কতক নারী-পুরুষ তাদের সফলতা অন্বেষণ করছে অটেল ধন-সম্পদের মাঝে। কেউ অন্বেষণ করছে ভালো চাকরির মাঝে। কেউ অন্বেষণ করছে নেতৃত্ব ও ক্ষমতালাভের মাঝে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! ভালো করে শুনে রাখো আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জনের একমাত্র উপায় কী তা ঘোষণা করেছেন পবিত্র কুরআনুল কারিমে,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيَاةً طَيِّبَةً

‘যে পুরুষ বা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে তাকে আমি উত্তম জীবন দান করব।’^{১০৮}

কবি বড়ো চমৎকার বলেছেন,

‘ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত ও সুখ্যাতির মাঝে তোমাদের সফলতা নিহিত নয়। সফল তো তারা, যারা নেক আমলে নিজেদের সময় ও যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করছে।’

জীবন হলো বহু রঙের মেলা। এখানে যেমন দুঃখ, কষ্ট ও বিপদ রয়েছে তেমনি রয়েছে হাসি, আনন্দ ও অসংখ্য নেয়ামত। মানুষের জীবন কখনো একটি বৃত্তে স্থির থাকে না। বরং ঘুরতে থাকে চক্রাকারে। কখনো সুখের সাথে তার দেখা হয়। কখনো সে কষ্টকে আলিঙ্গন করে। কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা ধৈর্যধারণকারী, যারা আল্লাহর সকল আদেশ পালন করে এবং যাবতীয় নিষেধ থেকে বিরত থাকে, দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট তাদের হৃদয়ে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। তাদের মন-মননে কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। এমনভাবে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যখন

তাদের হাতে ধরা দেয় তখন তারা অধিকতর আনন্দিত হয় না, যা তাদেরকে অহংকারী বানিয়ে দেয়। কেননা, দুনিয়ার প্রতি তাদের মন কখনো নিবিষ্ট হয় না। পার্থিব মোহ ও লালসা তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে না। দুনিয়াবি লোভ ও মায়া থেকে তারা যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে। তাদের ধ্যান-জ্ঞান একমাত্র আখেরাত। তাদের সকল প্রকার মনোযোগ নিবিষ্ট একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার প্রতি।

ইরশাদ হয়েছে,

مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

‘আল্লাহর নিকট যা আছে তা তাদের জন্য উত্তম এবং অধিক দীর্ঘস্থায়ী যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের প্রভুর ওপর ভরসা রাখে।’^{১০৯}

শোনো, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার সেসব প্রিয় বান্দা, যারা নামাজ আদায় করে, তাদের সম্পর্কে কী বলেছেন কুরআনুল কারিমে,

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا : إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

‘মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বড়ো অধৈর্য। যখন সে খারাপ অবস্থায় পতিত হয় তখন ঘাবড়ে যায়। আর যখন তার অবস্থা ভালো হয় তখন কার্পণ্য করে। তবে এর ব্যতিক্রম হলো সেই নামাজিরা যারা সর্বদা নামাজ আদায় করে।’^{১১০}

সুতরাং যারা নামাজি—চাই তারা পুরুষ হোক বা নারী—তাদের নিকট যখন দুনিয়ার সুখ-শান্তি, প্রাচুর্য এসে ধরা দেয় তখন তারা অত্যধিক আনন্দিত হয় না। পার্থিব সুখের সাগরে তারা ডুবে যায় না। এমনিভাবে তাদের জীবন যখন কঠিন থেকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয় তখনো তারা হতাশ হয় না। চিন্তা তাদেরকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। কেননা তাদের অন্তরে এ সুদৃঢ়

১০৯ সূরা গুরা : ৩৬।

১১০ সূরা মাআরিজ : ১৯-২৩।

বিশ্বাস রয়েছে—দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। অচিরেই ফুরিয়ে যাবে পার্থিব সকল
বিপদ-মুসিবত। পার্থিব জীবন সমাপ্ত হলে শুরু হবে আখেরাত। যেখানে প্রভু
তাদের জন্য সঞ্চিত রেখেছেন নেয়ামতে ভরা সুন্দর এক উদ্যান।

চিন্তা-পেরেশানি, দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়

নেক আমলের পুরস্কার হলো, নেক আমলের মাধ্যমে বান্দার হৃদয়-মনের
সকল দুশ্চিন্তা দূর হয়। যাবতীয় পেরেশানি লাঘব হয়। ঘুচে যায় সকল দুঃখ-
কষ্ট। পার্থিব জীবনের শত দুঃখ-কষ্ট তখন রূপান্তরিত হয় চিরস্থায়ী হাসি-
আনন্দে।

নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করেন।
বান্দা আল্লাহর নিকট যা প্রার্থনা করে তিনি তাই কবুল করেন।

ইরশাদ হয়েছে,

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا عِنْدَنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَذَا
التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي
الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي
الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرْنَا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ
لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

‘আইয়ুবের কথা স্মরণ করুন, যখন তিনি তার প্রভুকে ডেকে বলেছিলেন, আমি বড়ো কষ্টে পড়েছি এবং আপনি সবচেয়ে দয়ালু। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তার কষ্ট দূর করে দিলাম। আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ ও ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ তাকে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়ে দিলাম। তাদের সাথে তাদের অনুরূপ আরও দিলাম। ইসমাইল, ইদরিস ও যুল-কিফলকেও স্মরণ করুন। প্রত্যেকেই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহের আওতায় এনেছিলাম। নিশ্চয় তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। যুন-নুনের কথাও স্মরণ করুন, যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন আর ভেবেছিলেন, আমি তার ক্রটি ধরব না। অতঃপর অন্ধকারে আমাকে ডেকে বলেছিলেন, আপনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আপনি মহান! নিশ্চয় আমি জালিমদের দলভুক্ত। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। তাকে কষ্ট থেকে রক্ষা করলাম। মুমিনদেরকে আমি এভাবেই রক্ষা করি। জাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন তিনি তার প্রভুকে ডাক দিয়েছিলেন, হে আমার প্রভু! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রাখিয়েন না। আপনি তো শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। তার জন্য ইয়াহইয়াকে দান করলাম এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে (সন্তান ধারণের) যোগ্য করলাম। তারা ভালো ভালো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং আশা ও ভয় নিয়ে আমাকে ডাকত। তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়াবনত।’”

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের দোয়া কবুল করেছেন। কেননা তারা ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা। সর্বদা তারা আল্লাহর আনুগত্যে তাদের সময় ও চেষ্টা ব্যয় করতেন। তারা ছিলেন নেক আমল ও কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। তারা আমলে সালেহের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করেছেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের ডাকে সাড়া

দিয়েছেন। তাদের দোয়া কবুল করেছেন। দুনিয়াতে তাদের প্রয়োজন পূরণ করেছেন। আর এ তো আল্লাহর প্রতিশ্রুতি।

ইরশাদ হয়েছে,

وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

‘আমি এভাবেই মুমিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।’^{১১২}

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ওইসমস্ত ব্যক্তিদের দোয়া কবুল করেন যারা তার নির্দেশিত পথে চলে। তার আনুগত্য করে। তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى
غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم
الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن
تدعوا الله بصالح أعمالكم

‘তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে তিনজন লোক ছিল। একদা তারা পথ চলছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ তাদেরকে বৃষ্টি ধরল। তখন তারা একটি গুহায় আশ্রয় নিল। আর অমনি তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদেরকে বলল, বন্ধুগণ! আল্লাহর কসম! এখন তোমাদের নেক আমল ব্যতীত কিছুই তোমাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে না।’^{১১৩}

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদেরকে সে অন্ধকার গুহা থেকে মুক্তির পথ বের করে দিয়েছেন। তারা একেক করে তাদের নেক আমলের মাধ্যমে দোয়া করেছে আল্লাহ তাদের নেক আমলের শক্তি অনুযায়ী তাদের ওপর থেকে বিশাল আকারের পাথরটি সরিয়ে দিয়েছেন।

১১২ সূরা আশ্বিয়া : ৮৮।

১১৩ বুখারি : ৩২১৬।

হে প্রিয় ভাই! গভীরভাবে চিন্তা করো। পাহাড়ের গুহা। গাঢ় অন্ধকারে ছাওয়া। পানি নেই। খাদ্য নেই। বাতাস নেই। মুক্তির সকল পথ বন্ধ। কেবল একটি উপায় অবশিষ্ট আছে, তা হলো আসমানের দরজা। আল্লাহর দরজা। যে দরজা কখনো বন্ধ হয় না। পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় তারা পরামর্শ করল যে নিশ্চিত এ মৃত্যু আমাদের মুক্তির একটি মাত্র পথ রয়েছে, তা হলো আমরা আমাদের কৃত নেক আমল দ্বারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবো।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম জন প্রার্থনা করল পিতামাতার প্রতি তার সদাচরণের মাধ্যমে। সে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট এ বলে প্রার্থনা করল যে, ‘হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা ছিলেন বৃদ্ধ ও দুর্বল। তাদেরকে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসতাম। তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করতাম। তাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিতাম না। না আমার ধন-সম্পদ আর না সন্তান-সন্ততি। আমি যখন সারাদিন জঙ্গলে বকরি চড়িয়ে ঘরে ফিরতাম তখন সবার আগে আমি আমার পিতামাতাকে দুধ পান করাতাম। তাদের পূর্বে কাউকে পান করতে দিতাম না। একদিন বকরি চড়িয়ে ঘরে ফিরতে আমার রাত হয়ে যায়। ফিরে দেখি আমার পিতা-মাতা দুজনই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তারা আমার অপেক্ষা করে অনাহারে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এ জন্য আমার দারুণ অনুশোচনা হয়। দুধের পেয়ালা হাতে আমি রাতভর পিতামাতার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার পাশে তখন আমার শিশু পুত্ররা ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে দুধ পান করতে দিইনি। কেননা আমার প্রতিদিনের অভ্যাস ছিল, সর্বপ্রথম আমার পিতা-মাতা পান করবেন তারপর অন্যরা। দীর্ঘক্ষণ আমি এভাবে দুধের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকি। এভাবে সকাল হয়ে গেল। প্রথমে তাদেরকে দুধ পান করাই তারপর আমার সন্তানদেরকে দুধ পান করতে দিই।’ অতঃপর সে বলল, ‘হে আল্লাহ! আমার এ আমল যদি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে তাহলে আপনি পাহাড়ের গুহা থেকে আমাদের বের হওয়ার পথকে প্রশস্ত করে দিন। আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দিন।

দেখো কেমন ছিল তার দোয়া। কেমন ছিল তার ইখলাস। সে তার নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছে। বিপদ থেকে মুক্তির দোয়া করেছে। সে বলেছে, ‘হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ একমাত্র আপনার

সম্ভ্রষ্ট অর্জনের জন্য করে থাকি তাহলে আপনি আমাদের বের হওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করে দিন। আমাদেরকে এ অন্ধকার গুহা থেকে উদ্ধার করুন।’

তার দোয়া আল্লাহ সুবহানাহু তায়াল্লা কবুল করলেন। গুহার মুখদ্বার থেকে পাথর সামান্য একটু সরে গেল। কিন্তু এ দিয়ে তারা গুহা থেকে বের হতে পারবে না।

অতঃপর দ্বিতীয়জন বলল, ‘আমার এক চাচাত বোন ছিল। তাকে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসতাম। মনে-প্রাণে তাকে আমি কামনা করতাম। আমি তাকে আমার বাহুতে আবদ্ধ করতে চাইতাম। দীর্ঘদিন তার কামনা-বাসনা আমাকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। অবশেষে একদিন এল সে কাঙ্ক্ষিত সুযোগ। জরুরি এক প্রয়োজনে সে আমার দ্বারস্থ হলো। আমি তাকে বললাম, ‘একটি শর্তে আমি তোমার প্রয়োজন পূরণ করব। যদি তুমি নিজেকে আমার নিকট সমর্পণ করো, আমার গোপন বাসনা পূরণ করো। তখন সে ছিল নিরুপায়। আমার কথায় সম্মত হয়ে গেল। আমি তাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করলাম। আমার অন্তরে অবৈধ কামনা জেগে উঠল তীব্রভাবে। সে যখন আমার কোলে চড়ে বসল ঠিক তখন সে আমাকে একটি কথা বলল।’

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ভালো করে শোনো কী ছিল সে কথা। হৃদয়ের সকল দরজা উন্মোচন করে শোনো সে কথা।

‘সে আমাকে বলল, ‘তুমি আল্লাহকে ভয় করো। অন্যায়ভাবে তুমি আমার সতীত্ব নষ্ট করো না।’

যুবক বলল, এ কথা শোনার পর আমি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলাম। অথচ সে ছিল আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমার হৃদয়-মনজুড়ে ছিল তার উপস্থিতি। দীর্ঘদিন আমি তাকে কল্পনা করেছি। তাকে একান্তে পাওয়ার জন্য বহু দিবস-রজনী অপেক্ষা করেছি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে এল কাঙ্ক্ষিত সুযোগ। কিন্তু যখন সে আমাকে বলল “আল্লাহকে ভয় করো” অমনি আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।’

যুবকটি বললো, ‘হে আল্লাহ! আমি যদি তা কেবল আপনার সম্ভ্রষ্ট অর্জনের জন্য করে থাকি তাহলে আপনি গুহার প্রবেশমুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে দিন। আমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন।’

এ তো হলো সে যুবকের অবস্থা। যদি বর্তমান সময়ে এমন ঘটনা ঘটত তাহলে কী বলত? আল্লাহকে ভয় করো, আমার সাথে এমনটি করো না?

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন ১১০

খুব কম লোকই রয়েছে যাদেরকে আল্লাহর নাম ও তার ভয় দেখিয়ে সতর্ক করলে তারা সাড়া দেবে। কম লোকই রয়েছে এমন যাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখালে গোনাহ থেকে বিরত থাকবে। শুধু তাই নয়, বরং রাগে, ক্রোধে ফেটে পড়বে। তাকে মেরে ফেলার উপক্রম হবে।

অথচ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা নবীদেরকেও বলেছেন এ কথা।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ

‘হে নবী! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন।’^{১১৪}

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার বান্দাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন,

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

‘তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যখন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি তাই দেওয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।’^{১১৫}

মেয়েটি যখন বলল, ‘তুমি আল্লাহকে ভয় করো। অন্যায়ভাবে আমার সতীত্ব নষ্ট করো না।’ তখন যুবক তাকে ছেড়ে দিলো। নিভে গেল তার কামনার আগুন।

যুবকটি সেদিনের ঘটনাকে স্মরণ করে আল্লাহর নিকট দোয়া করল। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করলেন। গুহার মুখ থেকে ভারী পাথরটি আরও কিঞ্চিৎ সরে গেল। কিন্তু বের হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

অতঃপর তৃতীয়জন বলল, ‘আমার অধীনে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করত। দিনশেষে আমি তাদের প্রত্যেকের পারিশ্রমিক দিয়ে দিতাম। একদিন এক শ্রমিক তার পারিশ্রমিক না নিয়ে চলে গেল। আমি তার পারিশ্রমিক আমার নিকট সম্বন্ধে রেখে দিলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম তার আগমনের। কিন্তু

দীর্ঘ অপেক্ষার পরও সে আসেনি। তার রেখে যাওয়া সে পারিশ্রমিক আমি ব্যবসায় বিনিয়োগ করি। দিনদিন তা বাড়তে থাকে। বহুদিন পর হঠাৎ একদিন সে শ্রমিক এসে তার পারিশ্রমিক দাবি করল। আমি তাকে বললাম, বিশাল এ উপত্যকাজুড়ে যা কিছু দেখতে পাচ্ছ উট, গরু, বকরি, দাস এর সবই তোমার। সে বলল, আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন? আমি বললাম, না। সত্যিই বলছি এ সবকিছু তোমারই। অতঃপর এক এক করে সে সবকিছু নিয়ে গেল। কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি আমার জন্য।

সে আল্লাহর নিকট এ বলে দোয়া করল, হে আল্লাহ! আমি যদি কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্য এমনটি করে থাকি তাহলে আপনি বিশালাকার পাথরটি সরিয়ে দিন। আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন। পাথরটি সরে গেল। তারা বেরিয়ে এল গুহা থেকে।

এই হলো নেক আমলের প্রতিদান। তারা তাদের নেক আমলের ওসিলায় দোয়া করেছে। আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেছেন। তারা নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে ডেকেছে, আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

যা কিছু ইখলাস ও সততার সাথে করা হয় তাই নেক আমল। যেমন, পিতামাতার সেবা করা। দুঃখজনক হলেও সত্য আজ বহু পিতামাতা তাদের সন্তানদের অবাধ্যতার ব্যাপারে অভিযোগ করেন! সন্তান পিতামাতার সামনে উঁচু স্বরে কথা বলে। তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। তাদেরকে কষ্ট দেয়। পিতামাতাগণ সন্তানদের কথায়, আচরণে, চরিত্রে ব্যথিত হয়। পশ্চিমা বিশ্বে পিতা-মাতার প্রতি সৌজন্যবোধ কবেই বিদায় নিয়েছে। সেখানে গড়ে উঠেছে বৃদ্ধাশ্রম। যে পিতা-মাতা জীবনভর সন্তানদের লালন-পালন করেছেন, লেখা-পড়া শিখিয়েছেন, পরিণত বয়সে তাদেরকে সেবা-যত্ন না করে বরং দূরের সেই বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, পশ্চিমা বিশ্বের ন্যায় মুসলিম দেশগুলোতে বৃদ্ধাশ্রম সংস্কৃতির ব্যাপক আমদানি হচ্ছে। মুসলমানরা তাদের পিতা-মাতাদের সেখানে রেখে আসছে। জীবনের শেষ লগ্নে তারা সন্তানদের সেবা-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। পিতামাতার প্রতি সন্তানদের সে সদাচার আজ কোথায়? আজ যদি কোনো সন্তান তার পিতামাতার খেদমত এবং তাদের প্রতি সদাচারের ওসিলায় প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন? তাদের প্রার্থনা কবুল করবেন?

অশ্লীলতার কথা কী বলব? মুসলিম পরিবার ও সমাজ আজ অশ্লীলতা-বেহায়াপনায় সয়লাব। এমন ঘর আজ কমই রয়েছে যেখানে অশ্লীলতার অসংখ্য উপাদান নেই। এর মাধ্যমে মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে। তাদের ঈমান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। তাদের হৃদয় মরে যাচ্ছে। বিশেষত মুসলিম তরুণ প্রজন্ম আজ ইসলামি চেতনা ও তামাদ্দুন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ উম্মাহর তারা অতন্দ্র প্রহরী। জাতির আশাজাগানিয়া ঠিকানা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য অশ্লীলতা ও পাপাচারে তারা আকর্ষণ নিমজ্জিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইসলামবিরোধী শত্রুরা তাদের প্রধান হাতিয়ার বানিয়েছে অশ্লীলতাকে। মুসলিম তরুণ প্রজন্মকে তারা তাদের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে পাশ্চাত্যের সকল ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করুন। এর থেকে পরিত্রাণ না পেলে উম্মাহর ভাগ্যাকাশে রয়েছে বিপদের ঘনঘটা।

পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়া তৃতীয় ব্যক্তিটি প্রার্থনা করেছিল শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রদান করার মাধ্যমে। কিন্তু আজ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলমান সোসাইটিতে মালিকগণ তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে ন্যায্য অধিকার প্রদান করছে না। তাদেরকে তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। শ্রমিকরা পাচ্ছে না শ্রমের যথোচিত মর্যাদা। আজ তো এমন মালিক খুব কমই রয়েছে যার অধীনস্থ কর্মচারীরা তাদের মালিক সম্পর্কে আমানত ও দিয়ানতদারীতার প্রশংসা করে। তাদের প্রাপ্য মজুরি এবং তাদের হক আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানকারী।

প্রথম ব্যক্তি দোয়া করেছিল পিতামাতার সেবার মাধ্যমে। দ্বিতীয় ব্যক্তি দোয়া করেছিল অশ্লীলতা ও ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যমে। তৃতীয় ব্যক্তি দোয়া করেছিল শ্রমিককে তার প্রাপ্য মজুরি প্রদানের মাধ্যমে। তারা তাদের নেক আমলকে ওসিলা করে দোয়া করেছে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের সে দোয়া কবুল করেছেন। তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন। তাদের আমল ছিল ইখলাস ও নিয়ত ছিল নিখুঁত। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে সম্ভ্রষ্ট করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আল্লাহর ভয় তাদের মাঝে জাগ্রত ছিল পরিপূর্ণ। ইখলাস ও একনিষ্ঠ নিয়তের সাথে যখন কোনো ইবাদত করা হয় তখন তা অত্যন্ত মর্যাদাবান বলে প্রতীয়মান হয় আল্লাহর নিকট। চাই তা যত ছোটো থেকে ছোটো ইবাদতই হোক না কেন।

ইরশাদ হয়েছে,

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

‘তোমাদের কারও কাজ আমি নষ্ট করি না, সে পুরুষ
হোক কিংবা নারী।’^{১১৬}

সুতরাং উপরোক্ত ঘটনার আলোকে প্রতীয়মান হলো যে, নেক আমলের মাধ্যমে চিন্তা-পেরেশানি দূর হয়। বিপদ-মুসিবত কেটে যায়। তাই হে বিপদে পতিত ব্যক্তি! ঘোরতর মুসিবতে আক্রান্ত ব্যক্তি! অধিক পরিমাণে নেক আমল করো। আল্লাহর আনুগত্য করো। আল্লাহর ভয়ে অন্তরকে সদা শীতল করে রাখো। তাহলে তিনিই উদ্ধার করবেন তোমাকে সমূহ বিপদ থেকে। মুক্ত করবেন তোমাকে ঘোরতর চিন্তা ও বিপদের গহ্বর থেকে।

ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজনের হেফাজত

নেক আমলের একটি বিশেষ পুরস্কার হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাছ তায়াল্লা বান্দার ধন-সম্পদ এবং তার পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করেন। আল্লাহ সুবহানাছ তায়াল্লা সুরা কাহাফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনেকে প্রতি শুক্রবারে সুরা কাহাফ তিলাওয়াত করে। কিন্তু তারা জানে না এ সুরার প্রকৃত মর্ম। জানে না অন্তর্নিহিত রহস্য। আল্লাহ সুবহানাছ তায়াল্লা কত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন এ সুরায় তারা সে সম্পর্কে বেখবর। সুরা কাহাফ পবিত্র কুরআনের একটি বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সুরা। আল্লাহ তায়াল্লা আমাদেরকে এ সুরা তিলাওয়াত করার আদেশ দিয়েছেন। কেননা, এ সুরা মানুষের বোধ ও বিশ্বাসকে শানিত করে। তাদের আকিদাকে সঠিক ও সুন্দর করে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে তাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে চিরস্থায়ী আখেরাতের প্রতি ধাবিত করে।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

‘পৃথিবীতে সবকিছু আমি তার শোভায় পরিণত করেছি, যাতে লোকদেরকে পরীক্ষা করতে পারি কে তাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী। আবার সবকিছু আমি শূন্য শুষ্ক মাটি করে দেব।’^{১১৭}

অতঃপর অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

‘ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি হলো পার্থিব জীবনের জৌলুস।
পক্ষান্তরে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর কাছে পুরস্কার
হিসেবেও সেরা এবং আশার বস্তু হিসেবেও সেরা।’^{১১৮}

সুরা কাহাফ স্মরণ করিয়ে দেয়, একদিন আমাদেরকে দণ্ডায়মান হতে হবে
মহান রবের সম্মুখে। স্মরণ করিয়ে দেয়, একদিন অবসান হবে পার্থিব এ
রঙিন জীবনের। সেদিন যাপিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে।
সুরা কাহাফ স্মরণ করিয়ে দেয়, পার্থিব জীবন যত দীর্ঘই হোক না কেন
একদিন রয়েছে এর সমাপ্তি। নির্ধারিত সময় শেষে অবশ্যই চলে যেতে হবে
সকল মায়া ও বন্ধন ছিন্ন করে।

ইরশাদ হয়েছে,

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ
تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا
أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ
عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

‘প্রাচীরটি ছিল নগরীর দুজন অনাথ বালকের। দেয়ালের
নিচে ছিল তাদের এক ধনভান্ডার। আর তাদের পিতা
ছিল একজন সৎলোক। তাই অনুগ্রহবশত আপনার প্রভুর
ইচ্ছে হলো, ওরা দুজন বয়োপ্রাপ্ত হোক এবং ওদের
ধনভান্ডার বের করুক। কাজটি আমি আমার ইচ্ছায়
করিনি। আপনি যে সব বিষয়ে ধৈর্য রাখতে পারেননি এই
হলো তার তাৎপর্য।’^{১১৯}

পিতার নেক আমল ঔরসজাত সন্তানের জন্য হেফাজতের মাধ্যম। পিতার
আমলের প্রতিদান লাভ করবে তার সন্তানও। এর স্বপক্ষে সত্যায়ন পাওয়া
যায় হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কথায়।
একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট্ট ইবনে আব্বাসকে

১১৮সুরা কাহাফ : ৪৬।

১১৯ সুরা কাহাফ : ৮২।

সম্বোধন করে বলেন, 'তুমি আল্লাহর হুকুম যথাযথ হেফাজত করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন।' এ কথা মর্ম হলো, হে ইবনে আব্বাস! তুমি আল্লাহর আদেশ পালন করা, নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমসমূহ সংরক্ষণ করো, তাহলে আল্লাহ সুবহানা হু তায়ালা তোমার দীন, তোমার দুনিয়া এবং তোমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হেফাজত করবেন। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক উত্তম হেফাজতকারী আর কে আছে?

এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আপনি আপনার সন্তানদেরকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন। একবার আমি একটি হাসপাতালে উপস্থিত ছিলাম। তখন একটি কমবয়সি ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। তার পা ছিল জখম। ফিনিকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। ডাক্তার যখনই ছেলেটির জখমে স্পর্শ করতে চাচ্ছে তখনই সে উঁচু গলায় কান্না জুড়ে দিচ্ছে। তার ভারি কান্নায় হাসপাতাল থমথমে হয়ে আসে। সন্তানের এমন করুণ বেদনা ও চিৎকার শুনে পিতা ডাক্তারকে বলল, হে ডাক্তার! আপনি আমার সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আমি কখনোই আমার সন্তানকে এমন করতে দেখিনি।' ডাক্তার পুনরায় স্পর্শ করতে চাইলে ছেলেটি চিৎকার জুড়ে দিলো। আমি দেখছি, ছেলেটির পিতা সামনে দাঁড়িয়ে নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। লোকটির অমন অবস্থা দেখে আমি তাকে সান্ত্বনার স্বরে বললাম, 'হে আমার ভাই! জখমের স্থানে স্পর্শ করা ব্যতীত চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। এবং এখানে সামান্য চাপও দিতে হবে।' আমার কথা শুনে লোকটি বলল, 'আল্লাহর শপথ! যতবার সে আহ করছে ততবার আমার হৃদয় যেন এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাচ্ছে। সন্তানের বেদনা যেন আমার অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলছে। আল্লাহর শপথ! আমি তা সহ্য করতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'সুবহানালাহ! তুমি যখন তোমার সন্তানকে ভালোবাসো, তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে এত অধিক চিন্তিত, তাহলে আল্লাহর হুকুমসমূহ যথাযথ হেফাজত করো। তাকে ভয় করো। তার আনুগত্য করো। তার আদেশসমূহ পালন করো। নিষেধ থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকো। তাহলে আল্লাহ সুবহানা হু তায়ালা তোমার নেক আমলের কারণে তোমার সন্তানদেরকে হেফাজত করবেন সকল বিপদ-আপদ থেকে। জেনে রাখো, আল্লাহর চেয়ে অধিক দয়ালু ও হেফাজতকারী দ্বিতীয় কেউ নেই।'

কবরের মজা

নেক আমলের অন্যতম বিশেষ পুরস্কার হলো, অন্ধকার কবরে আমলকারীর সঙ্গী হবে। হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يتبع الميت ثلاثة: أهله، وماله، وعمله، فيرجع اثنان
ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى عمله

‘মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তিনটি বিষয় যায়। তার পরিবার-পরিজন, তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল। এর মধ্যে দুটি বিষয় ফিরে আসে, অবশেষে সঙ্গে থাকে একটি। মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ফিরে আসে। সঙ্গে থাকে কেবল আমল।’

জনৈক কবি বলেছেন,

‘হে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তি!

দীর্ঘ আশা তোমাকে ধোঁকায় ফেলেছে।

জেনে রাখো, মৃত্যু চলে আসবে একদিন আকস্মিক।

কবর হবে তোমার আমলের সিন্দুক।’

জাহান্নাম থেকে মুক্তি

নেক আমলের সর্বাধিক বড়ো পুরস্কার হলো, আখেরাতের সমূহ কল্যাণ ও নিরঙ্কুশ সফলতা। মুমিনের জন্য নেক আমল হলো, আখেরাতের সফলতা ও কল্যাণের হাতিয়ার। জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ এবং জান্নাতে প্রবেশের সবচেয়ে বড়ো উপকরণ হলো নেক আমল।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে বেহেশতের বাগ-বাগিচা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কখনো সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করবে না।^{১২০}

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

‘এ তো সেই জান্নাত তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের জন্য।’^{১২১}

সুতরাং দুনিয়া হলো আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। পরকালের সফলতা অর্জনের অসীম সুযোগ। জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের সমস্ত উপায় উপকরণ সঞ্চয়ের জায়গা।

ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا تَقْدَمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

১২০ সূরা কাহাফ : ১০৭-০১০৮।

১২১ সূরা যুখরুফ : ৭২।

‘তোমরা নিজেদের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তা আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় পাবে যে, তা আরও ভালো এবং পুরস্কার হিসেবে বড়ো।’^{১২২}

পার্থিব জীবন হলো আখেরাতকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করার অফুরন্ত সুযোগ। আমি বারবার এ কথা বলে থাকি, মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যিক হলো দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জন্য গণিমত মনে করা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ করেন,

يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها
لكم يوم القيامة، فمن وجد فيها خيراً فليحمد الله،
ومن وجد ذلك فلا يلومن إلا نفسه

‘হে আমার বান্দাগণ! অবশ্যই তোমাদের আমল তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয় এবং কেয়ামতের দিন তা তোমাদেরকে প্রদান করা হবে। সেদিন যার আমল ভালো হবে সে আল্লাহর প্রশংসা করবে। আর যার আমল এর বিপরীত হবে সে কেবল নিজেকেই তিরস্কার করবে।’

আমলের ক্ষেত্র

নেক আমল মুমিনের সম্বল। নেক আমল মুমিনের দুনিয়া আখেরাতের মুক্তির সোপান। কল্যাণের চাবিকাঠি। মুমিনের আমলের ক্ষেত্র অসংখ্য, অগণিত। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুমিনের জন্য নেক আমলের অসংখ্য ক্ষেত্র তৈরি করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

‘আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও নারী, ঈমানদার পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজাদার পুরুষ ও নারী, যৌন পবিত্রতা রক্ষাকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী; আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও এক মহান পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।’^{১২৩}

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

‘যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামাজ কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসার আশা করে যা নষ্ট হবে না।’^{১২৪}

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সঙ্গের ব্যবসা হলো লাভবান ব্যবসা। সীমাহীন লাভের ব্যবসা। যেখানে ক্ষতির বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। বরং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দাকে প্রতিটি বিনিময় দশগুণ বৃদ্ধি করে দেন। এছাড়াও তিনি যাকে চান তাকে আরও অগণিত বাড়িয়ে দেন।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে নেক আমলের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পাপিষ্ট ও কাফের নেক আমলের মূল্য উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু সেদিন তাদের উপলব্ধি কোনো কাজে আসবে না। সেদিন তারা দরবারে এলাহিতে আকুল ফরিয়াদ জানাবে তাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করার জন্য—যাতে তারা দুনিয়াতে এসে নেক আমল করতে পারে। সেদিন তারা নেক আমলের জন্য চিৎকার করবে। কিন্তু তাদের চিৎকার আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। কাফেরদের জন্য সেদিন হবে সীমাহীন আফসোস ও অনুশোচনার।

ইরশাদ হয়েছে,

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

‘অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, প্রভু! আমাকে (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠাও, যেন আমি যা রেখে এসেছি সেখানে ভালো কাজ করতে পারি।’^{১২৫}

একদা হজতর হাসান বসরি রহ. এক মৃত ব্যক্তির জানাজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন হাসানা বসরি তার সফরসঙ্গীকে বললেন, ‘তুমি কি জানো, মৃত লোকটি যদি এখন পুনরায় জীবিত হতে পারে তাহলে সে বেশি বেশি

১২৪ সূরা ফাতির : ২৯।

১২৫ সূরা মুমিনুন : ৯৯-১০০।

নেক আমল করতে চাইবে?’ সে বলল, হ্যাঁ।’ তখন হজরত হাসান বসরি রহ. তাকে বললেন, ‘সুতরাং তুমি ওই মৃত ব্যক্তির মতো হয়ে যাও। অধিক পরিমাণে নেক আমল করো। জীবনকে বরকতময় মনে করো। জেনে রাখো, জীবন একটি সুযোগ। এ সুযোগ বারবার আসবে না। আল্লাহর মা রেফত অর্জন করো। সময়কে সঠিক কাজে ব্যয় করো।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের মাধ্যমে আলোচনার ইতি টানছি,

أيها الناس! إن لكم معالم فانتهاوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهاوا إلى نهايتكم، إن المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري كيف صنع الله فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليتزود العبد لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشباب قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت فوالذي نفس محمد بيده! ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار

‘হে লোকসকল! তোমাদের জীবনের সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে, অতএব তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে উপনীত হও। এবং তোমাদের জীবনের একটি গন্তব্য রয়েছে, তোমরা সেই গন্তব্যপানে ছুটে চলো। মুমিন দুটি আশঙ্কার মাঝে আবর্তিত হয়। (এক) অতিবাহিত হয়ে যাওয়া জীবনের ওই অংশ যার ব্যাপারে সে জানে না, আল্লাহ কী ফয়সালা করবেন। (দুই) জীবনের ওই অবশিষ্ট অংশ যার ব্যাপারে সে জানে না, আল্লাহ তার জন্য কী রেখেছেন। তাই বান্দার উচিত নিজের পাথেয় সংগ্রহ করা—আখেরাতের জন্য দুনিয়া থেকে, বার্ষিকের পূর্বে যৌবন থেকে এবং মৃত্যুর পূর্বে হায়াত থেকে। ওই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! মৃত্যুর পর বাহাদুরি চলবে না এবং দুনিয়ার পর জান্নাত বা জাহান্নাম ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বাসস্থান নেই।’

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন ১২৩

শাইখ উসাইমিন বলেন, 'হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে ভয় করো। হৃদয়ে অর্জন করো সুদৃঢ় তাকওয়া। দ্বীনের ব্যাপারে গাফলত ও উদাসীনতা থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকো। আল্লাহর নিদর্শনের ব্যাপারে কখনো গাফেল হয়ো না। এবং উদাসীন হয়ো না আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত কিতাব পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর থেকে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে যে, গোনাহ ও অবাধ্যতা ধ্বংসের কারণ। তারা মনে কওে আল্লাহর নাফরমানির শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করবে না। পাপের শাস্তি তার ভোগ করবে না। এর কারণ হলো তাদের ঈমান দুর্বল। তারা কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করে না। রাসুলের সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে না।

ইরশাদ হয়েছে,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ * وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

'আর যদি গ্রামবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা অবিশ্বাস করেছে। তাই আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেছি। অতএব গ্রামগুলোর অধিবাসীরা কি রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের ওপর আমার

শান্তির আগমন থেকে নিরাপদ বোধ করেছিল? অথবা গ্রামগুলোর অধিবাসীরা কি সকালবেলায় খেলাধুলায় রত অবস্থায় তাদের ওপর আমার শান্তির আগমন থেকে নিরাপদ বোধ করেছিল? তারা কি আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নিরাপদ বোধ করেছিল? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা ছাড়া কেউ আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নিরাপদ বোধ করে না।^{১২৬}

জৈনিক সালাফ বলেন, ‘যদি তুমি কাউকে দেখো যে, আল্লাহ তাকে প্রভূত নেয়ামত দান করেছেন কিন্তু সে আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত তাহলে মনে করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অবকাশ দিয়েছেন। এবং সে এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত,

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

‘আমি তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেই পারবে না। আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। আসলে আমার কৌশল বেশ মজবুত।’^{১২৭}

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর শপথ! গোনাহ ও পাপাচারের প্রভাব শুধু ব্যক্তির ওপর নয় রাষ্ট্রের ওপরও পড়ে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। রাষ্ট্রের প্রাচুর্য এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে জনগণের হৃদয়ে। গোনাহ একের প্রতি অপরের মাঝে ঘৃণাবোধ তৈরি করে। আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানি মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বন্ধনকে বিনষ্ট করে। দুই মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হলে মনে হয় তারা যেন ভিন্ন ধর্মের। তাদের মাঝে ধর্মীয় বন্ধন নেই। পারস্পরিক প্রীতিবোধ নেই। নেই একের প্রতি অপরের ন্যূনতম সৌজন্যতা।

কিন্তু আমরা যদি একে অপরের প্রতি কল্যাণকামী হই, একে অপরের সংশোধনের ব্যাপারে মনোনিবেশ করি, আমাদের নিজেদের, পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশি এবং রাষ্ট্রের সকল জনগণের আত্মোন্নয়ন এবং তাদের

১২৬সূরা আরাফ : ৯৬-৯৯।

১২৭সূরা আরাফ : ১৮২-১৮৩।

বিকাশ ও অগ্রগতির ব্যাপারে সচেতন হই, একে অপরকে সৎকাজের আদেশ করি, অসৎকাজের নিষেধ করি, উপকারী কথা ও উপদেশের মাধ্যমে নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি তাহলে আমাদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধন ও সম্প্রীতি তৈরি হবে। কল্যাণকামিতা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হবে। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাবে।

ইরশাদ হয়েছে,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ

‘তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি দল থাকে যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ভালো কাজের আদেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। তারাই সফলকাম। তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ আসার পরও মতভেদ করেছিল। ওদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।’ ১২৮

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালায় বাণী শোনো,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

‘তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ আসার পরও মতভেদ করেছিল। ওদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।’ ১২৯

১২৮ সূরা আলে ইমরান : ১০৪-১০৫।

১২৯ সূরা আলে ইমরান : ১০৫।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আমি নিজেকে এবং তোমাদেরকে বলছি শোনো। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা হিকমত, প্রজ্ঞা ও কল্যাণকর উপদেশের মাধ্যমে একে অপরকে সংশোধন করব। কেউ যদি আমাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে চায় তাহলে আমরা অত্যন্ত সুন্দর ও মার্জিত ভাষা ও ভঙ্গিতে এবং কুরআন হাদিসের অকাউট দলিল ও যুক্তির নিরিখে তাদের সঙ্গে দ্বীনের স্বার্থে বিতর্ক করব। আমরা কখনো বাতিলকে ছুড়ে ফেলব না। তাদেরকে কাছে টেনে বোঝাব। কেননা, তাদের প্রতি আমাদের দ্বীনি ও ভ্রাতৃত্বসুলভ কর্তব্য রয়েছে। আমরা তাদের নিকট প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরব। তাদেরকে সত্য গ্রহণে আগ্রহী করে তুলব। বাতিল ও মিথ্যার ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করব।

পক্ষান্তরে আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকি, পরস্পরে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব তৈরি না করি তাহলে একে অপরের প্রতি ক্রক্ষেপ করবে না। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের প্রতি দয়ার্দ্র ও অনুগ্রহশীল হবে না। তার সমস্যা ও বিপদে এগিয়ে আসবে না। আর কেউ যদি কোনো মুসলমানের বিপদে এগিয়ে না আসে এবং তার সমস্যা সমাধানে দৃঢ়কল্প না হয় তাহলে সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এর জন্য আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা।

বিপদ-মুসিবতের জাগতিক ও শরঈ কারণ

হে মুসলমানগণ! আমি বারবার বলেছি এ কথা, আমাদের জন্য অত্যাৱশ্যক হলো, সকল দুর্ঘটনা ও বিপদ-মুসিবতকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা। কেননা, আমরা যদি এসবকে বস্তুগত ও জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরাও কাফেরদের অনুরূপ হয়ে যাব। কেননা কাফেররাই কেবল সকল কিছুকে বস্তুগত ও জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করে। কুরআন-সুন্নাহ থেকে তারা যোজন যোজন দূরে থাকতে চায়। তারা মনে করে এর মাঝেই তাদের গৌরব ও অহংবোধ। এর মাধ্যমে তারা আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু পক্ষান্তরে যারা মুসলমান, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য পোষণ করে তাদের জন্য একমাত্র করণীয় হলো, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার প্রেরিত কুরআন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মাধ্যমে শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা। এটিই মুসলমানদের শান ও মর্যাদা। মুসলমানদের যাবতীয় প্রশান্তি লুকিয়ে আছে কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে। সকল সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করতে হবে এ দুই মূলনীতি থেকে। মুসলমানদের বিজয় ও ব্যর্থতার সকল কারণ-উপকরণ এ দুইয়ের মাঝেই রয়েছে।

আমরা যখন আমাদের সমস্যা, সঙ্কট, বিপদ ও মুসিবতের কারণ কুরআন-সুন্নাহ থেকে অন্বেষণ করব তখন এর সঠিক কারণ পেয়ে যাব। আমরা যখন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করব এবং আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করব তাহলে আল্লাহও আমাদেরকে সাহায্য করবেন। এ তার প্রতিশ্রুতি।

ইরশাদ হয়েছে,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

‘আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাকে সাহায্য করে। আল্লাহ তো অবশ্যই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন লোক যে, আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই তাহলে তারা নামাজ

কায়েম করবে, জাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আল্লাহর হাতেই সবকিছুর পরিণতি।”৩০

উক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এ কথা বলেননি যে, তাদেরকে জমিনে কর্তৃত্ব দিলে তারা গোনাহ, পাপাচার, কুফর ও শিরক প্রতিষ্ঠা করবে। বরং বলেছেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

‘তারা এমন লোক যে, আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই তাহলে তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আল্লাহর হাতেই সবকিছুর পরিণতি।”৩১

হে প্রিয় মুসলিম ভাই! ভেবে দেখো, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কীভাবে বলেছেন,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

‘আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাকে সাহায্য করে। আল্লাহ তো অবশ্যই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।”৩২

আরও ভেবে দেখো, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা উপর্যুক্ত আয়াত দুটি কীভাবে সমাপ্ত করেছেন।

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

‘আল্লাহর হাতেই সকল কিছুর পরিণতি।”৩৩

১৩০ সূরা হজ: ৪০-৪১।

১৩১ সূরা হজ: ৪১।

১৩২ সূরা হজ: ৪০।

কতক মানুষ তাদের ভুল চিন্তা থেকে এ কথা বলে যে, কাফেরদের বিশাল অস্ত্র ও বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে আল্লাহর দীনকে সাহায্য করব? কীভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব দীনকে বিজয়ী করার জন্য, অথচ তারা আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী?

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সকল কিছুর ক্ষমতা একমাত্র তারই হাতে এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। আসমান ও জমিনের রাজত্ব একমাত্র তারই।

এ ব্যাপারে আমাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তায়ালা একটিমাত্র আদেশে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তিনি যদি বলেন, 'হয়ে যাও' তাহলে অমনিই তা হয়ে যাবে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি এমন কিছু করতে সক্ষম যা সমগ্র বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়েও করতে সক্ষম নয়। তিনি চাইলে চোখের পলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন সমগ্র আসমান ও জমিন। যা দুনিয়ার সকল মানুষ তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোনো দিনই করতে পারবে না। হ্যাঁ, এমনই আল্লাহর শক্তি। তার ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে আমাদের অন্তরে ন্যূনতম সন্দেহ নেই। তাহলে কেন এ ভয় যে, কাফেররা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী? কেন এ চিন্তা আমাদের হৃদয়ে উদয় হয় যে, আমরা কাফেরদের সাথে লড়াই করে পারব না? কেন আমরা কাফেরদের শক্তিকে ভয় পাই? অথচ আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। তার শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি।

আল্লাহর শপথ! আমরা যদি আল্লাহ তায়ালা দীনকে বিজয়ী করার জন্য পরিপূর্ণভাবে সাহায্য করি তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের সকল শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করব। পৃথিবীর কোনো শত্রুই আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। আমাদের বিজয়ের পূর্বশর্ত হলো আল্লাহকে সাহায্য করা। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা। নিজেদের জানমাল সর্বোচ্চ উজাড় করে আল্লাহর দীনকে সাহায্য করা। তবেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। আল্লাহ সর্বাদিক সত্যবাদী। তিনি অবশ্যই তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। যদি আমরা তাকে সাহায্য করি।

কিছু অত্যন্ত দুঃখজনক সত্য হলো এই যে, মুসলমানদের অধিকাংশ আজ ভুলে গেছে নিজেদের কর্তব্যের কথা। ভুলে গেছে তাদের অর্পিত দায়িত্বের কথা। তারা আল্লাহর দীনকে সাহায্য করছে না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করছে না। তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে না। শরিয়তকে লুণ্ঠিত হতে দেখেও তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয় না। তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। তারা বরং কাফেরদের অনুসরণ করে। অপেক্ষায় থাকে, কখন কাফেররা আক্রমণ করবে অতঃপর তারা তাদের অনুগামী হবে। তুমি তাদের আবাসস্থলে গেলে শুনতে পাবে ঘণ্টার ধ্বনি। সেখানে আজানের সুমধুর স্বর শুনতে পাবে না। শুনতে পাবে না আল্লাহর নাম। তাদেরকে দেখবে খেলতামাশায় মত্ত। এমন জাতিকে আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবেন কীভাবে? বরং তাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন দ্বিগুণ পথভ্রষ্টতায়।’

এ হলো শাইখ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহর কথা। তার হৃদয়ছেঁড়া আর্তনাদ। উম্মাহর প্রতি তার উদাত্ত আহ্বান। আজ যদি তিনি উম্মাহর এ করুণ পরিণতি দেখতেন, এ অধঃপতন, বিভক্তি ও মতানৈক্য তার চোখের সামনে সংঘটিত হতো, তাহলে না জানি তার কণ্ঠ দিয়ে কী আর্তনাদ নির্গত হতো!

বিপদ থেকে উত্তরণ

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আজ বহু মানুষ চিন্তা, পেরেশানি, অস্থিরতা, বিপদ এবং জীবন ও জীবিকায় বরকত না হওয়ার অভিযোগ করে। জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরা যদি আমাদের হৃদয়ে তাকওয়া অর্জন করি তাহলে তিনি আমাদের জন্য উন্মোচন করে দেবেন আসমান-জমিনের সমূহ রিজিকের ভান্ডার। আমাদের ওপর অবতীর্ণ করবেন প্রভূত নেয়ামত। আমাদের বাগানগুলো ভরে দেবেন ফলে। আমাদের জমিন পূর্ণ করে দেবেন ফসলে। আমরা যদি মুত্তাকি হই তাহলে তিনি আমাদেরকে জীবন ও জীবিকার পূর্ণতা দান করার ঘোষণা দিয়েছেন।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, আমরা যদি তার অবাধ্যতা ও নাফরমানি করি তাহলে তিনি আমাদের ওপর অবতীর্ণ করবেন নানাবিধ শাস্তি।

আমাদের প্রভু আমাদেরকে একই সঙ্গে পুরস্কার ও শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমাদেরকে তিনি দুটি পথ দেখিয়েছেন। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন কোন পথে সফলতা এবং কোন পথে আমাদের ব্যর্থতা নিহিত। আমরা যদি হৃদয়ে তাকওয়া অর্জন করি, আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে ভয় করি তাহলে তিনি আমাদেরকে উত্তম রিজিক দান করবেন। আমাদের জন্য উন্মোচন করে দেবেন আসমান ও জমিনের রিজিকের ভান্ডার। পূর্ণ করে দেবেন আমাদের জীবন অফুরন্ত জীবিকায়। পক্ষান্তরে আমরা যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করি, তার নাফরমানি করি, তার আদেশ-নিষেধ মেনে না চলি, তাহলে তিনি আমাদের ওপর অবতীর্ণ করবেন আসমান-জমিনের অসংখ্য শাস্তি। আমাদেরকে গ্রাস করবে চিন্তা, পেরেশানি। বন্ধ হয়ে যাবে রিজিকের দুয়ার। অভাব ও দারিদ্র্য ঘিরে ধরবে শক্তভাবে।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকবে গাফলতের চাদর মুড়িয়ে। আর কতকাল অটল থাকবে প্রভুর অবাধ্যতায়। আর কতকাল দূরে সরে থাকবে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা থেকে? আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিজেদের জান-মাল নিয়ে এগিয়ে আসবে না? আর কতকাল দেখব পৃথিবীময় আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানির ছড়াছড়ি? ঘরে-বাজারে,

পত্রিকায়, ম্যাগাজিনে, মনিটরে, সংগঠনে সর্বত্র আর কত দেখব প্রকাশ্য গোনাহের মহড়া?

আজ সর্বত্র চলছে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আমরা কীভাবে বিজয় লাভ করব, কীভাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করব যদি আমরা নিজেরাই আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি? আমরা কীভাবে আল্লাহকে সাহায্য করব অথচ সর্বত্র প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও পাপাচারিতার জয়জয়কার? তাহলে এ কী আমাদের পরাজয়, লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কারণ নয়?

আর কতকাল আমরা আসমান-জমিনের অধিপতির অবাধ্যতা করব? আমরা কি সামান্যও ভয় করি না? আমাদের মাঝে কি শঙ্কা জেগে ওঠে না?

আমরা কি বেমালুম ভুলে গেছি আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথা? তার রাগত ধমকির কথা? তার কঠিন ও মর্মস্ফূটন শাস্তির কথা?

ইরশাদ হয়েছে,

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ
أَلِيمٌ شَدِيدٌ

‘তোমার প্রভু যখন জালেম জনপদসমূহকে ধরেন তখন এভাবেই ধরেন। তার ধরা বড়ো কষ্টদায়ক ও মারাত্মক।’^{১৩৪}

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا
فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

‘আমি যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করতে মনস্থ করি তখন তার বিলাসী জীবনযাপনকারীদের (আমার আনুগত্যের) নির্দেশ দিই, কিন্তু তারা সেখানে পাপাচার করে; তখন তার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা অবধারিত হয়ে যায়।’^{১৩৫}

১৩৪সূরা হুদ : ১০২।

১৩৫সূরা ইসরা : ১৬।

আমাদের কি এখনো সময় হয়নি সংশোধন হওয়ার নাকি যখন আমাদের ওপর নেমে আসবে প্রভুর কঠিন শাস্তি তখন সংশোধন হবো? জেনে রাখো! প্রভুর শাস্তি খুবই মর্মস্পর্কিত। অত্যন্ত কঠিন।

ইরশাদ হয়েছে,

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا
ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا
بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

‘তাদের কাছে যখন আমার শাস্তি এসেছিল তখন তারা বিনয়াবনত হয়নি কেন? বরং তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তানের দাগায় তাদের কাছে তা ভালো কাজ মনে হয়েছিল। তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমি তাদের সামনে প্রতিটি জিনিসের দরজা খুলে দিলাম। এভাবে তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা নিয়ে আনন্দিত, তখনই আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করি। তখনই তারা নিরাশ হয়ে যায়।’^{১৩৬}

আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী বহু জাতি-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন কি তাদের গোনাহ, অবাধ্যতা ও নাফরমানির কারণে নয়?

ইরশাদ হয়েছে,

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ
مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ
مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ

‘প্রত্যেকেই তাদের অপরাধের জন্য ধরেছিলাম; আবার
কতককে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। আল্লাহ তাদের
ওপর কোনো জুলুম করেননি। বরং তারাই নিজেদের
ওপর জুলুম করেছিল।’^{১৩৭}

গোনাহ উম্মাহর পরাজয়ের কারণ

যারা গোনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে, আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে ব্যস্ত এবং এসবকে অতি তুচ্ছ বিষয় বলে মনে করছে তাদের কানে কানে অস্ফুট স্বরে এ কথা বলতে চাই যে, তাদের গোনাহের কারণে মুসলিম জাতি আজ নিদারুণ দ্রাষ্টিকাল অতিক্রম করছে। তাদের গোনাহের দায়ভার কেবল তাদের ওপরই পতিত হচ্ছে না বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে এর করুণ পরিণতি বরণ করতে হচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী মুসলিম জাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ তারা। আরও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, গোনাহ ও অবাধ্যতার কারণে আমাদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করছে উম্মাহর সর্বশেষ বিপর্যয়। কেননা, আজ অধিকাংশ মুসলমান কখনো একাকী কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা গোনাহে মত্ত হয়ে আছে। অবাধ্যতা ও নাফরমানির সাগরে ডুবে আছে। আল্লাহর শরিয়ত থেকে তারা দূরে সরে আছে। বরং তাদের অনেকে প্রকাশ্যে গোনাহের ঘোষণা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। গোনাহের জন্য অপরাপর লোকদেরকে আহ্বান করছে। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করছে। আল্লাহর শপথ! দেশে দেশে মুসলমানদের বিপর্যয় ও অধঃপতনের এটিই সবচেয়ে বড়ো কারণ।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ আজ আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সাথে স্পষ্ট প্রতারণা করছে। তার দ্বীনকে তারা সাহায্য করছে না। জমিনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করছে না। উপরন্তু তারা মত্ত হয়ে আছে অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে। গোনাহ, পাপাচারে জড়িয়ে আছে। আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে এ স্পষ্ট ধোঁকা ও প্রতারণা

ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনেগুনে নিজেদের আমানতসমূহের খেয়ানত করো না।’ ১৩৮

জেনে রাখো, প্রত্যেক গোনাহগার ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তিই আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী। যারা আল্লাহর সাথে অবাধ্যতা করে তারা আল্লাহর অঙ্গীকারের সাথে প্রতারণা করছে। প্রতিটি গোনাহ আল্লাহর বিরোধিতার নামান্তর। কেননা, তিনি তার বান্দাদেরকে গোনাহ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। যারা গোনাহে লিপ্ত হয় তারা আল্লাহর সে আদেশের স্পষ্ট লঙ্ঘনকারী। আর প্রতিটি গোনাহ উম্মাহর অধঃপতনের কারণ। এমনিভাবে নেক আমল এবং আল্লাহর আনুগত্য উম্মাহর বিজয়ের একেকটি কারণ। মুসলমান যদি নেক আমল, আল্লাহর আনুগত্য অধিক করে তাহলে উম্মাহ বিজিত হবে। আর গোনাহ, নাফরমানি যদি অধিক হয় তাহলে উম্মাহ পরাজিত হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য আজ মুসলমানরা অধিকহারে গোনাহ এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় মত্ত হয়ে আছে। ফলে অবধারিতভাবে উম্মাহ আজ পরাজয় বরণ করছে। আমাদের ওপর নেমে আসছে আল্লাহর নানাবিধ শাস্তি। দেশে দেশে আজ মুসলমানদের অধঃপতন।

আজকে যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করেছে সে উম্মাহর বিজয়কাফেলার একজন সদস্য।

আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, বলো, তুমি কি আজ তাদের সাথে ছিলে যারা মসজিদে জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করেছে নাকি তাদের সাথে ছিলে যারা আল্লাহর অবাধ্যতায় মত্ত ছিল? যারা বিভোর ছিল গাফলতের ঘুমের কোলে?

বলো, তুমি কি মুসলিম উম্মাহর বিজয় কাফেলার গর্বিত সদস্য নাকি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা উম্মাহকে পরাজিত করেছে?

ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ

‘আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, বরং তারাই ছিল জালেম।’ ১৩৯

আল্লাহ তায়ালা পাপী ও গোনাহগারের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করেন না, তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন না। তাকেই তিনি ভালোবাসেন এবং তাদের সাথেই উত্তম আচরণ করেন যে তার আনুগত্য করে। দীন পালন করে। পরিপূর্ণরূপে যে তার দীনে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বন্ধন একমাত্র ইসলাম। সুতরাং আমরা যদি ইসলামকে সাহায্য করি, পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করি তাহলে তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন। পৃথিবীতে আমাদেরকে বিজয় দান করবেন।

ইরশাদ হয়েছে,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি তাদের জন্য যে ধর্মকে পছন্দ করেছেন তা তাদের জন্য অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের ভয়ের পর তার পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোনোকিছু শরিক করবে না।’^{১৪০}

তাই হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তার পূর্ণ আনুগত্য করো। একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করো। তিনি যেসব কাজের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো সর্বতোভাবে পালন করো। নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকো। কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।

আজ এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে না, যিনি আমাদের অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হবেন। বর্তমানে প্রতিটি মুসলিম দেশে গোনাহ, পাপাচার, অবাধ্যতা ও নাফরমানির যে সয়লাভ তাতে কারও চিত্তই আনন্দিত হবে না। মুসলিম উম্মাহ আজ ধ্বংস ও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। এর থেকে মুক্তি ও উত্তরণের একমাত্র পথ হলো আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। গোনাহমুক্ত জীবনযাপন করা। অবাধ্যতাকে আনুগত্যে রূপান্তরিত করা। অন্তরে আল্লাহর ভয় ও মারেফত হাসিল করা। আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্যের অঙ্গীকার করা। পৃথিবীর সর্বত্র কালিমাকে সমুন্নত করণের প্রয়াস ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা। তবেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পূরণ করবেন প্রদত্ত বিজয় ও অফুরন্ত রিজিকের প্রতিশ্রুতি।

ভরসা একমাত্র আল্লাহর ওপর

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ *
وَتَقْلُبَكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘আর পরাক্রমশালী ও দয়াময় আল্লাহর ওপর ভরসা
করো, যিনি তোমাকে দেখতে পান যখন তুমি নামাজে
দাঁড়াও এবং দেখতে পান যখন সেজদাকারীর মাঝে
তোমার ওঠাবসা। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু
জানেন।’^{১৪১}

প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম সাদি বলেন, যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা
ও পরিপূর্ণ ভরসা রয়েছে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা অধিক আনুগত্য ও
ইবাদত করার তাওফিক দান করেন। তাই বান্দার জন্য করণীয় হলো,
আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা ও অগাধ আস্থা তৈরির জন্য প্রার্থনা করা। পবিত্র
কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

‘আর পরাক্রমশালী ও দয়াময় আল্লাহর ওপর ভরসা
করো।’

তাওয়াক্কুল হলো উপকার লাভ এবং ক্ষতি থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে আল্লাহ
তায়ালার ওপর অন্তরের ভরসা স্থাপন। তার প্রতি অগাধ আস্থা এবং কাক্ষিত
লক্ষ্য পূরণে সুধারণা পোষণ করা। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, বান্দার প্রতি
দয়ালু। তার একক ক্ষমতা ও শক্তিবলে তিনি বান্দাকে কল্যাণ দান এবং
ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। আর এ সবকিছুই তার রহমত ও সীমাহীন
দয়া।

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে তার সকল আদেশ পালন করতে, নিষেধ থেকে
বিরত থাকতে এবং অন্তরে তার নৈকট্যলাভের আকাঙ্ক্ষা জিইয়ে রাখার

ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তিনি বান্দাকে ইহসানের স্তরে উন্নীত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।
ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ

‘যিনি তোমাকে দেখতে পান যখন তুমি নামাজে দাঁড়াও এবং দেখতে পান সেজদাকারীর মাঝে তোমার ওঠাবসা।’^{১৪২}

অর্থাৎ, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমাকে দেখছেন যখন তুমি নামাজ আদায় করছ। তোমার দাঁড়ানো, তোমার রুকু, তোমার সেজদা যাবতীয় কিছু তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে নামাজের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, নামাজের ফজিলত ও মাহাত্ম্য অপরিসীম। অন্যান্য ইবাদতের ওপর নামাজের প্রাধান্য রয়েছে। নামাজে আল্লাহ তায়ালা নৈকট্য অধিক অর্জিত হয়। নামাজে আল্লাহর সাথে বান্দা কথোপকথন করে। বান্দা তখন অধিক খুশ-খুজু, বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহকে অনুভব করে। নামাজ এমন এক ইবাদত যেখানে বান্দা নিজেকে সর্বোচ্চ মিটিয়ে দেয়। তার সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গ মাথাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। এর মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয় আল্লাহর বড়োত্ত্ব ও মাহাত্ম্য—যা অন্যান্য ইবাদতে সম্ভব হয় না।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।’^{১৪৩}

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কিছু শোনেন। দৃশ্য, অদৃশ্য, ছোটো-বড়ো বিশাল বিশ্বমণ্ডলের ন্যূনতম কিছুই তার শ্রবণের বাহিরে নয়। এমনভাবে আসমান-জমিন, সকল সৃষ্টিরাজির প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সবকিছু তার জ্ঞানের অন্তর্গত। বান্দার প্রতিটি অবস্থা তিনি দেখছেন। তাদের প্রতিটি কথা তিনি শ্রবণ করছেন। তাদের অন্তরে যে সমস্ত চিন্তা, কল্পনার উদ্বেক হয় তার সবই তিনি অবগত। বান্দা যখন আল্লাহর এ বিশাল ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে তখন সে ইহসানের স্তরে উন্নীত হতে থাকে।

১৪২ সূরা শুআরা : ২১৭-২২০।

১৪৩ সূরা শুআরা : ২১৭-২২০।

হৃদয়ে আল্লাহর মুরাকাবা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন ইহসানের পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন ইহসান হলো,

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

‘তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তুমি আল্লাহকে না দেখো তাহলে ভেবো, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।’

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখছেন। তিনি তোমার গোপন, প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তুমি যদি মরুভূমিতে থাকো, জমিনে থাকো কিংবা আসমানে, একাকী থাকো অথবা সকলের সাথে, আল্লাহ সর্বাবস্থায় তোমাকে দেখছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

‘আল্লাহ জানেন—যা জমিনে প্রবেশ করে এবং যা জমিন থেকে বের হয়, তিনি জানেন যা আরোহণ করে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাকো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ জানেন।’^{১৪৪}

সুতরাং ইহসান হলো আল্লাহর বড়োত্ত্ব ও তার সব সময় কর্তৃত্বের ব্যাপারে অন্তরে সুদৃঢ় বিশ্বাস করা স্থাপন করা। সর্বাবস্থায় হৃদয়ে তার মুরাকাবা করা।

মুরাকাবার অর্থ

মুরাকাবার অর্থ কী? শাইখ ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, ‘মুরাকাবা হলো বান্দা সর্বদা এ কথা জানা ও বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সকল কিছুর ব্যাপারে অবগত। আল্লাহর ব্যাপারে বান্দার অন্তরে এ ইলম ও ইয়াকিন জাগ্রত থাকার নামই মুরাকাবা। অন্তরে এ বোধ ও বিশ্বাসের

ফলাফল হলো, বান্দা জানবে যে আল্লাহ তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন, তাকে দেখছেন, তার কথা শুনছেন, তার যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন।’

জনৈক সালাফ বলেন, ‘অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে আমি লজ্জাবোধ করি। কেননা আমি দেখি, আল্লাহ আমার অন্তরে বিরাজমান।’

শাইখ যুন্নুন বলেন, ‘মুরাকাবার নিদর্শন হলো, সর্বদা আল্লাহকে প্রাধান্য দেওয়া। আল্লাহ যা কিছু সম্মানিত করেছেন সেগুলোর যথাযথ সম্মান রক্ষা করা। যা কিছু লাঞ্চিত ও অপমানিত করেছেন তা লাঞ্চিত ও অপমানিত করা।’

শাইখ ইবরাহিম বলেন, ‘মুরাকাবা হলো প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সকল কাজকর্ম একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা।’

উলামায়ে কেরাম বলেন, ‘সর্বোত্তম ইবাদত হলো হৃদয়ে আল্লাহর মুরাকাবা করা।’

আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির প্রভাব

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, ‘মুরাকাবা হলো আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির ইলম অর্জন করা। এগুলোর অর্থ জানা এবং মর্ম হৃদয়ে উপলব্ধি করা অতঃপর তদনুযায়ী ইবাদত করা।’

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘পবিত্র কুরআনে জান্নাত-জাহান্নামের চেয়ে অধিক আলোচিত হয়েছে আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলি। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্বলিত আয়াত মর্যাদার দিক দিয়ে আখেরাতের আলোচনা সম্বলিত আয়াতের চেয়ে অধিক।’

আল্লাহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার একটি গুণবাচক নাম হলো রাকিব। অর্থাৎ, ওই সত্তা যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগত তার কুদরতি শক্তির দ্বারা পর্যবেক্ষণ করেন। পবিত্র কুরআনের তিনটি জায়গায় রাকিব নামটি বর্ণিত হয়েছে। সুরা মায়েদায়,

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ
لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ
تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فإِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়মপুত্র ইসা! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা আমাকে ও আমার মাকে উপাস্য বানাও? সে বলবে, মহিমা তোমার! আমরা যা বলার অধিকার নেই আমি তো তা বলতে পারি না। আমি যদি অমন কথা বলতাম তাহলে তুমি তা অবশ্যই জানতে। আমার মনে কি আছে তুমি তা জানো আর আমার মনে কি আছে আমি তা জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে তো একমাত্র তুমিই সম্যক অবগত। তুমি আমাকে যা আদেশ দিয়েছিলে আমি তাদেরকে শুধু তাই বলেছি। আর তা হলো, তোমরা আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু আল্লাহর ইবাদত করো। আর আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন তাদের

কর্মকাণ্ড অবগত ছিলাম। তারপর তুমি যখন আমাকে
লোকান্তরিত করেছ তখন থেকে তো তুমিই তাদের
পর্যবেক্ষক ছিলে।’^{১৪৫}

দ্বিতীয়ত সুরা নিসার শুরুতে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। তার
থেকে তার সঙ্গিনীকেও সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের
দুজন থেকে অনেক নর-নারী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে
দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে
অপরের নিকট চেয়ে থাকো। রক্ত সম্পর্কের ব্যাপারেও
সতর্ক থাকো। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষণ
করছেন।’^{১৪৬}

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনু জারির তাবারি রহ. বলেন, ‘রাকিব’ অর্থ
হলো, আল্লাহ তায়ালা সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করেন। ভূপৃষ্ঠের সবকিছু তার
নিয়ন্ত্রণে। তিনি আমাদের আমল ও কর্মসমূহ সংরক্ষণ করেন। আমাদের
সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।’

এমনিভাবে সুরা আহযাবে বর্ণিত হয়েছে,

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

‘আল্লাহ সবকিছুর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন।’^{১৪৭}

আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা তার ইলমের মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় কিছু

১৪৫ সুরা মায়দা : ১১৬-১১৮।

১৪৬ সুরা নিসা : ১

১৪৭ সুরা আহযাব : ৫২।

পর্যবেক্ষণ করেন যে ইলম বেষ্টন করে রেখেছে সমগ্র জগতকে। যেমনটি
ইরশাদ হয়েছে পবিত্র কুরআনে,

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

‘হে আমাদের প্রভু অনুগ্রহ ও জ্ঞান দ্বারা তুমি সবকিছু
ধারণ করে আছ।’ ১৪৮

তিনি জানেন যা অতীতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে। তিনি ওই কুদরতি
চক্ষুর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করছেন সবকিছু, যে চক্ষু কখনো ঘুম ও তন্দ্রায়
আচ্ছন্ন হয় না। তিনি ওই কুদরতি শ্রবণশক্তির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করছেন যা
বেষ্টন করে রেখেছে প্রত্যেক নড়াচড়া ও প্রতিটি কথা।

কিন্তু আমাদের জীবন, আমাদের সকল কাজকর্ম, লেনদেন এবং আদান-
প্রদানে আজ কোথায় এর প্রভাব? আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা রাকিব। তিনি
পর্যবেক্ষণ করছেন আমাদের সকল কিছু। দেখছেন আমাদের সকল
কৃতকর্ম। তিনি শুনছেন আমাদের সকল কথাবার্তা। অথচ এর ন্যূনতম
অনুভূতি আমাদের মাঝে নেই। আমরা সর্বদা মত্ত আছি আল্লাহর অবাধ্যতা ও
নাফরমানিতে। তার আদেশসমূহ পালন করছি না। নিষেধ থেকে বেঁচে
থাকছি না।

উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের ইমলাম গ্রহণ

ঐতিহাসিক বহু গ্রন্থে বদর যুদ্ধ-পরবর্তী সংঘটিত এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একদিন মক্কার উপকণ্ঠে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং উমায়ের ইবনে ওয়াহাব গোপনে শলা পরামর্শ করছেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার পিতা ও ভাই বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়। এদিকে উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের কনিষ্ঠ সন্তান মদিনায় মুসলমানদের হাতে বন্দি। অত্যন্ত সঙ্গোপনে তারা আলোচনা করছে কীভাবে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়া যায়। কীভাবে হত্যা করা যায় হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। উমায়ের ইবনে ওয়াহাব বললেন, আমার ছোটো সন্তান মদিনায় মুসলমানদের হাতে যদি বন্দি না থাকত তাহলে আমিই মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদকে নির্মমভাবে হত্যা করে আসতাম। কিন্তু আমার ভয় হয়। এছাড়া আমি ব্যতীত পরিবারে উপার্জন করতে সক্ষম দ্বিতীয় কেউ নেই। আমার অনুপস্থিতিতে আমার সন্তানদের আহার জোটানোর কেউ নেই। উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের এ কথা শুনে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বলল, তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সন্তানদের দায়িত্ব আমি নিলাম। সুতরাং তুমি যাও—মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করো। অবশেষে উমায়ের ইবনে ওয়াহাব সম্মত হলো। তবে কাউকে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি। তাদের পরামর্শের ব্যাপারে তৃতীয় কেউ জানে না—তবে আল্লাহ জানেন। কেননা, তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন।

ইরশাদ হয়েছে,

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

‘তিনি গোপন ও অধিকতর লুকায়িত বিষয়ও জানেন।’

উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য উমায়ের ইবনে ওয়াহাব গোপনে মদিনায় পৌঁছল। উমর রা. দূর থেকে দেখে ফেলেন উমায়ের ইবনে ওয়াহাব চুপিচুপি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে নববিতে বসা। সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে দ্বিনি আলোচনা করছেন। হজরত উমর রা. দৌড়ে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর শত্রু উমায়ের এসেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আসতে দাও। উমায়ের এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাহিলিয়াতের রীতি অনুযায়ী অভিবাদন জানাল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমায়ের! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তোমার দেওয়া অভিবাদন থেকে উত্তম অভিবাদন শিক্ষা দিয়েছেন। আর তাই হবে জান্নাতিদের অভিভাবদন।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ

‘যেদিন তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে সেদিন তাদের
অভিবাদন হবে সালাম।’

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমায়েরকে মদিনায় আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উমায়ের বলল, আমি আপনাদের হাতে বন্দি আমার সন্তানকে মক্কায় ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আপনি তার ব্যাপারে উত্তম আচরণ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার জিজ্ঞেস করলেন, উমায়ের! তাহলে তোমার হাতে তরবারি কেন? তোমার আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? হে উমায়ের! তুমি সত্য বলো, কেন এসেছ তুমি মদিনায়? নবীজির উপর্যুপরি প্রশ্ন শুনে উমায়ের চুপ করে আছে।

উমায়ের তার আগমনের প্রকৃত কারণ বলছে না দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমায়ের! শোনো আমি বলছি, কেন এসেছ তুমি এখানে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাথে তার আলাপচারিতার কথা বিস্তারিত তুলে ধরেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে তাদের গোপন পরামর্শের কথা শুনে উমায়ের আকস্মিক হকচকিয়ে গেল। তার হৃদয়ের পর্দা যেন সরে গেল। উমায়ের বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল।

হে আল্লাহ রাসূল! আমি ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া যে আলোচনা করেছি তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহ আপনাকে সে বিষয়ে অবগত করেছেন। আপনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। হে আল্লাহর রাসূল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি তার রাসূল। অতঃপর উমায়ের বলল, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। উমায়ের তখনই মুসলমান হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে যে ছিল

কাফের, সে এখন সাহাবি।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! গভীরভাবে চিন্তা করো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার এই বাণী সম্পর্কে—যা তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطًا

‘তারা মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায় কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন রাখতে পারে না। কারণ, তারা যখন রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে এমনসব কথা বলে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তখন তিনি তাদের সাথেই থাকেন। আল্লাহ তাদের কাজকর্ম পরিবেষ্টন করে আছেন।’ ১৪৯

হে আল্লাহর বান্দাগণ! পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করো। কেন এই আয়াতের প্রভাব আমাদের জীবনে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কেন আমরা সতর্ক হই না। কেন আমরা বিরত থাকি না অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে? আল্লাহ আমাদের দেখছেন, আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম তিনি বেষ্টন করে আছেন, তথাপিও আমরা কীভাবে মত্ত হচ্ছি পাপাচারে? আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার ইরশাদ করেছেন,

وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

‘জেনে রাখো! আল্লাহ তোমাদের মনের কথা জানেন। অতএব তাকে ভয় করো। জেনে রাখো! আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও সহনশীল।’ ১৫০

হে আল্লাহর বান্দাগণ! হজরত উমায়ের ইবনে ওয়াহাব যখন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়োত্ব সম্পর্কে জানতে পারল তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। আমাদের

অন্তরে কি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়োত্ত্বের পরিচয় উদঘাটিত হয়নি? আমরা কি জানি না আল্লাহর এ বাণী,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي
ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ.

‘যাবতীয় অদৃশ্যের চাবি তার কাছে। তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। যে পাতাটি পড়ে তাও তার জানা আছে। আবার ভূমির অন্ধকারে যে শস্যদানাটি কিংবা যে আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তুটি আছে তাও একটি স্পষ্ট গ্রন্থে লিখিত আছে।’^{১৫১}

আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য গুণবাচক নামসমূহের একটি হলো হাফিজ। তিনি ওই সত্তা যিনি তার সমগ্র সৃষ্টিজগতকে হেফাজত করেন। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন সবকিছুকে তার অসীম ইলম বেষ্টন করে রাখে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদেরকে পাপ ও ধ্বংস থেকে হেফাজত করেন। তাদের আমল ও পুরস্কার তাদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখেন পরকাল দিবসের জন্য।

احفظ الله يحفظك

‘তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে আল্লাহ
তোমাকে হেফাজত করবেন।’

এ কথার অর্থ হলো, তুমি আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা অতিক্রম করা থেকে নিজেকে হেফাজত করো। তার যাবতীয় হুক যথোচিত আদায় করো। তিনি যে সমস্ত আদেশ দিয়েছেন সেগুলো পালন করো। নিষেধ থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকো। সকল ওয়াজিব আদায় করো। হারাম ও নাজায়েজ থেকে

বেঁচে থাকো।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ওই সমস্ত বান্দাদের প্রশংসা করেছেন যারা তার দেওয়া সীমারেখা অতিক্রম করে না। মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ
السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

‘(মুমিনগণ) তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রোজা পালনকারী, রুকু-সেজদাকারী, ন্যায়ের আদেশ দানকারী, অন্যায় থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর সীমাসমূহ রক্ষাকারী। (হে নবী!) আপনি মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিন।’^{১৫২}

তাওহিদের গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ওপর যা কিছু ওয়াজিব করেছেন তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো তাওহিদ। তাওহিদের অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। তার সাথে অন্য কাউকে শরিক না করা।

বুখারি শরিফে হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بينما كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال :
يا معاذ بن جبل ! قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله!
قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله
أعلم، قال: حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به
شيئاً، ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل ! قلت:
لبيك وسعديك يا رسول الله! قال: أتدري ما حق العباد
على الله إن هم فعلوا؟ - أي: أتدري ما حقهم على الله إن
هم عبدوه ولم يشركوا به شيئاً؟- قلت: الله ورسوله أعلم،
قال: حقهم عليه ألا يعذبه

‘আমি একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন হে মুয়াজ ইবনে জাবাল! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি উপস্থিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জানো বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুলই অধিক ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক হলো, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার সাথে কাউকে শরিক না করা। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মুয়াজ ইবনে জাবাল!

বান্দা যদি তার হক আদায় করে তাহলে বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক কী তা জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি বান্দাগণ আল্লাহর হক আদায় করে তাহলে আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক হলো আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।”^{১৫৩}

আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক হলো, তারা যদি আল্লাহর ইবাদত করে, তাকে এক ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে, তার সাথে কাউকে শরিক না করে তাহলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আর যদি আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি না দেন তাহলে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে যে সমস্ত আদেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাওহিদ। তাওহিদের প্রচার-প্রসারের জন্য আল্লাহ তায়ালা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। প্রেরণ করেছেন অগণিত রাসুল।

ইরশাদ হয়েছে,

لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

‘যেন জানতে পারেন যে, তারা তাদের প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। তাদের কাছে যা আছে তা তিনি বেষ্টন করে আছেন এবং সবকিছুই গুণে গুণে হিসাব রাখছেন।’ সূরা জিন: ২৮।

নামাজের প্রতি যত্নবান হও

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যে সমস্ত বিষয় হেফাজত করার আদেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো নামাজ। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে নামাজের আদেশ দিয়েছেন। ঈমানের পর সর্বাধিক পছন্দনীয় ইবাদত হলো নামাজ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের ব্যাপারে তার উম্মতকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। অথচ অধিকাংশ মানুষ আজ নামাজের প্রতি উদাসীন।

ইরশাদ হয়েছে,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ

‘তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাজের প্রতি; আর আল্লাহর সামনে একনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াও।’^{১৫৪}

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নামাজের প্রতি যত্নবান মুমিনদের প্রশংসাস্বরূপ ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

‘যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে যত্নবান।’^{১৫৫}

যারা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, নামাজকে সকল রুকনসহ যথাযথ আদায় করবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তার ক্রোধ ও শাস্তি থেকে হেফাজত করবেন। কিয়ামতের দিন তাদেরকে তিনি নাজাত দেবেন।

জেনে রাখো, নামাজ হলো সর্বোত্তম ইবাদত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

১৫৪ সূরা বাকারা : ২৩৮।

১৫৫ সূরা মুমিন : ৯।

واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة

‘জেনে রাখো, তোমাদের শ্রেষ্ঠ আমল হলো নামাজ।’ ১৫৬

আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তায়ালা তাওহীদের পর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন নামাজের প্রতি।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, ‘নামাজ বান্দার রিজিক টেনে আনে। বান্দাকে সুস্থ ও সবল রাখে। সমস্ত কষ্ট দূর করে। নামাজ বান্দার অন্তরকে শক্তিশালী করে। চেহারাকে করে সমুজ্জ্বল। অন্তরকে রাখে প্রফুল্ল। নামাজ শরীরের অলসতাকে দূর করে। বক্ষকে প্রসারিত করে। নামাজ আত্মার খাদ্যস্বরূপ। আত্মাকে করে আলোকিত। নামাজ বান্দাকে দেওয়া আল্লাহর নেয়ামতকে হেফাজত করে। বৃদ্ধি করে বরকতসমূহ। শয়তানকে দূরে ঠেলে দেয়। আল্লাহর নিকটবর্তী করে।’

মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়সমূহ দূরীকরণে নামাজের রয়েছে বিস্ময়কর প্রভাব। বিশেষ করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল শর্ত পূরণ করে যদি নামাজ আদায় করা হয় তাহলে উক্ত নামাজ দুনিয়ার ক্ষতি এবং আখেরাতের শাস্তি দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

নামাজ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন করে। যার সম্পর্ক যত অধিক ও গাঢ় হবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সে পরিমাণ কল্যাণের দুয়ার উন্মোচন করে দেবেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে হাদিসে কুদসিতে,

يا ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك
آخره

‘হে আদমসন্তান! তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ আদায় করো, আমি তোমার সারা দিনের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম।’

নামাজ মুমিনকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। নামাজ মুমিনকে গোনাহ থেকে হেফাজত করে। নামাজ মুমিনের জন্য গোনাহ থেকে বিরত

থাকার রক্ষাকবচ। পক্ষান্তরে যারা নামাজের প্রতি উদাসীন, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস ও বিরাট ক্ষতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

‘তাদের পরে এমন এক প্রজন্ম এল যারা নামাজ নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির বশবর্তী হলো। অতএব তারা ভ্রষ্টতার পরিণতি দেখতে পাবে।’^{১৫৭}

কিন্তু আজ কেমন আমাদের নামাজ? আমরা কি নামাজের প্রতি যত্নবান? আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন না? আমরা কি এ আয়াত সম্পর্কে সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা করি না?

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقْبَلُكَ فِي السَّاجِدِينَ

‘যখন তুমি নামাজে দাঁড়াও তিনি তোমাকে দেখেন এবং সিজদাকারীদের সাথে তোমার উঠাবসা দেখেন।’

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো, আমরা আজ নামাজের প্রতি অতি উদাসীন। হে আল্লাহর বান্দা! তুমি জিজ্ঞেস করো নিজেকে কতবার তোমার জামাত ছুটে গেছে? কতবার তোমার তাকবিরে উলা ছুটে গেছে? কতদিন তুমি ফজরের নামাজের সময় ঘুমের ঘোরে বিভোর ছিলে?

আল্লাহর শপথ! ততদিন পর্যন্ত আমাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না যতদিন আমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবো। আল্লাহ শপথ! আমাদের ধ্বংস ও অধঃপতনের পরিবর্তন সেদিনই হবে যেদিন আমরা নামাজের কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াব।

আল্লাহ আপনার কথা শ্রবণ করছেন

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার একটি বিশেষ গুণবাচক নাম হলো সামি। অর্থাৎ তিনি ওই সত্তা যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কিছু শ্রবণ করেন। বিশাল জগতের কোনো কিছুই তার শ্রবণ ইন্দ্রীয়ার বাহিরে নয়। পবিত্র কুরআনুল কারিমের বহু আয়াতে আল্লাহ তায়ালায় এ পবিত্র নাম ও গুণাবলি আলোচিত হয়েছে।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।’

১৫৮

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

‘নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।’ ১৫৯

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

‘নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।’ ১৬০

আল্লাহ তায়ালা আমাদের যাবতীয় কথাবার্তা, সৃষ্ট সকল মাখলুকের বিচরণ এবং প্রকাশ্য ও লুকায়িত সকল কিছু শ্রবণ করেন।

ইরশাদ হয়েছে,

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا

১৫৮ সূরা বাকারা : ১২৭।

১৫৯ সূরা লুকমান : ২৮।

১৬০ সূরা সাবা : ৫০।

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন ১৫৭

فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ
الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وَيُسَبِّحُ
الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ
الْمِحَالِ

‘তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন করে আর যে তা প্রকাশ
করে এবং রাতে লুকিয়ে থাকে আর যে দিনে অবাধে
বিচরণ করে তার কাছে সবাই সমান। মানুষের জন্য তার
সামনে ও পেছনে রয়েছে একের পর এক আগমনকারী
ফেরেশতাবৃন্দ। তারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে পাহারা
দিয়ে রাখে। আল্লাহ তো কোনো জনগোষ্ঠীর অবস্থা
পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের
অবস্থা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ যখন কোনো
জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে চান তখন তা কেউ ফেরাতে
পারে না। তিনি ছাড়া তাদের কোনো বন্ধুও নেই। তিনিই
তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয় ও আশার বস্তু হিসেবে।
এবং তিনিই ভারি মেঘ সৃষ্টি করেন। বজ্র তার গুণগান ও
প্রশংসা করে এবং তার ভয়ে ফেরেশতারাও তাই করে।
তিনি বজ্রপাত করেন এবং এর দ্বারা যাকে চান তাকে
আঘাত করেন। তবুও তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে,
অথচ তিনি প্রচণ্ড প্রতাপশালী।’^{১৬১}

জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রকার আকার-আকৃতি ও সাদৃশ্যতা
ব্যতিরেকেই শ্রবণ করেন। এক মহিলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নিকট এসে স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করে বলল, আমার স্বামী
আমাকে **أنت علي كظهر أمي** ‘তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো’

বলেছে।^{১৬২} হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন এখন আমাদের করণীয় কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় যিহারের হুকুম বলে দিলেন। আল্লাহর শপথ! তুমি তার ওপর হারাম হয়ে গেছ। মহিলা বলল, 'আপনি আল্লাহর নিকট সুপারিশ করুন। আমার কোলে শিশু বাচ্চা রয়েছে। তাকে যদি তাদের নিকট পাঠিয়ে দিই তাহলে তার স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি আমার নিকট রাখি তাহলে তারা ক্ষুধার্ত থাকবে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর শপথ! সে তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে।' হজরত আয়েশা রা. বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমার ও সে মহিলার মাঝে ব্যবধান ছিল একটি পর্দা। আমি তার কিছু কথা স্পষ্ট শুনেছি এবং কিছু কথা আমার নিকট অস্পষ্ট ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করেন।

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، الَّذِينَ
يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ

১৬২নিজের স্ত্রী অথবা তার কোনো অঙ্গকে মায়ের সাথে অথবা স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম এমন কোনো মহিলার পৃষ্ঠদেশতুল্য বলে আখ্যায়িত করাকে ইসলামি আইনের পরিভাষায় যিহার বলে। এ কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মায়ের সাথে যেমন মেলামেশা হারাম, তেমনি স্ত্রীর সাথেও হারাম করা। কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তার জন্য করণীয় হলো, স্ত্রীকে স্পর্শের পূর্বে কাফফারা আদায় করা। যিহারের কাফফারা হলো, রমজান মাসে স্বেচ্ছায় রোজা ভাঙ্গার কাফফারার ন্যায়। একজন গোলাম আজাদ করবে। যদি গোলাম আজাদ করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে টানা দুই মাস রোজা রাখবে। যদি তাও না পারে তাহলে ষাট জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে তারা যেন জেনে রাখে যে, তারা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে। তারা তো কেবল অসঙ্গত ও মিথ্যা কথা বলে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।' সূরা মুজাদালা: ২। যিহারের কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারপর তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের জন্য পারস্পরিক স্পর্শের পূর্বে একটি দাস মুক্তির বিধান দেওয়া হলো। এটি তোমাদের জন্য নির্দেশ। আর তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। অতঃপর যে সেটার সামর্থ্য রাখে না তাকে পারস্পরিক স্পর্শের পূর্বে একটানা দু-মাস রোজা রাখতে হবে। যে তারও সামর্থ্য রাখে না তাকে ষাট জন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে। এ বিধান এজন্য যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর তোমরা যেন ঈমান রাখো। এটি আল্লাহর সীমারেখা।' সূরা মুজাদালা: ৩-৪।

[অনুবাদক]

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন ১৫৯

إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

‘যে মহিলা তার স্বামী সম্বন্ধে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের দুজনের কথাবার্তাই শুনেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে তারা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। বস্তুত তারা এক জঘন্য কথা আর মিথ্যা বলে থাকে। আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।’^{১৬৩}

হে আল্লাহর বান্দাগণ! উক্ত মহিলা আল্লাহর নিকট তার অভিযোগ পেশ করল। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সে অভিযোগ শ্রবণ করলেন এবং তার সমাধান প্রেরণ করলেন।

একদিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কোথাও যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.। পথে এক অপরিচিত মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হলো তাদের। মহিলাটি হজরত উমর রা.-কে লক্ষ্য করে বলল, হে উমর! আপনি আপনার রাজত্বের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন! আপনি আপনার ক্ষমতার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন! জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনাকে রাষ্ট্রের প্রজাদের সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন। মহিলার এ কথা শুনে খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমর রা. কাঁদতে শুরু করেন। খলিফাকে কাঁদতে দেখে হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ মহিলাকে তিরস্কার করেন। হজরত উমর রা. তাকে নিষেধ করে বললেন, হে আবু উবায়দা! তাকে ছেড়ে দাও। তার কথা আল্লাহ তায়ালা সাত আসমান ওপর থেকে শ্রবণ করেছেন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! চিন্তা করো হজরত উমর রা. কী বলেছেন। উমর বলেছেন, ‘আল্লাহ সাত আসমান ওপর থেকে মহিলার কথা শ্রবণ করেছেন।

সুমহান সেই সত্তা, যিনি মানুষের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। তাদের আস্থানে

সাড়া দেন। চাই তারা একাকী ডাকুন কিংবা সমষ্টিগতভাবে। জেনে রাখো, আল্লাহর নিকট তোমাদের ভাষা ও উপস্থাপনার ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। সকল ভাষা ও সকল মানুষের মনোভাব তিনি বুঝেন। চাই সে কালো হোক কিংবা সাদা। আরবের হোক অথবা অনারবের। শুধু তাই নয়, মুখ দিয়ে বলার পূর্বেই বান্দা যখন অন্তরে তার কল্পনা করে আল্লাহ তখনই জেনে যান। কখনো কেউ তার প্রয়োজন ঠিকঠাকভাবে আল্লাহর নিকট তুলে ধরতে পারবে না। নানাবিধ অক্ষমতা তাকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু আল্লাহ ঠিকই তার অন্তরের বেদনা অনুভব করেন। এবং সেই অনুপাতে তাদেরকে তিনি দান করেন।

কখনো আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণ **سميع** 'সামি' এর সাথে আরও বিভিন্ন নাম যুক্ত হয়েছে। যেমন, বাসির, কারিব, আলিম।

سميع عليم، وسميع بصير، وسميع قريب

সবকিছু এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, বিশাল এ সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহ সুবহানাহ্ তায়ালায় আয়ত্বাধীন। কোনো কিছুই তার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে নয়। কোনো কিছু নয় তার নিকট অস্পষ্ট। সমস্ত কিছু তার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির অধীন।

আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হলো বাসির। অর্থাৎ ওই সত্তা যিনি বিশ্বজগতের সকল কিছু দেখেন। অণু থেকে পরমাণু কোনো কিছুই তার দৃষ্টির আড়ালে নয়। আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তুর ব্যাপারে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন এবং সেসবের বিষয়ে তিনি পূর্ণ অবগত। তিনি ছোটো-বড়ো সকল কিছু দেখেন। তিনি দেখেন যা রয়েছে জমিনের নিচে। যা রয়েছে আসমানের ওপরে এবং যা রয়েছে সমুদ্রের গভীর তলদেশে।

ইরশাদ হয়েছে,

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

'কোনো দৃষ্টি তার নাগাল পায় না, তবে তিনি সব দৃষ্টির নাগাল পান। আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছুর

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এ পর্যায়ে আমি কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করছি যা আমরা সকলে অবগত, কিন্তু আমাদের জীবনে নেই সেসবের প্রভাব ও প্রতিফলন। কেন? আমরা কি সেগুলো উপলব্ধি করিনি? আমাদের বোধ ও বিশ্বাসে কি সেগুলো রেখাপাত করেনি?

প্রথম ঘটনা

খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে প্রজাদের খোঁজ-খবর নিতেন। বিজন রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন তিনি মদিনার গলি-ঘুপচি ধরে হাটতেন। তাদের সুবিধা-অসুবিধা স্বচক্ষে দেখতেন। এ ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। এক রাতে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. শুনতে পেলেন, এক বৃদ্ধা মহিলা তার মেয়েকে দুধে পানি মেশাতে বলছে। মেয়েটি বলল, হে আমার মা! তুমি কি জানো না, আমাদের খলিফা দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন। মেয়ের কথা শুনে মা ভারি বিরক্তমাখা কণ্ঠে বলল, 'খলিফা কি এই অন্ধকার রাতে আমাদের ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে? মেয়েটি তখন প্রতিউত্তরে বলল, 'খলিফা না দেখুক, কিন্তু আল্লাহ তো দেখছেন। রাতের নিস্তন্ধ আঁধারে আমরা খলিফার চোখ ফাঁকি দিতে পারলেও, আমাদের যিনি রব তাকে তো ফাঁকি দিতে পারব না। তিনি তো দেখছেন সবকিছু।'

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এটি একটি বহুল প্রচলিত ঘটনা যা ছোটো-বড়ো সকলেই জানে। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবন এবং লেনদেনে কেন এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না? কেন আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয় না এ কথা যে, আল্লাহ আমাদেরকে দেখছেন। কেন আমরা প্রতারণা করতে আল্লাহকে লজ্জা করি না? কেন অন্যায় অপকর্ম করার সময় আমরা আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জিত হয় না? আল্লাহ আমাদেরকে দেখছেন, তথাপিও কীভাবে আমরা গোনাহে লিপ্ত হই। তার অবাধ্যতা করি। এর চেয়ে বড়ো ধৃষ্টতা আর কী হতে পারে? এর চেয়ে বড়ো প্রতারণা আর কিছু হতে পারে না হে আল্লাহ বান্দা। আজ খুব কম মানুষই রয়েছে এমন যারা ব্যবসায় অপরকে ধোঁকা দেয় না। এমন

মানুষের সংখ্যা অত্যধিক স্বল্প যারা মাপে সঠিক দেয়। আফসোস, আমরা জানি কিন্তু আমল করি না। আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু ঈমানের দাবি আমাদের মাঝে বাস্তবায়িত হয়নি।

দ্বিতীয় ঘটনা

প্রতিদিনের অভ্যাস অনুযায়ী খলিফা হাটছেন মদিনার অলি-গলিতে। চলতে চলতে একটি গৃহের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। গৃহের ভেতর থেকে ভেসে আসছে ক্ষীণ অথচ ভরাট এক স্বর। এক মহিলা আবৃত্তি করছে এক কবিতা,

‘রাত্রি দীর্ঘ হয়েছে।

চোখের কাজলের ন্যায় মিশকালো আঁধারে ছেয়ে গেছে মরু দিগন্ত।

অথচ আমার কোনো বন্ধু নেই যার সাথে মেতে উঠব নৈশ খেলায়। আমি একাকী পড়ে আছি নিঃসঙ্গের বিছানায়। চাইলেই চুমুক দিতে পারি শরাবের পেয়ালায়।

শপথ! যদি আল্লাহ না থাকতেন তাহলে কেউ ছিল না, যে বাধা দেবে আমাকে। আমার বিছানা নড়ে উঠত প্রচণ্ড উন্মত্ততায়। কিন্তু প্রভুর ভয় আমাকে বিরত রেখেছে সকল অযাচিত কামনার মায়াজাল থেকে।’

হে আল্লাহর বান্দাগণ! রাতের গভীরে এক মহিলা নিজেকে পাপ ও অবাধ্যতা থেকে বিরত রেখেছে। আর সে স্বীকার করে নিয়েছে এ কথা যে, পাপ থেকে বিরত থাকার একমাত্র কারণ হলো তার হৃদয়ের এ অনুভূতি যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। এর কারণ তো এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহর বড়োত্বকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। অন্তর তাদের সর্বদা মত্ত থাকে প্রভুর মুরাকাবায়। অন্যায় ও পাপ করতে তারা আল্লাহকে লজ্জা করে। তারা ভালোবাসে আল্লাহকে এবং তার আনুগত্য করে।

তৃতীয় ঘটনা

একদিন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. মরুভূমি দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক কিশোর রাখালের সাথে তার দেখা। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর অন্তরে হঠাৎ কৌতূহল জাগল। তিনি বালককে পরীক্ষা করতে চাইলেন। বালককে তিনি বললেন, 'তোমার বকরির পাল থেকে একটি বকরি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। বালক বলল, আমি তো এর মালিক নই। আমার নিকট মালিকের আমানত মাত্র। এ কথা শুনে সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, তুমি তোমার মালিককে বলে দেবে যে, একটি বকরি পাহাড় থেকে এক বাঘ এসে খেয়ে ফেলেছে। বালকটি তখন প্রতিউত্তরে বলল, আমি আমার মালিককে নাহয় বলব, বাঘ খেয়ে ফেলেছে কিন্তু আল্লাহকে কী বলব? যেদিন আমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দেবে সেদিন আমি কী বলব আমার প্রভুকে?

ইরশাদ হয়েছে,

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

‘আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।’^{১৬৫}

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

‘যেদিন তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ তাদের যথার্থ কর্মফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহই সত্য এবং সবকিছু প্রকাশকারী।’^{১৬৬}

১৬৫ সূরা ইয়াসিন : ৬৫।

১৬৬ সূরা নূর : ২৪।

এটা শুনে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কাঁদতে লাগলেন। সততায় মুখ হয়ে রাখাল বালককে তিনি আজাদ করে দিলেন। এবং বললেন, ‘একটিমাত্র কথা তোমাকে দুনিয়াতে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব, যেন আখেরাতেও তিনি তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন।’

এ সমস্ত ঘটনা আমরা সকলেই জানি। বারবার শুনেছি। কিন্তু আমাদের জীবনে কোথায় এর প্রভাব? কেন আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হয় না? কেন জাহত হয় না আমাদের অন্তর?

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এ হলো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কতিপয় বিশেষ নাম ও গুণাবলি যা ওপরে নাতিদীর্ঘ পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের জীবনে কেন এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না? আমাদের ঈমানের মাঝে কেন এর প্রতিক্রিয়া জাহত হয় না? আমরা কেন গোনাহ থেকে বেঁচে থাকি না? কেন আমরা আল্লাহকে লজ্জা করি না?

তুমি যদি তোমার ঈমানকে যাচাই করতে চাও তাহলে নির্জনে একাকী মুরাকাবা করো। জেনে রাখো, কেবল দুই রাকাত নামাজ ও রোজার মাধ্যমে তুমি তোমার ঈমান যাচাই করতে পারবে না। বরং ঈমান যাচাই হবে তোমার অন্তর ও প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করার মাধ্যমে। আল্লাহর শপথ! হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্মান ও মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন এর মাধ্যমেই। তিনি তার প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে নিজেকে জুলায়খার কুপ্রস্তাব থেকে হেফাজত করেছিলেন।

অন্তর ও প্রবৃত্তির বাহুড়োর থেকে যারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে মহান প্রভুর নিকট তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

ইরশাদ হয়েছে,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

‘আর যে তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রেখেছে, তার বাসস্থান হবে জান্নাত।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাত প্রকার ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে। তন্মধ্যে এক প্রকার ব্যক্তি হলো,

رجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف

الله

‘এমন ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী রমণী (কুপ্রভাবের) আহ্বান করেছে, কিন্তু সে বলেছে আমি আল্লাহকে ভয় করি।’

তুমি কি জানো কে সে ব্যক্তি? আল্লাহর শপথ! সে হলো ওই ব্যক্তি যে তার পছন্দ ও ভালোবাসার রমণীকে নির্জনে একান্তে কাছে পেয়েছে। তার খারাপ মনোভাব চরিতার্থ করার সমূহ সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সে তার অন্তরকে এ বলে বিরত রেখেছে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। অতঃপর সে আল্লাহর ভয় ও লজ্জায় গোনাহ থেকে বিরত থেকেছে।

আল্লাহর শপথ! এটি কীভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন আর সে গোনাহ করেছে? জেনে রাখো, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ওলি এবং তার নৈকট্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার যাবতীয় কিছু একমাত্র খালেস আল্লাহর জন্য না করবে। যতক্ষণ না তুমি তোমার প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বের হয়ে আসবে। নাজায়েজ ও অপছন্দ বিষয়ের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করবে। তোমার অন্তরকে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ব্যয় করবে।

গোনাহ কখনো তুচ্ছ নয়

হে আল্লাহর বান্দাগণ! বর্তমানে অশ্লীলতা ও মন্দকাজে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। নগ্নতা, বেহায়াপনায় সয়লাব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। ঈমান ও চরিত্র বিধ্বংসী হাতিয়ার আজ সকলের হাতে হাতে। আমাদের নিয়ন্ত্রণ শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। ফলে সহজেই আমরা হারাম ও নাজায়েজ কাজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। অশ্লীলতা, বেহায়াপনার গডডলিকায় গা ভাসিয়ে দিয়েছি। টিভি, সিনেমা, গান-বাদ্য, সুদ, ঘুসে জড়িয়ে পড়ছি। আমাদের লজ্জা করা উচিত। ঈমানের ব্যাপারে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম দেখছেন, আমাদের সকল কথাবার্তা শ্রবণ করছেন, সর্বদা তিনি আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন, তথাপিও আমরা হরদম গোনাহ ও অবাধ্যতা করেই চলছি। আল্লাহর কসম! আমাদের লজ্জা করা উচিত।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আজ অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হলো, তারা বেঁচে থেকেও কেমন যেন অস্তিত্বহীন। তাদের জীবন মৃত্যু সমতুল্য। তারা আল্লাহর আদেশ পালন করে না। নিষেধ থেকে বিরত থাকে না। পবিত্র কুরআনের ভাষায় তারা যেন চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং এর চেয়েও নিকৃষ্ট।

তাদের অবস্থা হলো, শরিয়ত যদি তাদের মর্জি মুতাবেক হয় তাহলে শরিয়তকে তারা গ্রহণ করে। আর যদি তাদের মর্জির বিপরীত হয় তাহলে শরিয়তকে তারা বিসর্জন দেয়। শরিয়তের যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ সহজ তারা সেগুলো পালন করে। যেগুলো তাদের নিকট কঠিন মনে হয় সেগুলো থেকে যোজন যোজন দূরে থাকে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার অর্থকড়ি, যশ ও খ্যাতি। শরিয়তের যে সমস্ত বিধি-বিধান তাদের উদ্দেশ্য পূরণে প্রতিবন্ধক তারা সেগুলো ছুড়ে ফেলে দেয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিজেদের পরিণামের কথা ভেবে দেখো। মৃত্যুর পর তোমার পরিণতি কেমন হবে যদি এ নিয়ে চিন্তা করো তাহলে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। আখেরাত সম্পর্কে গভীর অর্থে চিন্তা-ভাবনা করার মাঝেই রয়েছে নাজাত। তুমি যখন তোমার করুণ পরিণতির কথা চিন্তা করবে তখন তুমি সতর্ক হবে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করবে। যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়, সে তার পথচলার পাথেয় ও সামানা সংগ্রহ করে। এটিই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।

জেনে রাখো, দীর্ঘ এ পথ পাড়ি দিতে হবে প্রবল ধৈর্য ও আত্মিক প্রশান্তির মাধ্যমে। হজরত বিশর আল হাফি থেকে বর্ণিত আছে, একদা তিনি দূরের এক ভ্রমণে বের হয়েছেন। সঙ্গে ছিল এক সাথি। চলতে চলতে সাথিটির তৃষ্ণা পেল। বলল, ‘এই কূপ থেকে পানি পান করব।’ বিশর আল হাফি তাকে বললেন, ‘ধৈর্যধারণ করো, সামনের কূপ থেকে পানি পান করব। চলতে চলতে যখন তারা পরবর্তী কূপের নিকটবর্তী হলো তখন বিশর আল হাফি পুনরায় তাকে বললেন, ‘ধৈর্যধারণ করো, সামনের কূপ থেকে আমরা পানি পান করব। এভাবে তারা চলতে লাগল এবং একের পর এক কূপ অতিক্রম করছিল। প্রতিবারই বিশর আল হাফি তাকে বলছেন, ধৈর্যধারণ করো, সামনের কূপ থেকে আমরা পানি পান করব। অবশেষে তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছল। বিশর আল হাফি তাকে সুমিষ্ট পানি পান করতে দিলেন। অতঃপর তাকে বললেন, ‘এভাবে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ার এ পথ পাড়ি দিতে হবে অসীম ধৈর্যের মাধ্যমে। তাহলেই আখেরাতের সুমিষ্ট নেয়ামত ভোগ করতে পারবে।’

ধৈর্য এক বিরাট শক্তি। এক বড়ো পাওয়ার। ধৈর্য ও ইয়াকিনের মাধ্যমে তুমি লাভ করতে পারবে দ্বীনের ইমামত-নেতৃত্ব। তাই অন্তরকে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নিজেকে ধৈর্যশীলরূপে গড়ে তুলতে হবে। তবেই লাভ করবে প্রতিশ্রুত সুফল।

জনৈক মনীষী তার নফসকে বলেছেন, ‘আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে তোমার প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু থেকে বিরত রাখি মূলত তোমার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়াপরবশ হয়ে।’

হজরত আবু য়ায়েদ বলেন, ‘আমি আমার নফসকে যতই আল্লাহ তায়ালা দিকে তাড়িত করি সে ততই ক্রন্দন করতে থাকে। অবশেষে যখন সুমিষ্ট পানি পান করে আনন্দে হাসতে থাকে। অর্থাৎ আমি আমার নফসকে আল্লাহর আনুগত্যে বাধ্য করি। অবশেষে যখন তার মাঝে অটুট ও দৃঢ়তা আসে তখন সে খুশি হয়ে যায়।’

তুমি তোমার জীবনে একমাত্র কামনার লক্ষ্য বানাও আল্লাহকে। তার অনুসরণ, তার আনুগত্য এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনই হবে একমাত্র আরাধ্য ও লক্ষ্য। তোমার মুরাকাবা, তোমার চিন্তা-চেতনা, তোমার নির্জনতা, তোমার প্রকাশ্য সবকিছু জুড়ে থাকবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এর বাস্তব প্রতিফলন।

আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন ১৬৮

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘যিনি তোমাকে দেখতে পান যখন তুমি নামাজে দাঁড়াও
এবং দেখতে পান সিজদাকারীদের সাথে তোমার
ওঠাবসা। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু
দেখেন।’^{১৬৭}

হে আল্লাহর বান্দা! তুমি যদি মনে করো আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখছেন
না, তাহলে এর চেয়ে জঘন্য কুফরি আর কিছু নেই। আর যদি মনে করো
আল্লাহ তোমাকে দেখছেন তা সত্ত্বেও তুমি গোনাহ করো তাহলে এর চেয়ে
বড়ো ধৃষ্টতা আর হতে পারে না। এর চেয়ে বড়ো নির্লজ্জতা আর কিছুই
নেই।

সুতরাং উপদেশ গ্রহণ করো। তদনুযায়ী আমল করো। কেননা, যে উপদেশ
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে তার জাহান্নামের ব্যাপারে সম্ভ্রষ্ট হয়ে গেল।

ইরশাদ হয়েছে,

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ * كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ *
فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ

‘তাদের কী হয়েছে যে, উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?
যেন তারা ভয় পেয়ে পলায়নকারী গাধা। যারা কোনো
সিংহের ভয়ে পালিয়ে এসেছে।’^{১৬৮}

জেনে রাখো, তোমাকে অবশ্যই একদিন আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে
হবে। সেদিন কোন মুখে তুমি জবাব দেবে? সুতরাং অত্যাবশ্যকীয় সে প্রশ্নের
উত্তর প্রস্তুত করো। তুমি কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য
তুমি কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?

১৬৭ সূরা গুয়ারা : ২১৮।

১৬৮ সূরা মুদাছছির : ৪৯-৫২।

জেনে রাখো, একমাত্র বিশুদ্ধ তাওহিদ এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই কেবল তুমি আখেরাতের মর্মমুদ শান্তি থেকে রক্ষা পাবে।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا
عَلَىٰ نِعْمِهِ يَزِدْكُمْ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تَصْنَعُونَ.

উম্মাহর ভাগ্য পরিবর্তন হবে সেদিন, মুসলমান যেদিন গোনাহের বেড়াজাল ছিন্ন করে ঈমানের পরিচয়ে জাহত হবে। আল্লাহর কসম! সেদিন বিজয় হবে উম্মাহর। মুক্তি পাবে চলমান নিপীড়নের ক্রান্তিকাল থেকে। ক্ষুদ্র জ্ঞানে অনুভব করি, বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের প্রথম শর্ত হলো পরিচয়হীন নামধারী মুসলমানদের হৃদয়ে ঈমানের চেতনা জাগরুক করা। অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে আনুগত্য ও আমলের আলোকিত কাফেলায় शामिल হওয়া। হ্যাঁ, এটিই আজ মুসলিম উম্মাহর প্রথম ও প্রধান কর্মসূচি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ ‘আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন’ সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নে ধারাবাহিক আয়োজনের একটি উদ্যোগ। এ গ্রন্থ পড়ে একজন মানুষ যদি ফিরে আসে, মসজিদের কাতারে যদি আরও একজন নামাজির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে যেন উম্মাহর বিজয়-কাফেলার একজন সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হলো। একজন মুসলমানের ফজরের নামাজ উম্মাহর বিজয়ের জন্য নুসরত-সাহায্য। তেমনি একজন মুসলমানের একটি গোনাহ উম্মাহর পরাজয়ের একটি কারণ। তাওবার অনুতপ্ত অশ্রুতে, অনুশোচনার দহনে একজন পাপী অন্তত ফিরে আসুক হৃদয় থেকে কামন করি।